Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/56
3|251

ওঁ

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনো জয়তি

শ্রীশ্রীব্রজধাম

[পরিচয় ও পরিক্রমা]

প্রথম খণ্ড

পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমুক্তেশ্বরী দেবী
শ্রীআনন্দময়ী মাতাজী ঠাকুরাণীর
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু
শ্রীবৃন্দাবনধাম।

দীনহীন
শ্রীগোবর্দ্ধন দাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/56

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

হাশয়

Vice-
aban,
nerly

ad.

nava
chari
and
nava
ound
the
Sri
holy
as a
, the
all
this
of
has

বরাহ-
রাড়

র্শনের
বভিন্ন
মাজে

নক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/56

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীব্রজধাম

(পরিচয় ও পরিক্রমা)

প্রথম খণ্ড—প্রথম সংস্করণ

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস কৃত
সংগৃহীত ও সম্পাদিত

স্মরণীয় ৺মহাত্মা লালাবাবু, পাইকপাড়া-রাজপরম্পরা
মহিমার্ণব কুমার শ্রীল বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
এম, এ., এল, এল, বি., মহোদয়ের
পৃষ্ঠপোষকতায়।

ঝুলনযাত্রা—শ্রীবৃন্দাবনধাম।
বাং সন ১৩৬৫ সাল।

সর্ব্বসত্বসংরক্ষিত

মুদ্রণব্যয়—১৮০ টাকা

আইডিয়েল প্রেস, ১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে
মুদ্রাকর—শ্রীবি, এন, ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্ বি,, ডি, পি, এইচ.,
ডি, ও, এম্, এস,, ডি, টি, এম্ এ্যাণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
৩৮।সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগোবর্দ্ধন দাস, ১৮নং গোপীনাথ বাগ,
শ্রীগিরীধারী কুঞ্জ, পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা (ইউ, পি)।

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

৩। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সাহা, ৬৫ নং, মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

নিবেদন,—

কোন সহৃদয় ব্যক্তির আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কিছু অভিমত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইলে, উপরোক্ত ১নং ঠিকানায় জানাইতে প্রার্থনা।

সহৃদয় পারমার্থিক বন্ধুগণের নাম—পণ্ডিত শ্রীহরিদাস দাসজী মহারাজ (বি-এ, দ্বাদশতীর্থ; কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) কালীদহ, শ্রীবৃন্দাবনধাম। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ শর্ম্মা, শাস্ত্রীজী মহারাজ (সভাপতি শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীব্রজবাসী কমিটী) গৌতম পাড়া। মহান্ত শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ দাসজী মহারাজ (বি-এ, বি-টি)। পণ্ডিত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাসজী ভক্তিতীর্থ। পণ্ডিত শ্রীমৎ পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারীজী মহারাজ। কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুত গৌরপদ ঘোষ মহাশয়—শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়—কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 3/56

অভিমত

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত, সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভজন-জ্ঞানদানকারী এবং বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রণেতা, শরণাগত, একান্ত নৈষ্ঠিক ভজনকারী ও বৈষ্ণবোচিত সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পূজ্যপাদ **শ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভু** নিম্নলিখিত আশীর্ব্বাদ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন,—

শ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীধাম নবদ্বীপ
১লা শ্রাবণ, ১৩৬৫ বাং

শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমৎ গোবর্দ্ধন দাস মহোদয় কৃত "শ্রীশ্রীব্রজধাম" নামক গ্রন্থখানির কিয়দংশ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন শ্রীধামের নিত্যত্ব, অপ্রাকৃতত্ব ও চিদানন্দময়ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে, তেমনি শ্রীব্রজমণ্ডলের স্থান পরিচয়াদির বিস্তৃত বিবরণ সহজ ও সরল ভাষায় প্রদান করিয়া ভজননিষ্ঠ সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার একাধারে মণি-কাঞ্চন সংযোগ করিয়াছেন। কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণের পক্ষেই নহে,—ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু বিশেষতঃ শ্রীধামদর্শনার্থী ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই ইহা যে বিশেষ উপযোগী ও সহায়ক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কলিতাপ- সন্তপ্ত জগতের প্রকৃষ্ট শান্তির নিমিত্ত এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ইতি—
ভক্তকৃপালবপ্রার্থী
স্বাঃ শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুমোদন ও উৎসাহ

স্মরণীয় ৺মহাত্ম লালাবাবু (মহারাজ শ্রীল কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর) পাইকপাড়া-রাজপরম্পরা মহিমার্ণব কুমার শ্রীল জগদীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, মহিমার্ণব কুমার শ্রীল বিমলচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, (রাজস্ব-মন্ত্রী বঙ্গদেশ), মহিমার্ণব কুমার শ্রীল বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং কোন বিশেষ মহাত্মার আগ্রহ ইচ্ছা অনুযায়ী ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন।

আমার ধারণা ছিল না যে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পারমার্থিক জনগণের কোন সেবায় লাগিতে পারে। কিন্তু এতৎসহ প্রকাশিত ভূমিকা লেখক ভারতীয় সাধু-বৈষ্ণব ও বিদ্বান সমাজে সুপরিচিত প্রাচীন বৈষ্ণব, সুমহান পণ্ডিতপ্রবর পরমভাগবত শ্রীল রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় এবং শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগৌরগতপ্রাণ প্রভুপাদ শ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামিমহারাজ, ত্রিদণ্ডী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ; মাননীয় বৈষ্ণববর শ্রীহরিদাস নামানন্দজী মহারাজ (শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায়, ডি. পি. আই—আসাম), সরল ও প্রবীন বৈষ্ণব শ্রীমৎ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাস ভক্তিসৌরভ (বি-এ., বি-এল., অপর সেবা সচিব গৌড়ীয়মিশন—ভারতবর্ষ), অয়ুর্বেদাচার্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ (এম, এল, এ) মহোদয় ও আরও প্রভুসন্তান, গোস্বামিসন্তান, আচার্য সন্তান, ত্রিদণ্ডিপাদগণ; একদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সাধু-সজ্জন-বিদ্বানগণ, বিভিন্নসম্প্রদায়ের মহান্তগণ, বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীগণের, বিভিন্ন বিচারপতিগণের অনুমোদন হওয়ায় কতকটা আশ্বাস হইল যে—এই কার্য্যে শ্রীভগবানের করুণাবিন্দু নিহিত আছে; এবং স্ব-পর কল্যাণ নিহিত আছে। পরিশ্রম সার্থক হইবে।

আরও অনেক অভিমত প্রাপ্ত হইয়াছি ও হইতেছি; কিন্তু সময়াভাবে ও স্থানাভাবে শ্রীগ্রন্থের সহিত প্রকাশ করিবার সুযোগ হইল না। পৃথক্ পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইবেন। নিজ নিজগুণে দোষ-ত্রুটী, অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রার্থনা। সকলের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ—প্রণাম। ইতি— দীনহীন গ্রন্থকার—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ব্বকল্পে অবতীর্ণ হইয়া রাগানুগা ভক্তিযোগ প্রচার করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে তাহা বিলুপ্ত প্রায় হইলে বর্ত্তমান কলিতে তিনি আবির্ভূত হইয়া তাহারই পুনরাবিষ্কার করিয়াছেন। রূপানুগা সাধন ভক্তিতে শ্রীবৃন্দাবন লীলার—সুতরাং লীলা স্থানাদিরও স্মরণ-মনন বিহিত। কিন্তু কালপ্রভাবে লীলাস্থানাদিও বিলুপ্ত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ রূপগোস্বামীতে এবং শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীতে কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সমূহের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের প্রতি আদেশ করেন; তদনুসারে তাঁহারা লুপ্ততীর্থাদিকে প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীব্রজমণ্ডলের বাহিরে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদের অনেকেই যে সমস্ত তীর্থের মহিমা এবং ভৌগলিক অবস্থানাদির বিষয় জানেন না। এপর্য্যন্ত এমন কোনও গ্রন্থও বোধ হয় ছিল না। যাহা হইতে জনসাধারণ এ-সমস্ত বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইতে পারেন। পণ্ডিতপ্রবর পরমভাগবত শ্রীল গোবর্দ্ধন দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রী-বৃন্দাবনেশ্বরীর এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের কৃপায় এই অভাব দূর করিয়াছেন। বহু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচীন গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া এবং শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "শ্রীশ্রীব্রজধাম" নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় অপ্রাকৃত চিন্ময় ব্রজমণ্ডলের মহিমা এবং ব্রজমণ্ডলস্থ বিভিন্নস্থলের ভৌগলিক অবস্থানাদির বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

বিভিন্ন বৈষ্ণবগোষ্ঠীর বনপরিক্রমাদি সম্বন্ধেও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ভক্তসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই গ্রন্থখানিকে শ্রীশ্রীভানুনন্দিনীর এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের কৃপার দান বলিয়াই মনে করি।

২৯শে জুলাই, ১৯৫৮ ইং
৪৬, রসা রোড ইষ্ট ফার্ষ্ট লেন
টালিগঞ্জ,—কলিকাতা ৩৩

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ

—শ্রীমদ্ভাগবত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

শ্রীশ্রীব্রজধামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার সাধ্য আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে লিখিত গ্রন্থ-সমূহে ও আরও বহু গ্রন্থে শ্রীমহাজনবাক্য ও শ্রীভগবদ্‌বাক্য দ্বারা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছেন। কেবলমাত্র বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শ্রীব্রজভূমির লীলাস্থান সমূহ বিভিন্ন শাস্ত্রের বর্ণনানুযায়ী যথাযথরূপে কোথায় কোথায় দর্শন হইতে পারেন; তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় (তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ও ভৌগলিক) মাত্র লিপিবদ্ধ হইলেন। যথা-সম্ভব পৌরাণিক স্থান, মন্দিরাদির উল্লেখই করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহা-প্রভু ও শ্রীগোস্বামি-আচার্য্যগণের আবিষ্কৃত স্থানাদি ছাড়া আরও নূতন নূতন শ্রীমন্দির আশ্রম ও প্রতিষ্ঠানাদি অনেকই হইয়াছেন এবং হইতেছেন। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্থান ইত্যাদির উল্লেখই এই নগণ্য দীনহীন গ্রন্থকারের অন্তরের উদ্দেশ্য হওয়ায় ও গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় নূতন নূতন স্থানাদির বিশেষ কোন আলোচনা করা হইল না। তজ্জন্য দয়ালুগণ এই পামরকে অবশ্যই ক্ষমা করিতে প্রার্থনা।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থের প্রণেতাগণের শ্রীচরণকমলের দাসানুদাসত্ব লাভের আশায় জন্মেজন্মের সকাতর প্রার্থনা রহিল।

“হইয়াছেন, হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দি দন্তে করি’ ঘাস॥
হইয়াছেন, হইবেন প্রভুর যত গণ।
সবে মিলি মোর মাথে’ ধরহ চরণ॥”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কোন ভাবে শ্রীব্রজধামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকলেই মহামহা ভাগ্যবান্ বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশন জন্য যাঁহারা নানাভাবে সহায়-সাহায্য, উৎসাহাদি দিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ-কৃপাপাত্র। তাই, তাঁহাদের অগ্রে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামাদি অনুষ্ঠান সহকারে কৃপা-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

বর্ত্তমান যুগোচিত মুদ্রণ বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত তথা সুধীসমাজের নিকট আমার মত মূর্খের ভাষাজ্ঞানের অভাব বশতঃ ত্রুটী ও মুদ্রণ বিষয়ে ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মুদ্রণ কার্য্যটি এত পরাধীন যে, যতই সুন্দর ও নির্ভুল করিবার যত্ন করা যাউক না কেন,—কিছু না—কিছু দোষ ত্রুটী থাকিয়াই যায়। আপনারা অবশ্যই সারগ্রাহী ও ভাবগ্রাহী। তাই, নিজ নিজ গুণে এই অযোগ্য দাসানুদাসের দোষ ত্রুটী গ্রহণ দ্বারা চিত্ত মলিন না করিয়া, সার ও ভাব গ্রহণ দ্বারা আনন্দলাভ করিতে প্রার্থনা।

গ্রন্থ মুদ্রণকালে ঢাকা (বর্ত্তমানে কলিকাতা) নিবাসী পরম বৈষ্ণব শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার সাহা মহাশয় ও তাঁহার একমাত্র সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত বীরেন্দ্র কুমার সাহা মহাশয়, তাঁহাদের আরাধ্যদেব শ্রীরাজ-রাজেশ্বর ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজীউর শ্রীচরণে আশ্রয় লাভের সুযোগ দিয়া এই দীনহীনকে যে কি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলেরই বৈষ্ণবোচিত সরল-ব্যবহার আমার পরমার্থপথের সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনুকূল্য করায় সকলকেই করযোড়ে প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি। দয়াময় প্রভু দীনবৎসল, সকলের মঙ্গল বিধান করুন—এই মাত্র প্রার্থনা।

যে পিতৃদেব ও মাতৃদেবী হইতে শ্রীহরিভজনানুকূল এই দুর্ল্লভ মানব দেহ লাভ হইয়াছে, সেই পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ("ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাস" গ্রন্থে বিশেষ পরিচয়াদি উল্লেখ হইতে পারে) নিত্য-কল্যাণ লাভের জন্য সকলের শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্ব্ববিশেষ নিবেদন,—

সারি সব গৃহকাজ যাব বৃন্দাবন।
একথা কখনও নাহি বলে বিজ্ঞজন॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ।
যত শীঘ্র পার, ভজ ব্রজে গোবিন্দ চরণ॥

—শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম, মথুরা।
ঝুলনযাত্রা—বাং ১৩৬৫

সকলের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থী—
দীনহীন—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস
(ব্রহ্মচারী বাবা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
১।	শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত	১
২।	শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের মত—	২
৩।	শ্রীশ্রীব্রজধামের তত্ত্ব— —	২
৪।	শ্রীব্রজেলুপ্ততীর্থোদ্ধার—	১১
৫।	শ্রীমথুরা পরিচয় ও মাহাত্ম্য—	১৪
৬।	শ্রীমথুরামণ্ডল (বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন আদির ও তাঁহাদের দেবতার পরিচয়)—	১৯
৭।	বন পরিক্রমা মাহাত্ম্য ও নিয়ম—	২৩
৮।	শ্রীশ্রীবনযাত্রা—	২৮
৯।	৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—	৩৩
১০।	শ্রীশ্রীরাধা-শ্যাম কুণ্ড—	৩৬
১১।	শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন—	৪৯
১২।	শ্রীকাম্যবন—	৬৩
১৩।	শ্রীশ্রীবর্ষাণ—	৭৪
১৪।	শ্রীশ্রীনন্দিশ্বর—	৮১
১৫।	শ্রীবৃন্দাবন—	১০৭
১৬।	আমলি বা ইম্‌লিতলার মাহাত্ম্য—	১১২
১৭।	কুণ্ড, মন্দির, পরে প্রতিষ্ঠিত মন্দির,— সমাজ, বট, কূপ, দেবী, মহাদেব,শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু, বলদেব, পুলিন, ভেট, উৎসব—	১১৮—১২৯
১৮।	শ্রীমথুরাদর্শন—	১৩১—১৩৮

বংশাবলী পরিচয়—

১।	শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ বংশাবলী, শ্রীযশোদার মাতামহ—	৬৮
২।	শ্রীবৃষভানু মহারাজের বংশাবলী—	৭৯
৩।	শ্রীনন্দমহারাজের বংশাবলী—	৮৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমানুযায়ী স্থান সমূহের সূচী—

শ্রীভূতেশ্বরমহাদেব, শ্রীমধুবন, তালবন, কুমুদবন, শান্তনুকুণ্ড—৩৩ পৃষ্ঠা। শ্রীবহুলাবন, মঘেরা, জৈত, সটাঘরা—৩৪ পৃঃ। ময়ূরগ্রাম, দতিহা, আরিং—৩৫। মাধুরীকুণ্ড, জখীনগাঁও, তোষ, বসতী, মুখরাই, শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ড —৩৬ পৃঃ। শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডের প্রসিদ্ধঘাট—৪০—৪৪ পৃঃ। শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডের অন্যান্য কুণ্ড-৪৪—৪৬ পৃঃ। শ্রীমহাদেব—৪৭ পৃঃ। সমাজ—৪৮পৃঃ। মেলা, উৎসব- ৪৮ পৃঃ।

কুসুমসরোবর, শ্রীনারদ কুণ্ড, শ্রীরত্নসিংহাসন, গোয়াল পুকুর, যুগল কুণ্ড, বিল্লল কুণ্ড—৪৯ পৃঃ। মানসীগঙ্গা **শ্রীগোবর্দ্ধন**—৫০ পৃঃ। শ্রীমানসী গঙ্গা পরিক্রমা —৫১ পৃঃ। শ্রীইন্দ্রধ্বজবেদী, পাপনাশনকুণ্ড, শ্রীদানঘাটী, শ্রীপরাসৌলী,—৫৩ পৃঃ। পেটো, শ্রীবৎসবন, শ্রীগৌরী তীর্থ—৫৪ পৃঃ। শ্রীআনোর, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড,—৫৫ পৃঃ। শক্রকুণ্ড, পুছড়ী, শ্রীদাউজীর মন্দির, শ্রীসুরভী কুণ্ড, ঐরাবত কুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, যতীপুরা—৫৬—৫৭ পৃঃ। বিলছুকুণ্ড, জান অজান বৃক্ষদ্বয়, সখীথরা, নিমগাঁও, পাড়ল, কুঞ্জেরা, পালী, ডেরাবলী, বড়মান্ন, সাহার, ছোটমান্ন, বা সূর্য্যকুণ্ড, ভাদার, কোনাই, বসতি—৫৮—৫৯ পৃঃ। যাবককুণ্ড, গাঠুলী, বেহেজ, দেবশীর্ষকুণ্ড, মুনিশীর্ষকুণ্ড, শ্রীপ্রমোদনা. শ্রীবদরীনারায়ণ, সেউকন্দরা, গোহনা—৬০—৬১ পৃঃ। **কাম্যবন পরিক্রমা**—৬২—৭৩ পৃঃ। বজেরা, সনেরা, শ্রীউঁচগাও, **শ্রীবর্ষাণ** শ্রীভানুখোর—৭৩—৭৫ পৃঃ। ডাভারো, রাকৌলী, পিয়ল কুণ্ড, প্রেমসরোবর সঙ্কেত, রিঠোর, ভড়খোরক, মেহেরাণ, সাতোয়া—৭৬—৭৭ পৃঃ। পাই, তিলোয়ার —৭৮ পৃঃ। শিঙ্গারবট, বিছোর, অন্ধোপ, সোন্দ, বোন্ছারী, হুড়েল, দইগাঁও লালপুর, হারোয়ান গ্রাম, সাঁচুলী, গেঁড়ো, **শ্রীনন্দিশ্বর**—৮০—৮৭ পৃঃ। যাবট-৮৭ পৃঃ। ধনশিঙ্গা, কুশী বা কুশস্থলী, পয়গাঁও, ছত্রবন, শ্যামরী, নরী, শাখি, আরবাড়ী, শ্রীরণবাড়ী, ভাদাবলী—৮৮—৮৯ পৃঃ। খাঁপুর, উমরাও, কামাই, করেলা. পেশাই, লুধৌলী, আজনক, শ্রীখদিরবন, বিজুয়ারী—৯০—৯১ পৃঃ। কোকিলাবন, বড়বৈঠান, চরণপাহাড়ী, রাসৌলী, কোটবন, খামী, পেন্ধর্থু, বাসৌলী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—৯২—৯৩পৃঃ। শোষশায়ী, খেরট, বাছেঁলী, উজালী, খেলনবন, রামঘাট, অক্ষয়-বট—৯৪—৯৫ পৃঃ। গোপীঘাট, চীরঘাট, নন্দঘাট, জয়েতপুর, হাজরা, বারারা—৯৬—৯৭ পৃঃ। বাজনা, জেওলাই, শকোরোয়া, আঠাস, ছুনরাক, শ্রীদেবী আঠাস, পরখম, চৌমুহা, আজই, সিহানা, পসৌলী, বরলী, তরলী, এই, সেই—৯৮—৯৯পৃঃ। মাইবসাই গ্রামদ্বয়, শ্রীভদ্রবন, শ্রীভাণ্ডীরবন, ছাহেয়ী, মাঠ, শ্রীবেলবন, শ্রীমান সরোবর,—১০০—১০১ পৃঃ। পানিগাঁও, শ্রীলোহবন, শ্রীরাভেল, গড়ুই, আয়রে, কৃষ্ণপুর, বান্দী; শ্রীবলদেব, হাতৌরা, শ্রীব্রহ্মাণ্ডঘাট, চিন্তাহরণঘাট, শ্রীমহাবন—১০২—১০৩ পৃঃ। শ্রীগোকুল, শ্রীবাদাই, নারাঙ্গাবাদ, শ্রীমথুরা, অক্রুর, ভোজনস্থলী, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীঅটলবন,—১০৬—১০৭ পৃঃ। শ্রীকেবারিবন, শ্রীবিহারবন, শ্রীগোচারণ বন, শ্রীকালীয়দমন বন, শ্রীগোপাল বন, শ্রীনিকুঞ্জ বন, শ্রীনিধুবন, শ্রীরাধাবাগ—১০৮—১০৯ পৃঃ। শ্রীঝুলনবন, শ্রীগহ্বরবন, শ্রীপপড় বন, শ্রীবরাহঘাট, শ্রীকালীয়দমন ঘাট, শ্রীগোপালঘাট, শ্রীসূর্য্যঘাট, শ্রীযুগলঘাট-১১০—১১১ পৃঃ। শ্রীবিহারঘাট, শ্রীঅন্ধেরঘাট, শ্রীআমলীঘাট, শ্রীশৃঙ্গারঘাট, শ্রীগোবিন্দঘাট, শ্রীচীরঘাট, শ্রীভ্রমরঘাট, শ্রীকেশীঘাট, শ্রীধীরসমীর, শ্রীরাধাবাগ, শ্রীপাণিঘাট, শ্রীআদিবদ্রীঘাট, শ্রীরাজঘাট, শ্রীরামবাগ—১১২—১১৭ পৃঃ। শ্রীদাবানল কুণ্ড, গতিঝিল, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গজরাজকুণ্ড, গোবিন্দ-কুণ্ড, শ্রীরাধা-গোবিন্দ জীউ, শ্রীগোপাল, শ্রীগোপীনাথ জীউ, শ্রীরাধারমণ জীউ, শ্রীরাধাবিনোদদেব, শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর দেব, শ্রীরাধামাধব, শ্রীরাধাদামোদর—১১৮—১২১ পৃঃ। শ্রীরাধাবল্লভজীউ, শ্রীরাধামদনমোহন জীউ, শ্রীবঙ্ক বিহারী জীউ—১২২-১২৪ পৃঃ। শ্রীঅদ্বৈত বট, শ্রীশৃঙ্গারবট, শ্রীবংশীবট, কদম্ব, শ্রীবেণুকূপ, সপ্ত-সমুদ্র কূপ, গোপকূপ, শ্রীরাধাকূপ, পাতাল দেবী, অন্নপূর্ণা দেবী, পৌর্ণমাসী দেবী, শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব, শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব, শ্রীরাসস্থলী—১২৫—১২৮ পৃঃ। শ্রীবলদেব, শ্রীপুলিন, শ্রীবৃন্দাবনের ভেট, মেলা ও উৎসব,—১২৮—১২৯ পৃঃ। শ্রীমথুরাদর্শন—১৩১-১৩৬ পৃঃ। শ্রীমথুরার মেলা মহোৎসব তিথি—১৩৭—১৩৮ পৃঃ। সাধকদেহোচিত শ্রীবৃন্দাবন-বাসলালসা—১৩৯-১৪০ পৃঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত গ্রন্থের নাম

শ্রীগ্রন্থের নাম	সাঙ্কেতিক চিহ্ন
১। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(বাংলা)	চৈঃ চঃ
২। শ্রীচৈতন্যমত মঞ্জুষা—	
৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত— (সংস্কৃত)	চৈঃ চন্দ্রঃ
৪। শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী—	
৫। শ্রীব্রহ্মসংহিতা—	ব্রঃ সং
৬। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত—	
৭। শ্রীষট্ সন্দর্ভ—	
৮। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—	
৯। শ্রীলঘু ভাগবতামৃত—	
১০। ছান্দোগ্য উপনিষৎ—	
১১। শ্রীমদ্ভাগবত—	
১২। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা	
১৩। প্রার্থনা, প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা—	
১৪। কল্যাণ কল্পতরু—	
১৫। আদি পুরাণ—	আঃ পুঃ
১৬। পদ্যাবলী—	
১৭। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—	
১৮। তীর্থসাথী—(উৎকলভাষা)	
১৯। A District memoir Muthura (ইংরেজী)	
২০। ভক্তমাল—(হিন্দী)—	
২১। লক্ষ্মী বেঙ্কটেশ্বর—(হিন্দী)	
২২। বার্ত্তিক তিলক— „	
২৩। শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য „	
২৪। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—	
২৫। ঋগ্বেদ—	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬। স্কন্দ পুরাণ—
২৭। ভক্তিরত্নাকর— ভঃ রঃ
২৮। আদি বরাহ পুরাণ— আঃ বঃ
২৯। বায়ু পুরাণ— বায়ু পুঃ
৩০। পদ্মপুরাণ— পঃ পুঃ
৩১। স্কন্দপুরাণ—
৩২। সৌর পুরাণ—
৩৩। মথুরা খণ্ড—
৩৪। বরাহ পুরাণ — বরাহ পুঃ
৩৫। ভবিষ্য পুরাণ—
৩৬। বিষ্ণুপুরাণ— বিঃ পুঃ
৩৭। বৃহন্নারদীয় পুরাণ—
৩৮। বৌধায়ন তন্ত্র—
৩৯। মথুরা মাহাত্ম্য—
৪০। বিষ্ণু রহস্য —
৪১। কূর্ম্ম পুরাণ—
৪২। শ্রীশ্রীব্রজদর্পণ—
৪৩। শ্রীব্রজভক্তিবিলাস — হিন্দী
৪৪। শ্রীব্রজবিনোদ— "
৪৫। শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত—
৪৬। শ্রীমুক্তাচরিত—
৪৭। দানকেলী কৌমুদী—
৪৮। শ্রীগোপাল তাপনী— গোঃ তাঃ
৪৯। শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত—
৫০। গৌতমীয় তন্ত্র
৫১। বরাহ সংহিতা —
৫২। মনঃশিক্ষা—
৫৩। সাধক কণ্ঠমালা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—শ্রীগ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥

—মনঃশিক্ষা (শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনঃ)

অনুবাদ—

ওরে ভাই মন। তব চরণে ধরিয়া।
এই ভিক্ষা মাগি আমি বিনয় করিয়া ॥
শ্রীগুরু, শ্রীবৃন্দাবন, ব্রজবাসিজনে।
বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণে, নিজমন্ত্রে, হরিনামে ॥
যুগল কিশোর-পদে লইয়া শরণ।
অভিমান ছাড়ি রতি কর অনুক্ষণ ॥

—সাধককণ্ঠমালা

শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীকে প্রণাম—

রাধেশ-কেলি-প্রভুতা-বিনোদ-
বিন্যাস-বিজ্ঞাং ব্রজবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
কৃপালুতাত্তাখিল-বিশ্ববন্দ্যাং
শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৃন্দাদেবীকে প্রণাম—

তবারণ্যে দেবি ! ধ্রুবমিহ মুরারির্বিহরতি
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি ।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে ! চরণমভিবন্দে বত কৃপাং
কুরুষ্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষ-বিটপী ॥

শ্রীযমুনাদেবীকে প্রণাম—

গঙ্গাদি-তীর্থ-পরিষেবিত পাদপদ্মাং
গোলোক-সখ্যরস-পূরমহং মহিম্না ।
আপ্লাবিতাখিল-সুসাধু-জলাং সুখাব্ধৌ
রাধা-মুকুন্দ-মুদিতাং যমুনাং নমামি ॥

শ্রীব্রজবাসিগণকে প্রণাম—

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকরগুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্-জন্মার্পিত বিবিধ-কর্ম্মাপ্যনুদিনম্ ।
ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াঃ পুণ্যখচিতাঃ ॥

শ্রীব্রজরজঃ সেবন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবন-ত্রয়ং ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরাধাব্রজমোহনো জয়তি

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমথন॥
—চৈঃ চঃ মঃ ৮ম

ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান সবার প্রধান॥
সর্ব্বত্যাজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবনভূমি যাঁহা নিত্যলীলা রাস॥
—চৈঃ চঃ মঃ ৮ম

শ্রীশ্রীব্রজধাম

[পরিচয় ও পরিক্রমা]

— শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধামবৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমাপুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামীর শ্রীগুরুদেব শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিত "শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা" গ্রন্থ হইতে উপরোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত।

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন. সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ বলিতেছেন —

প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

—চৈঃ চন্দ্রাঃ ১৩০

যদি গৌর না হৈত, কেমন হৈত, কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, রসের আরতি, শকতি হইত কার॥
গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গ চরণ গুণ, সরল করিয়া মন।
এ তিন ভুবনে এমন দয়াল নাহিক অপর জন॥
যে জন গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া
কেমনে সেধেছে বিধি।
বাসুদেব হিয়া, পাষাণে মিশিয়া
গ'ড়েছে কোন বা বিধি॥

——(*)——

—শ্রীশ্রীব্রজধামের তত্ত্ব—

সহস্র পত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারতদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্॥

— শ্রীব্রহ্মসংহিতা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণধামই গোকুল; তাহা অনন্তের অংশদ্বারা নিত্য প্রকটিত। সেই গোকুল—চিন্ময় সহস্র-পত্রবিশিষ্ট কমলবিশেষ; তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাসস্থান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহস্রাণি পত্রাণি যত্র তৎ কমলমিত্যাদিনা 'ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চিন্তামণিগণময়ং পদ্মং তদ্রূপম্। তচ্চ 'মহৎ' সর্ব্বো কৃষ্টং 'পদং' স্থানম্। 'মহতঃ' শ্রীকৃষ্ণস্য মহাভগবতো বা 'পদং' মহাবৈকুণ্ঠরূপমিত্যর্থঃ। তত্তু নানাপ্রকারং শ্রূয়তে ইত্যাশঙ্ক্য বিশেষণত্বেন নিশ্চিনোতি,—গোকুলাখ্য-মিতি। "গোকুলম" ইত্যাখ্যা। রূঢ়ির্যস্য তৎ গোপাবাসরূপমিত্যর্থঃ,—"রূঢ়ির্যোগমপহরতি" ইতিন্যায়েন তস্যৈব প্রতীতেঃ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীদশমে—"ভগবান গোকুলেশ্বরঃ" ইতি। অতএব তদনুকূলত্বেনোত্তর গ্রন্থেহপি ব্যাখ্যে-য়ম্। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীনন্দযশোদাদিভিঃ সহ বাসযোগ্যং মহান্তঃপুরম্। তৈঃ সহবাসিতাত্বগ্রে সমুদ্দেক্ষ্যতে। তস্য স্বরূপমাহ,—তদিতি। 'অনন্তস্য' বলদেবস্য 'অংশেন' জ্যোতির্বিভাগবিশেষেণ 'সম্ভবঃ' সদাবির্ভাবো যস্য তৎ; তথা তন্ত্রৈণে-তদপি বোধ্যতে;—অনন্তোহংশো যস্য তস্য শ্রীবলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি। শ্রীসনাতনপাদকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে—"যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেহপি তথৈব সঃ। অধঊর্দ্ধতয়া ভেদোহনয়োঃ কল্প্যেত কেবলম্" অর্থাৎ প্রপঞ্চস্থিত গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ক্রীড়া করেন, গোলোকেও সেইরূপ। গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই; কেবল এইমাত্র যে সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোকরূপে বর্ত্তমান্, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থান। ষট্ সন্দর্ভের নির্ঘণ্টে—"গোলোকনিরূপণং; বৃন্দাবনাদীনাং নিত্যকৃষ্ণধামত্বং; গোলোকবৃন্দাবনয়োরেকত্বঞ্চ,।"—গোলোক ও গোকুল অভিন্ন হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিবলে গোলোক—চিজ্জগতের সর্ব্বোচ্চ ভূমিস্বরূপ, এবং মথুরা মণ্ডলস্থ গোকুল—জড়মায়া প্রসূত একপাদ বিভূতিরূপ প্রাপঞ্চিক জগতে বিদ্যমান। গোকুল—চিন্ময়ধাম। কৃষ্ণসন্দর্ভে—"অপ্রকটলীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়াম-ভিব্যক্তিঃ।" "শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষো গোলোকত্বম্; তত্র প্রাপঞ্চিক লোক প্রকটলীলাবকাশত্বেনাবভাসমানঃ প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্।" —অর্থাৎ অপ্রকট লীলার অভিব্যক্তিই প্রকট লীলা। প্রাপঞ্চিক লোকে প্রকট লীলা হইতে যে অবকাশ তাহাতে যে লীলার অপ্রকটাভাবে অবভাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তাহাই গোলোক লীলা। শ্রীরূপপাদকৃত লঘু ভাগবতামৃতে—"যত্তু গোলোক নাম স্যাত্তচ্চ গোকুল বৈভবম্; তাদাত্ম্যবৈভবত্বঞ্চ তস্যতন্মহিমোন্নতেঃ।"—গোকুলের তাদাত্ম্যবৈভই তাহার মহিমার উন্নতি। অতএব গোলোক—গোকুলের বৈভবমাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অখিল লীলা গোকুলে অপ্রকট হইলেও গোলোক ধামে নিত্য প্রকট।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই লীলারতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল্য নিত্যলীলা হৈতে॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২১

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ "**পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥**"
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমিষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥

— ব্রঃ সং

ব্রহ্মা নিজেষ্টদেবং ভজনীয়ত্বেন স্তুত্বা তেন বিশিষ্টং তল্লোকং তথা স্তৌতি,—শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি যুগ্মকেন 'শ্রিয়ঃ' শ্রীব্রজসুন্দরীরূপাস্তাসামেব মন্ত্রে ধ্যানে চ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। তাসামনন্তানামপ্যেক এব 'কান্ত' ইতি পরমনারায়ণাদিভ্যোঽপি তস্য, তল্লোকেভ্যোঽপি তদীয়লোকস্য চাস্য, মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। 'কল্পতরবো দ্রুমাঃ' ইতি—তেষাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বপ্রদত্বাত্তথৈব প্রথিতম্ তদ্বৎ 'ভূমিঃ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদিকঞ্চ ভূমিরপি সর্ব্বস্পৃহাং দদাতি কিমুত কৌস্তুভাদি। 'তোয়ম অপ্যমৃতমিব স্বাদু, কিমুতামৃতমিত্যাদি। 'বংশী' প্রিয়সখীতি সর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখস্থিতিশ্রাবকত্বেন জ্ঞেয়ম্। কিং বহুনা? চিদানন্দ লক্ষণং বস্তেব 'জ্যোতি'-শচন্দ্রসূর্য্যাদিরূপম্। "সমানোদিতচন্দ্রার্কম্" ইতি বৃন্দাবনবিশেষণং গৌতমীয় তন্ত্রদ্বয়ে; তচ্চ নিত্যপূর্ণচন্দ্রত্বাত্তথা তদেব পরমপি তত্তৎ প্রকাশ্যমপীত্যর্থঃ। তথা তদেব তেষাম্ 'আস্বাদ্যং' ভোগ্যমপি চ চিচ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ— "দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্" ইতি শ্রীদশমাৎ। সুরভীভ্যশ্চ স্রবতীতি তদীয়বংশীধ্বন্যাত্মাবেশাদিতি ভাবঃ। 'ব্রজতি নহি' ইতি তদাবেশেন তে তদ্বাসিনঃ কালমপি ন জানন্তীতি ভাবঃ। কালদোষাস্তত্র ন সন্তীতি বা;— 'ন চ কালবিক্রমঃ' ইতি দ্বিতীয়াৎ। অতএব 'শ্বেতং' শুদ্ধং 'দ্বীপম্' অন্যাসঙ্গরহিতং, "যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং হি তিষ্ঠতি" ইতি তাপনীভ্যঃ। ক্ষিতীতি তদুক্তং—"যং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্" ইতি।

যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা এবং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্গত কল্পতরু, ভূমি মাত্রই চিন্তামণি (অর্থাৎ চিন্ময় মণি বিশেষ), জল মাত্রই অমৃত, কথা মাত্রই গান, গমন মাত্রই নৃত্য, বংশী—প্রিয়সখী, জ্যোতিঃ চিদানন্দময়, পরমচিৎপদার্থ মাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য; যে স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহাক্ষীর সমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে, তথা ভূত ও ভবিষ্যৎরূপ খণ্ডত্ব রহিত চিন্ময়কাল—নিত্য বর্ত্তমান; সুতরাং নিমেষার্দ্ধও ভূতধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজনা করি। সেই ধামকে এই জড়জগতে বিরলচর অতি স্বল্প সংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলিয়া জানেন। যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকৃপাপাত্র।

ছান্দোগ্য—"ব্রূয়াৎ যাবান্‌বা অয়মাকাশস্তাবানেষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে। উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়িক জগতে যত প্রকার বিশেষ বিচিত্রতা আছে, সে সমস্তই এবং তদপেক্ষা আরও অনেক বিশেষ তথায় আছে। চিজ্জগতের বিশেষাদি—সমাহিত জন্য বিশদ ও পরম চিদানন্দময়। কিন্তু জড় জগতের বিশেষাদি—অসমাহিত, সুতরাং সুখদুঃখদায়ক। শুদ্ধভক্তি সমাধিক্রমে বেদ ও বেদোদিত-ভক্ত সাধুগণ ভক্তিপ্রণিহিতা স্বীয় চিদ্বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই ধাম দেখিতে পান এবং শ্রীকৃষ্ণকৃপাবলে তাঁহাদের ক্ষুদ্র চিদ্বৃত্তি আনন্ত্যধর্ম লাভ করিয়া তথায় শ্রীকৃষ্ণরসময়ের সহিত সেবা-সেবকত্ব ভাবসাম্য লাভ করেন। 'পরমপি'—শব্দে সমস্ত চিদানন্দবিশেষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব। এবং 'তদাস্বাদ্যমপি'—শব্দে তাঁহার আস্বাদ্যতত্ত্ব।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

—ভাঃ ১১।৫।৩২

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

(শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী লিখিত কড়চায় –)

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনী শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাস তত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাজমান। সেই দুইতত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(১) শ্রীরাধিকার প্রণয় মহিমা কিরূপ ; (২) শ্রীরাধিকা যে কৃষ্ণরস অনুভব করেন, তাহা কিরূপ এবং (৩) সেই অনুভবে শ্রীরাধিকা যে সুখলাভ করেন, তাহা কিরূপ ; এই ভাবত্রয় কৃষ্ণের আস্বাদ্য হইলে যে গৌরত্ব লাভ করেন, তাহাই তদীয় প্রদর্শিত রস-সেবা-সুখ। ইহাও সেই শ্বেতদ্বীপেই নিত্য বর্তমান। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।" শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—'গৌড় ব্রজবনে ভেদ না হেরিব হইব বরজবাসী। ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে হইব রাধার দাসী॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবের প্রতি বলিতেছেন,—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নহি, যেরূপ তুমি আমার প্রিয় এবং ভক্ত।

— ভাঃ ১১।১৪।১৫

নোদ্ধবোঽপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।

—আমা হইতে উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন, যেহেতু ইনি প্রভু, কারণ—গুণদ্বারা ক্ষুব্ধ হন না।

— ভাঃ ৩।৪।৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই উদ্ধব মহারাজ নিজ হৃদয়ের দীনতা ও একান্ত অনুরাগভরে শ্রীব্রজধামে কি ভাবে জন্মগ্রহণের আশা করিতেছেন,—

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ —ভাঃ ১০।৪৭।৬১

অহো! আমি যেন শ্রীব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা অথবা ঔষধির মধ্যে কোন একটীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু, তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব!
ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম। —আঃ পুঃ

হে অর্জ্জুন! শ্রীব্রজদেবীগণ মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রীবিগ্রহ এসকল আমার তত প্রিয়তম নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম।

সেই শ্রীব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা হইয়া বলিতেছেন,—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥ —ভাঃ ১০।২৯।১

টীকাকার শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন—হে দয়িত, তে জন্মনা ব্রজো জয়তি সম্বন্ধিবিশেষানুক্ত্যা সর্ব্বেভ্য এব লোকেভ্য উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈকুণ্ঠলোকেঽপীদৃশ ইতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ,—অধিকং যথা স্যাত্তথেতি বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এব। ব্রজস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ইত্যর্থঃ। তল্লিঙ্গান্তরমপ্যাহুঃ—ইন্দিরা মহালক্ষ্মীঃ শশ্বৎ শ্রয়তে সেবতে "শ্রিঞ্ সেবায়াং" বৈকুণ্ঠে তু সা এব সেব্যত ইত্যতো বৈকুণ্ঠাদপি ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধি পূর্ণ ইতি ভাবঃ। এবং তদ্ধেতুকমহাসুখ পরিপূর্ণে ব্রজে ত্বং প্রেয়স্যো বয়মেব সর্ব্বলোকাদৃষ্টশ্রুতচর পরমাসহ্যদুঃখং যদনুভবামস্তস্মাৎ ত্রাণং ত্বাং ন প্রার্থয়ামহে কিন্তেকবারং দৃষ্ট্বা স্বনয়নে সফলয়েত্যাহুঃ,—অত্র বৃন্দাবনে।

হে দয়িত! তোমার আবির্ভাবে এই ব্রজমণ্ডল বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক জয়যুক্ত হইয়াছেন। যেহেতু মহালক্ষ্মী এইস্থানে নিরন্তর অলঙ্কৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। মহাআনন্দে পরিপূর্ণ এই ব্রজধামে তোমার প্রেয়সী গোপীগণ তোমার নিমিত্তই প্রাণ ধারণ করিয়া আছে ও তোমাকে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছে, অতএব এবার দর্শন দাও।

ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

হা হন্ত ভারত ভূমৌ কদা নৃ জনুষৌ ভূত্বা বয়ং কৃষ্ণং
ভজন্তঃ ক্ষণমাত্রেনৈব বৈকুণ্ঠং প্রাপ্নুয়ামেতি—ভাঃ ৫।১৯।২০

হায় হায়! আমরাও বাঞ্ছা করি ভারতভূমিতে কখন মানুষজন্ম প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে বৈকুণ্ঠে গমন করিব।

এইরূপভাবে শ্রীভগবদিচ্ছায় এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ; কারণ,—পুনঃপুনঃ শ্রীভগবানের আবির্ভাব, বেদের আবির্ভাব, ঋষিগণের আবির্ভাব, তীর্থগণের আবির্ভাব ইত্যাদি অনিবার্য্য কারণবশতঃ ভারতবর্ষ—"ভারততীর্থ" নামে অভিহিত। এই মহাতীর্থে জন্মগ্রহণের জন্য কে না বাঞ্ছা করেন? আর যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা যে কত ভাগ্যবান্ তাহা আর কে বলিবে? তাহার মধ্যে দুর্লভ মানবজন্ম—যে জন্মে প্রেমময় শ্রীভগবানের দর্শন-সেবালাভ হয়। আজও এই ভারতের নানাস্থানে শ্রীভগবান্ তথা দেবতাগণের স্মৃতিবিজড়িত হইয়া মঙ্গলদান করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীব্রজভূমির অধিক মাহাত্ম্যের কথা সর্ব্বশাস্ত্রে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবদ্বাক্যে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে বাক্যের অনুসন্ধান পাইয়া অনাদিকাল হইতে নিত্যপরিকর, সিদ্ধ ও সাধকগণ "ত্বয়িধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে" শ্রীভগবৎতত্ত্বের অনুসন্ধানে জীবন অতিবাহিত করেন। আবার স্বয়ং শ্রীভগবান্ সেই প্রেমরসময় তত্ত্ব হইয়াও নিজেই নিজের অনুসন্ধানে ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে এই মধুর শ্রীব্রজধামের লুপ্তস্থান নির্ণয় ও মহিমা বর্ণন করিতে করিতে আকুল-ব্যাকুল চিত্তে কান্দিয়া কান্দিয়া জীবকে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

অয়ি দীনদয়াৰ্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং * ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥
— পদ্যাবলী

হে দীনদয়ার্দ্র হৃদয়নাথ, হে মথুরানাথ! কবে তুমি আমাকে দর্শন প্রদান করিবে? তুমি আমার দয়িত—প্রাণের অপেক্ষাও প্রীতির পাত্র। তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়াছে ও ভ্রমময়ী দশা প্রাপ্ত হইয়া তোমারই দর্শনের জন্য অন্বেষণ করিতেছে; এখন আমি কি করি !!

কেবল আত্মঘাতী ছাড়া সেই শ্রীব্রজভূমির প্রতি কাহারই বা শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি হইবে না! "ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম হৈল যার। জন্ম সার্থক কর, ব্রজভূমি করি অঙ্গীকার।" যাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা হয়, সেই মহাভাগ্যবান্ আজও সেই লীলা দর্শন করিয়া পাগলের মত উন্মত্ত হইয়া ক্রন্দন-নৃত্য-গীত হাস্য ইত্যাদি ভাবে আনন্দসাগরে মগ্ন হন। কলিযুগপাবন অবতার শ্রীশ্রীগৌরহরি এই মহাক্রন্দনের ধ্বনি দ্বারা জগৎবাসীকে জাগরিত রাখিয়াছেন।

তাই আমাদের প্রার্থনা—"জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন। জয় নিত্যানন্দ জয় অনাথ তারণ॥ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় কৃপার সাগর। জয় রূপ-সনাতন, জয় গদাধর॥ শ্রীজীব গোপালভট্ট রঘুনাথদ্বয়। জয় ব্রজধামবাসী বৈষ্ণব নিচয়।

* পাঠান্তর—ত্বদালোককাতরঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ। সবে মিলি কর মোরে কৃপা বিতরণ॥ নীলাচলবাসী যত বৈষ্ণবের গণ। করযোড় করি বন্দি সবার চরণ॥ নিখিল বৈষ্ণবগণ কৃপা বিতরিয়া। শ্রীগুরুচরণে মোরে রাখহ টানিয়া॥ মুঞিত দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি। মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥ শ্রীজাহ্নবা পদে মোরে ভক্তি কর দান। যে চরণ বলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥ ব্রাহ্মণ সকলে করি কৃপা মোর প্রতি। বৈষ্ণব চরণে মোর দেহ দৃঢ় মতি॥ উচ্চনীচ সর্বজীব চরণে শরণ। লইলাম আমি দীন হীন অকিঞ্চন॥

——(*)——

শ্রীব্রজে লুপ্ততীর্থোদ্ধার

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূকার, শ্রীচৈতন্যচন্দোদয়ে —৯।১০৫

কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্ত্তা লুপ্তেতিতাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

কালে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন কেলিবার্ত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উহা পুনঃ প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব চিন্তা করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে করুণামৃত দ্বারা তদ্‌বিষয়ে অভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা॥
বৃন্দাবনে যাও তুমি রহিও শ্রীবৃন্দাবনে।
একবার ইহাঁ পাঠাইয়ো শ্রীসনাতনে॥
ব্রজে যাহ রসশাস্ত্র কর নিরূপন।
তীর্থ লুপ্ত তার করিও প্রচারণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করিও প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার॥
তুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোহেঁ সব নির্বাহিল॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

তীর্থসাথী বৃন্দাবন ১০৬ পৃঃ উৎকলভাষা—

"মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণংক লীলাক্ষেত্র এহি বৃন্দাবন চৈতন্য দেবংক দ্বারা প্রথমে আবিস্কৃত হেলা। তা পূর্ব্বর লোকে বৃন্দাবনর অবস্থিতি সঠিক জানি ন থিলে!

স্বর্গীয় গ্রাউস্‌সাহেব মোহদয় :"**A district memoir Muthura**" 'মথুরার ইতিহাস' নামক বইতে লিখিয়াছেন—(page. 183)

The best named community (Bangali or Gauriyas Vaish nawas) has had a more marked influence on Brindaban than any of the others, since it was **Sree Chaitanya,** the founder of the sect, whose immediate disciples were its temple builders. Till the close of the 16th century except in the neighbourhood of the great thoroughfare there was only here and there a scattered hamlet in the midst of unclaimed woodland. The Vaishnava culture there first developed into its present form under the influence of **Rupa** and **Sanatan** the celebrated **Bengali Gosains** of **Bindaban.**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

भक्त मालमें श्रीनाभाजी—

व्रजभूमिरहसि राधाकृष्ण भक्त तोष उद्धार किय। संसार स्वाद सुख बात ज्यों दुहु श्रीरूप सनातन त्याग दिय ॥

लक्ष्मीवेंकटेश्वर—पृ० ८४०

सन्त कृष्ण-चैतन्यहि केरो।
लहि उपदेश मानि मृदु टेरो ॥
रूप सनातन दोनो भाई।
गृह तजि श्रीवृन्दावन जाई ॥
जोव गोसांई साधु महाना।
तिनसों तहं किय संग सुजाना ॥
गोप्य तीर्थ वृन्दावन के पुनि।
प्रगट किये भाषें जिनि शुकमुनि ॥

बार्तिक तिलक—५६६ पृः—

"श्रीव्रजभूमि वृन्दावन को उससमय प्रायः कोई नहीं जानता था, श्रीरूपजी श्रीसनातनजी दोनों भाईयों ने ही श्री चैतन्य महाप्रभुजी के अनुशासन से वहां आकर वैसा होदिखा दी की जैसी श्रीशुकदेव स्वामिने वर्णन किया है।"

"श्रीवृन्दाबन माहात्म्य"—

"श्रीव्रजभूमिके तीर्थ, स्थान, क्षेत्र इत्यादि ४०० वर्ष पुर्व में लुप्त हो गयेथे (खाली जङ्गल था) जिनके श्रीकृष्ण-चैतन्य महाप्रभुजीके अनुशासन आज्ञानुसार पण्डित लोकनाथ गोस्वामी जीव, रूप सनातन और गोपालभट्ट आदि महात्माओं ने प्रकट किये थे।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—৫৭

মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং
বপুর্বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধ হাসমধুরং বালে বিলোলে দৃশৌ।
বাচঃ শৈশব শীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাস স্থিতির্মন্দং
মন্দময়েক এষ 'মথুরাবীথীং' মিথো গাহতে॥

টীকা—এবং স্ফূর্ত্তিক্রমেণ মথুরামেত্য বীথ্যাং তৎস্ফূর্ত্ত্যা সাশ্চর্য্যমাহ। স এব মথুরাবীথীং "মিথঃ পরস্পরং মমাশ্রয়পরিজনৈঃ" শনৈর্গাহতে বিলাসগত্যা ক্রমেণাগচ্ছতি।

বেদ বলিতেছেন,—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ
যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ
পরমং পদমবভাতি ভূরি।

—ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৪ সূক্ত

আমি এই ইচ্ছা করি যে, সাধক আর সিদ্ধ দুইই ঐ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোলোক-ব্রজধাম প্রাপ্ত হয়—যেখানে বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গধারী গরু অবস্থান করে। ঐ স্থানে উরুগায় (শ্রীকৃষ্ণের) ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ হইতেছেন।

শ্রীমথুরা পরিচয় ও মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে নারদ বাক্য —

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষ শতানি চ
যৎফলং ভারতেবর্ষে তৎফলং মথুরা স্মরণ॥

ভারতবর্ষেতে ফল মিলে বহুদিনে। সে ফল মিলয়ে এই মথুরা স্মরণে॥ —ভঃ রঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদিবরাহে — বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥
বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।
পদে পদেঽশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণম্॥

মথুরা মণ্ডল এই বিংশতিযোজনে। ঘুচয়ে পাতক সব যথা তথা স্নানে॥
বিংশতিযোজন এই মথুরা মণ্ডলে। পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞ পুণ্য মিলে। ভঃ রঃ

আঃ বঃ — ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে চ মানুষে।
সমন্তু মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে॥

হে বসুন্ধরে! কিন্তু শ্রীমথুরার সমান আমার প্রিয় স্থান নিশ্চয় পাতালে, মনুষ্যধামে এবং অন্তরীক্ষে নাই।

বায়ু পুঃ —চত্বারিংশদ্ যোজনানাং ততস্তু মথুরাস্থিতা।
তত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥

চল্লিশ যোজন ব্যাপিনী মথুরাপুরী, প্রত্যক্ষ ভগবান্ হরি তথায় সর্ব্বদা স্বয়ং অবস্থান করেন।

পাদ্মে উঃ খঃ —হরৌ যেষাংস্থিরা ভক্তির্ভূয়সী যেষু তৎ কৃপা।
তেষামেব হি ধন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতি॥

শ্রীহরিতে যাঁহাদের অবিচল ভক্তি এবং যাঁহাদের প্রতি শ্রীহরির প্রচুর কৃপা, তাদৃশ ধন্য ব্যক্তিগণেরই মথুরাধামে রতি হইয়া থাকে।

আঃ বঃ — পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
মথুরায়াং গমিষ্যন্তি ময়ি সুপ্তে বসুন্ধরে॥

হে বসুন্ধরে! আমার শয়ন কালে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর মথুরায় গমন করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীব্রজ পরিক্রমা-মাহাত্ম্য

স্কান্দে — জপোপবাসনিরতো মথুরায়াং ষড়ানন।
জন্মস্থানং সমাসাদ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

হে কার্ত্তিকেয়! শ্রীমথুরাধামে জপ উপবাসে নিযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান লাভ করিয়া অর্থাৎ দর্শন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

আঃ বঃ — ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নো ভগ্নব্রতস্তথা।
"মথুরাং প্রদক্ষিণীকৃত্য" পূতো ভবতি পাতকাৎ॥
অন্যদেশাগতো দূরাৎ পরিক্রামতি যো নরঃ।
তস্য সন্দর্শনাদেব পূতাঃ স্যুর্গতকল্মষাঃ॥
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রদক্ষিণীকৃতো যেন মথুরায়াস্তু কেশবঃ॥
ইহ জন্মে কৃতং পাপমন্যজন্মকৃতং চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নশ্যতি শীঘ্রং কেশবস্য চ কীর্ত্তনে॥

ব্রাহ্মণঘাতক, মদ্যপায়ী, গোঘাতী, ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট ব্যক্তি মথুরা প্রদক্ষিণ করিয়া উক্ত পাতক সকল হইতে মুক্ত ও পবিত্র হয়। অন্য দূর দেশ হইতে আগত যে জন মথুরা পরিক্রমা করেন, তাঁহার দর্শনেই অপর লোক পাপরহিত হইয়া পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি মথুরাপুরীতে বিরাজমান শ্রীকেশবদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, তিনি সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। এই জন্মেকৃত ও অন্য জন্মেকৃত যে পাপ তৎসমস্তই শ্রীকেশবের কীর্ত্তনে শীঘ্রই নষ্ট হয়।

ভঃ রঃ ৫ মঃ তঃ—অহে শ্রীনিবাস! কর কেশব দর্শন।
এথা শ্রীচৈতন্য কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন॥
ভাসিল সকল লোক প্রেমের বন্যায়।
সবে কহে—'ইঁহো এই শ্রীকেশব রায়'॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবের মাহাত্ম্য কহিতে সাধ্য কার?
সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ প্রদক্ষিণে যাঁর॥
কেশবকীর্ত্তনে সর্ব্বপাপ যায় ক্ষয়।
কালবিশেষে যে ফল—অন্ত নাহি হয়॥

সৌর পুরাণ মথুরা মাহাত্ম্যে—
অস্তীহ মথুরানাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
কৃষ্ণ পাদরজোমিশ্র বালুকাপূত বীথিকা॥
স্পর্শনেন নরস্তস্যা মুচ্যতে সর্ববন্ধনাৎ।

ত্রিভুবনের মধ্যে বিখ্যাত মথুরাপুরী এই জগতে রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের পরাগ মিশ্রিত বালুকারাশি দ্বারা ঐ মথুরার পথ সকল পবিত্র। এই মথুরাপুরী স্পর্শ করিলে মানবগণ সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

মথুরাখণ্ডে—মথুরায়াং বসিষ্যামি যস্যামি মথুরাপুরীম্।
ইতিযস্য ভবেদ্বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥

আমি মথুরায় বাস করিব এবং আমি মথুরায় গমন করিব, যাঁহার এই প্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে, তিনিও ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

পদ্মপুঃপাঃখঃ—ন দৃষ্টা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে।
যত্র তত্র মৃতস্যাস্য মাথুরে জন্ম জায়তে॥

যাঁহার মথুরা দর্শনের ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু দর্শনের পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু যেখানে সেখানে হইলেও শ্রীমথুরায় জন্ম হইয়া থাকে।

„ —মকারে চ থুকারে চ রকারে চান্ত সংস্থিতে।
নিষ্পন্নো মথুরা শব্দ ওঁকারস্য ততঃ সমঃ॥

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারুদ্রো মকারঃ স্যাৎ থুকারো বিষ্ণু সজ্ঞকঃ।
রকারোঽন্তস্থো ব্রহ্মা স্যাৎ ত্রিশব্দঃ মথুরা ভবেৎ ॥
অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবত্যুত।
সাত্রিদেবময়ী মূর্ত্তির্মথুরা তিষ্ঠতে সদা ॥

আদিতে 'ম' কার, মধ্যে 'থু' কার, অন্তে আকারান্ত 'র' কারের অবস্থিতি দ্বারা মথুরা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে 'মথুরা'-শব্দ ওঁকারের সমান। 'ম'-কার মহারুদ্রের সংজ্ঞা, 'থু'-কার বিষ্ণুর সংজ্ঞা, অন্তস্থিত 'র'-কার ব্রহ্মার সংজ্ঞা; এইরূপে 'মথুরা' শব্দ গঠিত। এই কারণে মথুরা সত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম। সেই মথুরা ব্রহ্মাদি তিন দেবতার মিলিত মূর্তি-রূপে সদা অবস্থিত।

অহোমধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌভক্তিঃ প্রজায়তে ॥
ত্রিরাত্রমপি যে তত্রবসন্তি মনুজামুনে।
হরির্দদ্যাৎ সুখং তেষাং মুক্তানামপি দুর্লভম্।

—পঃ পুঃ পাঃ খঃ

– অহো! নারায়ণধাম বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা মথুরা ধন্যা, যথায় একদিন বাস করিলে শ্রীহরিভক্তি লাভ হয়। ত্রিরাত্র বাসে মুক্তগণেরও দুর্লভ প্রেমানন্দ শ্রীহরি অবশ্য দান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমথুরা-মণ্ডল

চৌরাশীক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডলে বন, উপবন, প্রতিবন, এবং অধিবন আটচল্লিশ সংখ্যক, তাহা ক্রমিক চারিভাগে বিভাগ। যথা—

দ্বাদশ বন—

পদ্মপুরাণ— ভদ্র-শ্রী-লৌহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ।
বহুলা কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা॥
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি, কলিন্দা সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্॥

পাদ্মে—বনানি দ্বাদশান্যাহুর্যমুনোত্তরদক্ষিণে। মহাবনং মহাশ্রেষ্ঠং দ্বয়ং কাম্যবনং শুভম্॥ কোকিলাখ্যং তৃতীয়ঞ্চ তুর্য্যং তালবনং তথা। পঞ্চমং কুমুদাখ্যঞ্চ ষষ্ঠং ভাণ্ডীর সংজ্ঞকম্॥ নাম্না ছত্রবনং শ্রেষ্ঠং সপ্তমং পরিকীর্ত্তিতম্। অষ্টমং খদিরং প্রোক্তং নবমং লৌহজং বনম্॥ নাম্না ভদ্রবনং শ্রেষ্ঠং দশমং বহুপুণ্যদম্। একাদশং সমাখ্যাতং বহুলাবনসংজ্ঞকম্। নাম্না বিল্ববনং শ্রেষ্ঠং দ্বাদশং কামনাপ্রদম্॥ ইতি দ্বাদশ সংজ্ঞানি বনানি শুভদানি চ॥

পাদ্মে—শ্রীযমুনাজীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দ্বাদশ বন অবস্থিত— মহাবন, কামবন, কোকিলাবন, তালবন কুমুদবন, ভাণ্ডীরবন, ছত্রবন, খদীরবন, লৌহবন, ভদ্রবন, বহুলাবন, বেলবন। এই দ্বাদশ বন।

শ্রীভঃ রঃ ৫।৩৯৪—৯৭

দ্বাদশ বিপিন—সর্ব্বপুরাণে প্রমাণ।
শুনিতে সে সব নাম জুড়ায় পরাণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য আর।
খদিরা, শ্রীবৃন্দাবন-যমুনা এপার॥
শ্রীভদ্র, ভাণ্ডীরা, বিল্ব, লোহ, মহাবন।
যমুনা ওপার—এ মনোজ্ঞ কানন॥

দ্বাদশ উপবন—

বারাহে—আদৌ ব্রহ্মবনং নাম দ্বিতীয়ং হ্যপ্সরাবনম্। তৃতীয়ং বিহ্বলং নাম কদম্বাখ্যং চতুর্থকম্॥ নাম্না স্বর্ণবনং শ্রেষ্ঠং পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্॥ সুরভী বন নামানাং ষষ্ঠমাহ্লাদবর্দ্ধনম্॥ শ্রেষ্ঠং প্রেমবনং নাম সপ্তমং শুভদ্রং নৃণাম্। ময়ূরবন নামানমষ্টমং পরিকীর্ত্তিতম্॥ মানেংগিতবনং শ্রেষ্ঠং নবমং মানবর্দ্ধনম্। শেষশায়িবনং শ্রেষ্ঠং দশমং পাপনাশনম্॥ একাদশং সমাখ্যাতং নারদাখ্যং শুভৌদিতম্। দ্বাদশং পরমানন্দ বনং সর্ব্বার্থদায়কম্॥ ইতি দ্বাদশোপবনানি॥

বরাহপুঃ—দ্বাদশ উপবন—ব্রহ্মবন, অপ্সরাবন, বিহ্বলবন, কদম্ববন, স্বর্ণবন, সুরভীবন, প্রেমবন, ময়ূরবন, মানেঙ্গিতবন, শেষশায়িবন, নারদবন, পরমানন্দবন। এই দ্বাদশ উপবন।

দ্বাদশ প্রতিবন—

ভবিষ্যে—আদৌ রঙ্কবনং শ্রেষ্ঠ পুরসজ্জা বিরাজিতম্। বার্ত্তাবনং দ্বিতীয়ঞ্চ করহাখ্যং তৃতীয়কম্॥ চতুর্থং কাম্যনামানং বনং কামপ্রদং নৃণাম্। বনমঞ্জন নামানং পঞ্চম্ শ্রীশুভ প্রদম্। নাম্না কর্ণবনং শ্রেষ্ঠং ষষ্ঠং স্বপ্নপ্রদম্। কৃষ্ণাক্ষিপন নামানং বনং নন্দনমষ্টমম্॥ নন্দপ্রেক্ষণকৃষ্ণাখ্যং বনং সপ্তমমীরিতম্। বনমিন্দ্রবনং নাম নবমং কৃষ্ণপূজিতম্॥ শিক্ষাবনং শুভং প্রোক্ত দশমং নন্দভাষিতম্। চন্দ্রাবলীবনং শ্রেষ্ঠমেকাদশমুদাহৃতম্। নাম্না লোহবনং শ্রেষ্ঠং দ্বাদশং শুভদং নৃণাম্॥ ইতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবনান্যাহুর্মার্গেবামে চ দক্ষিণে। ইতি দ্বাদশ সংজ্ঞাস্তে দেবাবাসফল প্রদাঃ।। ইতি দ্বাদশ প্রতিবনানি।

ভবিষ্যে— রঙ্কবন, বার্ত্তাবন, করহাবন, কাম্যবন, অঞ্জনবন, কর্ণবন, কৃষ্ণাক্ষিপনবন, নন্দপ্রেক্ষণ কৃষ্ণবন, ইন্দ্রবন, শিক্ষাবন, চন্দ্রাবলীবন, লৌহবন। এই দ্বাদশ প্রতিবন।

দ্বাদশ অধিবন—

বিষ্ণুপুরাণ—মথুরা প্রথমং নামরাধাকুণ্ডং দ্বিতীয়কং। নন্দগ্রামং তৃতীয়ঞ্চ গড়স্থানং চতুর্থকম্॥ পঞ্চমং ললিতা গ্রামং বৃষভানুপুরং চ ষট্। সপ্তমং গোকুলং স্থানমষ্টমং বলদেবকম্॥ গোবর্দ্ধনবনং শ্রেষ্ঠং নবমং কামনা প্রদম্। বনং জাববটং নাম দশমং পরিকীর্ত্তিতম্।। মুখ্যং বৃন্দাবনং শ্রেষ্ঠমেকাদশং প্রকীর্ত্তিতম্। সঙ্কেতবটকং স্থানং বনং দ্বাদশ কীর্ত্তিতম্।। ইতি দ্বাদশ সংজ্ঞানি বনান্যধিবনানি চ। বনানামধিপাঃ প্রোক্তা ব্রজমণ্ডলঃ মধ্যগাঃ।।

বিষ্ণুপুরাণে—মথুরা, রাধাকুণ্ড, নন্দগ্রাম, গড়, ললিতাগ্রাম, বৃষভানুপুর, গোকুল, বলদেববন, গোবর্দ্ধন, যাববট, বৃন্দাবন, সঙ্কেতবন। এই দ্বাদশ অধিবন।

পূর্ব্বোক্ত আটচল্লিশ বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবনের দেবতার নাম যথাক্রমে—

দ্বাদশ বনের দেবতা—

বৃহন্নারদীয়ে—মহাবন—হলায়ুধ; কাম্যবন—গোপীনাথ; কোকিলবন—নটবর; তালবন—দামোদর; কুমুদবন—কেশব; ভাণ্ডীরবন—শ্রীধর; ছত্রবন—শ্রীহরি; খদিরবন—নারায়ণ; লোহবন—হৃষীকেশ; ভদ্রবন—হয়গ্রীব; বহুলাবন—পদ্মনাভ; বেলবন—জনার্দ্দন।

দ্বাদশ উপবনের দেবতা—

„ ব্রহ্মবন—গোপীজনবল্লভ; অপ্সরাবন—বামন; বিহ্বলবন—বিহ্বল;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কদম্ববন—গোপাল; স্বর্ণবন—বিহারী; সুরভীবন—গোবিন্দ; প্রেমবন—ললিতামোহন; ময়ূরবন—কিরীটি; মানেঙ্গিতবন—বনমালী; শেষশায়ীবন—অচ্যুত; নারদবন—মদনগোপাল; পরমানন্দবন—বদ্রীনাথ।

দ্বাদশ প্রতিবনের দেবতা—

,, রঙ্কবন—নন্দকিশোর; বার্ত্তাবন—কৃষ্ণ; করহাবন—মুরলীধর; কামবন—পরমেশ্বর; অঞ্জনবন—পুণ্ডরীকাক্ষ; কর্ণবন—কমলাকর; ক্ষিপনবন—বালকৃষ্ণ; নন্দবন—নন্দনন্দন; বৃন্দাবন—চক্রপাণি; শিক্ষাবন—ত্রিবিক্রম; চন্দ্রাবলীবন—পীতাম্বর; লোহবন—বিশ্বকসেন।

দ্বাদশ অধিবনের দবতা—

বৌধায়নে—মথুরা—পরব্রহ্ম; রাধাকুণ্ড-রাধাবল্লভ; নন্দগ্রাম—যশোদানন্দন; গড়—নবলকিশোর; ললিতাবন—ব্রজকিশোর; বৃষভানুপুর—রাধাকৃষ্ণ; গোকুল—গোকুলচন্দ্রমা; বলদেববন—কামধেনু; গোবর্দ্ধন—গোবর্দ্ধননাথ; বৃন্দাবন—যুগলবৈকুণ্ঠ; সঙ্কেত—রাধারমণ; যাবট—ব্রজবর।

শ্রীযমুনা দেবীর উত্তরধারে-মহাবন, ভাণ্ডীরবন, লৌহবন, বিল্ববন, ভদ্রবন এবং দক্ষিণধারে—তালবন, বহুলাবন, কুমুদবন, ছত্রবন, খদিরবন, কোকিলাবন, কাম্যবন এই দ্বাদশবন অবস্থিত।

আঃ পুরাণে—পঞ্চদ্বার বা পঞ্চসেব্যবন—জহ্নুবন, মেনকাবন, কজলীবন, নন্দকূপবন, কুশবন। যেরূপ ব্রজলোকের সেবাবিধি, সেইরূপ ব্রজদ্বার পঞ্চকের সেবাবিধি। যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ কলেবর; তেমনই এই জগতে শ্রীব্রজধাম। তাঁহার স্বরূপ জানিয়া বাস, পূজা, দান, অধ্যয়ন, যাজন, স্থিতি, স্নান, মন্ত্রপ্রয়োগে, নমস্কার, মরণ, পর্য্যটন, প্রসন্নতা, দর্শন মাত্রেই চতুর্বর্গ ফলসহ অখণ্ড সুখ লাভ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইদং বৃন্দাবনং নাম মম ধামৈব কেবলম্।
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্॥
সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্মচক্ষুষা॥ —বরাহ পুঃ

বিষ্ণু রহস্যে—৪৮ বন শ্রীভগবদঙ্গ স্বরূপ যথা,—মথুরা—হৃদয়; মধুবন—নাভি; কুমুদ, তালবন—স্তনদ্বয়; বৃন্দাবন—ভাল; বহুলাবন, মহাবন—বাহুদ্বয়; ভাণ্ডীর, কোকিলা—হস্তদ্বয়; খদির, ভদ্রকবন—স্কন্ধদ্বয়; ছত্রবন, লোহবন—নেত্রদ্বয়; বিল্ববন, ভদ্রবন—কর্ণদ্বয়; কামবন—চিবুক; ত্রিবেণী, সখীকূপ—হাঁটুদ্বয়; বিহ্বলাদি, তিনবন—দন্তসমূহ; সুরভীবন—জিহ্বা; ময়ূরবন—ললাট; মানেঙ্গিতবন—নাসিকা; শেষশায়ী, পরমানন্দবন—দুইনাসাপুট; করেলা, কাগাই—নিতম্বদেশ; কর্ণবন—লিঙ্গ; কৃষ্ণাক্ষিপবন—গুহ্য; নন্দনবন—শির; ইন্দ্রবন—পৃষ্ঠ; শিক্ষাবন—বাণী; দায়বন, লোহবন, নন্দগ্রাম, শ্রীকুণ্ড—শ্রীহস্তদ্বয়ের পঞ্চকরাঙ্গুলি; গোবর্দ্ধন, জাববট, সঙ্কেতবন, নারদবন, মধুবন,—পঞ্চবামপদাঙ্গুলি; মৃদ্বন, জহ্নুবন, মেনকাবন, কজ্জলীবন, নন্দকূপবন—দক্ষিণপদাঙ্গুলি বলিয়া জানিবে। শ্রীভগবান বরাহপুরাণে বলিয়াছেন,—একমাত্র পঞ্চযোজন এই শ্রীব্রজধাম আমার দেহস্বরূপ। সর্বদেবময় আমি এই বন কখনও পরিত্যাগ করি না। এইরূপ রম্য তেজময় বন চর্ম্মচক্ষুর (প্রাকৃত-দৃষ্টির) অগোচর।

বন পরিক্রমা-মাহাত্ম্য ও নিয়ম—

বিষ্ণুপুরাণে—এষাং নৈব বিলোকেন বনযাত্রা চ নিষ্ফলা। এষাঞ্চ দর্শনেনৈব বনযাত্রা শুভপ্রদা॥ আদৌ লীলাং যদা পশ্যেদ্বনযাত্রাং ততশ্চরেৎ। সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ। সর্বত্র বিজয়ী ভূয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বনযাত্রাপ্রচারকঃ। মন্ত্রপূর্বং সমাযুক্ত শুচিনিয়মতৎপরঃ। প্রদক্ষিণে চ বৃক্ষাদ্যাঃ লতা গুল্মাদয়স্তথা। গোব্রহ্মাণ মূর্ত্তয়স্ত পাষান দ্যাঃ স্থিতাঃ পথি। তীর্থাস্ত ভগবৎস্থানাঃ নৈবত্যাজ্যাঃ প্রদক্ষিণে। যত্তস্য সম্মাননস্ত তত্তত্বেন প্রপূজয়েৎ ॥ তীর্থে স্নানাচমনং ব্রাহ্মং স্বরূপ বৃক্ষপূজনম্। স্থানং দেবস্থলং পূজ্য বনযাত্রাং সমাচরেৎ ॥ প্রদক্ষিণা-গতান্ বৃক্ষান্ দ্বিজমূর্ত্তিগবাদিকান্ অপমানং পুরস্কৃত্য পরিক্রমণমাচরেৎ ॥ নিষ্ফলা বনযাত্রা চ শাপমুগ্রমবাপ্নুয়াৎ ॥ বন্ধ্যো সন্তানহীনস্ত দরিদ্র মৃত্যুসংযুতঃ। অপমানে কৃতে লোকে চতুর্ব্যাধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

বিঃ পুঃ—শ্রীভগবানের লীলাসকলে ধ্যান রাখিয়া বনযাত্রা করিলে সমস্ত কামনা পূর্ণ লাভ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। বনযাত্রার কথা প্রচার করিলে সর্বত্র বিজয় প্রাপ্ত হয়। প্রদক্ষিণ কালে পথস্থিত বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গো, ব্রাহ্মণাদি মূর্তি, পাষাণ, তীর্থ, ভগবদ্স্থানাদি পরিত্যাগ করিতে নাই। যথাবিধি সম্মান পূর্ব্বক সকলের পূজা কর্ত্তব্য। তীর্থস্থানে স্নান. আচমন, বৃক্ষ তথা দেবস্থান সমূহের যথাবিধি পূজা বিধান করতঃ বনযাত্রা করিবে। পরিক্রমাপথে প্রাপ্ত বৃক্ষ, গো, মূর্তিসমূহের অপমান করিলে তাহার যাত্রা নিষ্ফল হয় এবং গুরুতর অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। নিঃসন্তান এবং দারিদ্র দুঃখসহ চারি প্রকার ব্যাধিগ্রস্থ হয়।

কূর্ম্ম পুঃ— রাত্রৌষিতং বিনাধৌতমার্দ্র কৌশেয়বাসসাম্।
চর্ম্মতুল্যং সমাখ্যানং ধর্ম্ম-কর্ম্মবিনাশনম্ ॥
ধৌতং শুষ্কং ধৃতং বস্ত্রং ধর্ম্ম-কর্ম্ম শুভপ্রদম্।
ব্রহ্মচর্য্য কৃতাসাপি বনযাত্রা প্রদক্ষিণা ॥
মহাশ্রেষ্ঠা সমাখ্যাতা ত্রিবর্গফলদায়িনী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রিবাসবস্ত্র, মলিনবস্ত্র এবং কাশায় বস্ত্রাদি চর্মতুল্য এবং ধর্ম্মকর্ম্ম নাশকারক। ধৌতবস্ত্র, শুক্লবস্ত্র, ধর্মকর্ম্মে শুভফল দান করে। ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া যাত্রা করিলে সুফল লাভ হয় ও ধর্ম, অর্থ, কাম ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়।

আঃ পুঃ—আবাস, বনযাত্রা, তপস্যা, আরাধন, অর্চ্চনাদিতে মন্ত্র বর্জ্জন হইলে অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। আর সংস্কার, প্রতিষ্ঠা, স্থাপনাদি কার্য্যে মন্ত্রযুক্ত হইলে অভিশাপ হইতে মুক্ত হয়। সর্বদা তুলসী মালা হস্তে ধারণ করতঃ নাম জপ করিবে। বনযাত্রার সীমা লঙ্ঘন হইলে আচমন ও প্রাণায়াম করিবে। জপকালে মৌন থাকিবে। যাঁহা হইতে যাত্রা আরম্ভ হইবে তথায় মহাদেবজীর পূজা করিয়া যাত্রা করিবে এবং পুনঃ পরিক্রমান্তে সেইস্থানেই যাত্রা সমাপ্ত করিবে ; তাহা না হইলে যাত্রা নিষ্ফল হইবে। যাত্রাকালে সংযতাহারী হইবে।

এই ৪৮ বন, উপবন, প্রতিবন, অধিবনের পৃথক পৃথক শ্রীভগবৎ মূর্ত্তিপূজার পৃথক পৃথক মন্ত্র আছে। তাহা সরল, শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারী, দয়ালু, শান্ত, প্রেম-ভক্তিপরায়ণ, নির্মৎসর, তত্ত্বজ্ঞ, নির্লোভী, ভজনপরায়ণ, অনিন্দুক, অহিংসক, বৈষ্ণবগুরু, মহাত্মা, তীর্থগুরু বা ব্রজবাসী পুরোহিতের নিকট অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হয়।

শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পরিক্রমার সময়—

শরৎকাল হৈল, প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥
মোর সহায় কর যদি, তুমি দুইজন।
তবে আমি যাঞা দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৩-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরোক্ত প্রমাণানুযায়ী শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কিছু বৈষ্ণব আশ্বিনমাসে ৺বিজয়া দশমীর পরই শরৎকালে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলধাম (শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল) হইতে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল দর্শন ও লীলাক্ষেত্র নিরূপণ জন্য তাঁহার প্রকট-লীলাকালের মধ্যে একবার মাত্রই শ্রীশ্রীব্রজধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তানুযায়ী আশ্বিন শুক্লা একাদশীতে (নিয়মসেবা প্রারম্ভে) শ্রীব্রজমণ্ডল দর্শন-পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক শুক্লপক্ষের দেবোত্থান একাদশীতে পরিক্রমা তথা নিয়ম-সেবা বা উর্জ্জব্রত সমাপন করিয়া থাকেন। উত্থান একাদশীর পর যে পূর্ণিমা সেই পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনাগমন সময় মানিয়া থাকেন। কাজেই ৺বিজয়া দশমীর পর একমাসকাল মধ্যে শ্রীব্রজের বিভিন্ন স্থান দর্শন ও নিরূপণান্তে শ্রীবৃন্দাবনাগমন সম্ভব হইতে পারে। এই সময়কেই শরৎকাল বলে।

লোকের সংঘট্টে আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হ'য়ে॥
বিপ্র কহে, প্রয়াগে প্রভুরে ল'য়ে যাই।
গঙ্গাতীর পথে যাই তবে সুখ পাই॥
সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ॥
মাঘ মাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ স্নান কতদিনে পাইয়ে॥
*　　　*　　　*
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহেন মধুর বচন॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলা বৃন্দাবন।
এইঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেইত করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাহাই যাইব॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃ স্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল॥
বাহ্যবিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে, চল যাই মহাবন ॥
এত বলি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য প্রফুল্ল হৈয়া ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৮শ

এই প্রমাণ হইতেও জানা যায় যে,—শ্রীমন্মহাপ্রভু শরৎকালে শ্রীব্রজধামে শুভবিজয় করিয়া মাঘ মাসে মকরস্নান কালের পূর্ব পর্য্যন্ত শ্রীব্রজধামেই অবস্থান করিয়াছিলেন জন্য শরৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীব্রজধাম দর্শন ও নির্ণয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। ইঁহাদের পরিক্রমা একমাস কাল মধ্যে সমাপ্ত হইয়া থাকেন। উভয় দলের পরিক্রমায় দর্শনীয় স্থান প্রায় একইরূপ।

অপর কিছু বৈষ্ণব পরবর্ত্তীকালে শ্রীগোস্বামিপাদগণ তথা শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পর দশমীতে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে যাত্রা করিয়া মথুরায় শ্রীভূতেশ্বরে অবস্থান পূর্ব্বক একাদশী হইতে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছিলেন।—এই সিদ্ধান্তানুযায়ী পরিক্রমা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের পরিক্রমাও প্রায় এক মাসকাল মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পরিক্রমার সময়—(নিম্বার্ক আশ্রম)—শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পর মুনিঋষিগণ ধ্যানযোগে জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাঁহার নিত্যলীলাস্থল দর্শন জন্য শ্রীব্রজমণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ জন্মাষ্টমীর পরই দশমী হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করেন। শ্রৌতসিদ্ধান্ত— ব্রজবিদেহী মহান্ত শ্রীধনঞ্জয় দাসজী মহারাজ। ইহাদের পরিক্রমায় প্রায় ১॥ মাস সময় লাগে।

বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের পরিক্রমার সময়— (শ্রীগোকুলের গোস্বামীগণ)

শ্রীশ্রীরাধারাণীর মাহাত্ম্যই অধিক বলিয়া, শ্রীরাধা অষ্টমীর পর দশমী বা একাদশী হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই মাসের অধিক কালে যাত্রা সমাপ্ত করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীবনযাত্রা।

১। শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচরিত শ্রীশ্রীদ্বাদশবন দর্শন রীতি যথা,—শ্রীশ্রী ভাদ্র কৃষ্ণাদশমীতে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীমথুরায় আসিয়া রাত্রিতে শ্রীশ্রীভূতেশ্বর মহাদেব নিকটে বাস। একাদশীতে মধুবন, তালবন, কুমুদ-বন হইয়া পুনর্ব্বার মধুবন। দ্বাদশীতে মধুবন হইতে শ্রীশ্রীশান্তনুকুণ্ড হইয়া শ্রীশ্রীবহুলবন (বাটি)। ত্রয়োদশীতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড। চতুর্দ্দশীতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমণ করিয়া রাত্রিতে শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামে বাস। অমাবস্যাতে লাঠাবন (নামান্তর দিগ)। প্রতিপদে শ্রীশ্রীকাম্যবন। দ্বিতীয়ায় কাম্যবন পরিক্রমা। তৃতীয়ায় শ্রীশ্রীবর্ষাণ। চতুর্থীতে শ্রীশ্রীনন্দগ্রাম। এই নন্দগ্রাম হইতে যাত্রীগণকে আড়াই মাইল পূর্ব দিগ্‌বর্ত্তী খদিরবন দর্শন করিতে হয়। পঞ্চমীতে চরণপাহাড়ী হইয়া শেষশায়ী। ষষ্ঠীতে খেলনবন (সেরগড়)। সপ্তমীতে শ্রীশ্রীরামঘাট ও চীরঘাট হইয়া শ্রীনন্দঘাট। অষ্টমীতে ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বেলবন ও মানসরোবর হইয়া পাণিগাঁও। নবমীতে লোহবন, আনন্দীবন্দী ও শ্রীশ্রীদাউজী হইয়া শ্রীশ্রীমহাবন। দশমীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগোকুল, কৈল ও রাভেল হইয়া শ্রীশ্রীভূতেশ্বর। একাদশীতে শ্রীবৃন্দাবন আগমন ও দর্শন। কাম্যবন ও রাস্তায় অন্যান্য দর্শন ঠিকমত করিলে আরও প্রায় একসপ্তাহ সময় অধিক লাগিয়া থাকে।

ইতি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়া বনযাত্রা সম্পূর্ণ।

২। শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্য প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীবনযাত্রার স্থান যথা:—

শ্রীশ্রীমথুরা, শিবতাল, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, শান্তনুকুণ্ড, বহুলাবন মরো, দতিহা, আরিং, মাধুরীকুণ্ড, জখীনগাঁও, তোষ, জনদী, বসতী, মুখরাই, শ্রীরাধাকুণ্ড, কুসুমসরোবর, শ্রীগোবর্দ্ধন, যমুনান্তগ্রাম, চন্দ্রসরোবর, পেঠৌ, বৎসবন, আনোর, গোবিন্দকুণ্ড, পুছুড়ী, শ্যামঢাক, সুরভিকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, গোবিন্দস্বামীর কদমখণ্ডী, হরজীকুণ্ড, গোপালপুরা, বিলছকুণ্ড, জানআজানবৃক্ষ, গোলালকুণ্ড, বেহেজ, দেবশীর্ষ, মুনিশীর্ষ, পরমাদ্র, আদিবদ্রী, খোঁ, সেউ ইন্দ্রলী কামবন, বজেরা কদমখণ্ডী, সনেরা, উচগাঁও, বর্ষাণ, প্রেমসরোবর, সঙ্কেত, রিঠোর, মেহেরান, কামের, গেঁড়ো, শ্রীনন্দগ্রাম, আঁজনক, করেলা, পেশাই, খদিরবন, বিজোয়ারী, যাবট, কোকিলাবন, বৈঠান, চরণপাহাড়ী, দইগাঁও, কোটবন, শেষশায়ী, বাহ্র, উজানী, সেরগড়, উবে, কাশ্রট, গোপীঘাট, চীরঘাট, নন্দঘাট, সেই, তরলী, নরী, চৌমুহা, গরুড়গোবিন্দ, দেবীআঠাস, রামতাল, শ্রীবৃন্দাবন, বেলবন, গুঞ্জাবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, মাঠ, জঙ্গোলী, মানসরোবর, লোহবন, আনন্দীবন্দী, শ্রীশ্রীদাউজী, চিন্তাহরণ-ঘাট, ব্রহ্মাণ্ডঘাট শ্রীশ্রীমহাবন, উখল, রমণরেতি, গোপকুয়া, শ্রীবল্লভঘাট গোকুল, রাভেল ও শ্রীশ্রীমথুরা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের চব্বিশটী বৈঠক বিরাজমান, যথা;—

১। শ্রীমথুরায় বিশ্রামঘাটের ওপরে। ২। মধুবনে মধুকুণ্ড তীরে। ৩। কুমুদবনে কুণ্ডতীরে। ৪। বহুলাবনে কৃষ্ণকুণ্ড তীরে! ৫। শ্রীরাধা-কুণ্ডে শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে। শ্রীগোবর্দ্ধনে চাকলেশ্বর মহাদেব নিকটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। মানসগঙ্গার অগ্নিকোণে (৬/১) চন্দ্রসরোবরের তীরে। ৭। আনোরে (গিরিরাজ তেরেটীর নিকটে)। ৮। শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের দক্ষিণতীরে। ৯। যতীপুরায়। ১০। গোলালকুণ্ডে। ১১। কাম্যবনে শ্রীকুণ্ডের উপর। ১২। শ্রীবর্ষাণে ময়ূরকুটি নিকটে। ১৩। প্রেমসরোবরে। ১৪। সঙ্কেতে কৃষ্ণকুণ্ড তীরে। ১৫। শ্রীনন্দগ্রামে পাবনসরোবর তীরে। ১৪। করেলাতে (মডুই) কুণ্ড তীরে। ১৭। কোকিলাবনে কৃষ্ণকুণ্ড তীরে। ১৮। কোট বনে কুণ্ড তীরে। ১৯। চীরঘাটে। ২০। শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবটের নিকটে ২১। মানসরোবরে। ২২। গোকুলে ঠাকুরাণীঘাটের উপরে। ২৩। দামোদর দাসের বৈঠকের নিকট (২৩/১) বড় বৈঠক। ২৪। দ্বারকানাথজী মন্দিরের ভিতরে গুপ্ত বৈঠক (২৪।১)।

উপরের লিখিত প্রতি বৈঠকে বসিয়া শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্য ক্রমে এক সপ্তাহ, হিসাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীশ্রীবল্লভ আচার্য্য নিরূপিত বনযাত্রা সম্পূর্ণ।

৩। শ্রীশ্রীনিমানন্দী সম্প্রদায়ের নিরূপিত শ্রীশ্রীব্রজপরিক্রমা।

শ্রীশ্রীমথুরা, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, মাধুরীকুণ্ড, আরিং, যমুনান্ত, পরাসৌলী, পেঠো, পুছড়ী, শ্যামঢাক, বেহেজ, দেবশীর্ষ, মুনিশীর্ষ, পরমাদরা, বদরী-নারায়ণ, খোঁ, কর্মথ, শ্রীশ্রীআদিবদ্রীনাথ, কেদারনাথ, চরণপাহাড়ী, ভোজন-থালী, শৎবাস, পাই, তিলোয়ার, শৃঙ্গারবট, অঙ্কপ, সোন্দ, বন্ছারী, খামী, পেঙ্গথু, শেষশায়ী, উজানী, চীনপাহাড়ী, শিঠরা, স্থরির, বৈকুণ্ঠপুর, শ্যামলী, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, মাঠ, ডাঙ্গৌলী, মানসরোবর, পাণিগাঁও, লোহবন, আনন্দীবন্দী, শ্রীশ্রীদাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, শ্রীশ্রীমহাবন, গোকুল, কৈলা, নারঙ্গাবাদ, ও শ্রীশ্রীমথুরা।

ইতি চারিসম্প্রদায় সম্মত শ্রীশ্রীব্রজপরিক্রমা বর্ণন সমাপ্ত।

৪। শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলী দর্শন ও পরিক্রমাকারীদের জন্য নিম্নলিখিত পর্য্যায় অনুসারে স্থান দর্শন করিতে হয় যথা,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমথুরা, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, শান্তনুকুণ্ড, গন্ধেশ্বর, বহুলাবন, রাল, মঘেরা, জৈত, শ্রীশ্রীনটবরা, গরুড়গোবিন্দ, বহুলাবন, মরো, দতিহা, আরিং, মাধুরীকুণ্ড, যথীনগাঁও, তোষ, জনতী, বসতী, মুখরাই, শ্রীরাধাকুণ্ড কুসুমসরোবর, গোয়ালপুকুর, যুগলকুণ্ড, কিল্ললকুণ্ড, শ্রীশ্রীমানসীগঙ্গা, গোবর্দ্ধন, ইন্দ্রধ্বজবেদী, যমুনান্তগ্রাম, পরাসোলী, পেটো, বছগাঁও (নামান্তর বৎসবন), গৌরীতীর্থ, আনোর, গোবিন্দকুণ্ড, শক্রকুণ্ড, পুছুড়ী, শ্যামঢাক, রাঘবের গোফা, সুরভিকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, হরজীকুণ্ড, যতীপুরা, গোশালা, বিলছুকুণ্ড, জান আজানবৃক্ষ, লক্ষ্মীনারায়ণবেদী, সখীথরা, নিমগাঁও, পাড়র, কুঞ্জেরা, পাসী, ডেয়াবলী, মান্ন, সাহার, সূর্য্যকুণ্ড, পেকু, ভাদার, কোনাই, বসতী, শ্রীরাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, যাবককুণ্ড, গোলালকুণ্ড, গাঠুলী, বেহেজ, দেবশীর্ষ, মুনিশীর্ষ, পরমাদরা, বদরীনারায়ণ, গোহানা, খোঁ, কর্ম্মথ, আলীপুর, আদি-বদ্রীনাথ, পশপ, বরলী, কেদারনাথ, বিলন্দ, চরণপাহাড়ী, ভোজনথালী, কাম্যবন, বজেরা, সনেরা, উচগাঁও, শ্রীবর্ষাণ, ডাভোরা, রাকৌলী, বর্ষাণ-প্রেমসরোবর, সঙ্কেত, রিটোর, ভড়খোর, মেহেরান, শতবাস, নন্দেরা, ভোজন থালী, শতবাস, পাই, হুনেরা, তিলোয়ার, শৃঙ্গারবট, বিছোর, অন্ধপ, সোন্দ, বনছারী, হুড়েল, দইগাও, লালপুর, কামের, হারোয়ানগাঁও, সাঁচুলী, গেঁড়ো, শ্রীশ্রীনন্দগ্রাম, শ্রীযাবট, ধনশিঙ্গা, কুশী, পয়গাও, ছত্রবন, শ্যামরী, নরী, সাঁখী, আরবাড়ী, রণবাড়ী, ভাদাবলী, খাঁপুর, উনরাও, রহেয়া, কামাই, করেলা, পেশাই, লুধৌলী, আঁজনক, খদিরবন, বিজোয়ারী, শ্রীনন্দগ্রাম, কোকিলাবন, বৈঠান, চরণপাহাড়ী, রাসৌলী, কৌটবন, হুড়েল, খামী পেঙ্গথু, বাসৌলী, শেষশায়ী, বার্থা রূপনগর, মঝই, রামপুর, উজানী খেলনবন, উবে, শ্রীশ্রীরামঘাট, কাশ্রট, অক্ষয়বট, গোপীঘাট, চীরঘাট, নন্দঘাট, ভয়গাঁও, জৈতপুর, হাজরা, বলিহারা, বাজ্না, জেওলাই, শক্রোয়া, আটাস, ছানৃরাক, শ্রীশ্রীবৃন্দাবন, আটস, দেবী আটাস, পরখম, চৌমুহা, আজই, সিহানা, পাসৌলী, বরলী, তরলী, এই, সেই, মাই, বসাই, শ্রীনন্দঘাট,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, মাঠ, বেলবন, মানসরোবর, আরা, পাণিগাঁও, লৌহবন, শ্রীরাভেল, গড়ুই, আয়রে, কৃষ্ণপুর, বান্দী, শ্রীশ্রীদাউজী, হাতৌরা, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, চিন্তাহরণঘাট, শ্রীশ্রীমহাবন, গোকুল, কৈলো, বাদাইগ্রাম, নারাঙ্গাবাদ, শ্রীশ্রীমথুরা, অক্রুর, ভাতরোল, (অটলবন, কেবারিবন, বিহারবন, গোচারণবন, কালীয়দমন বন, গোপালবন. নিকুঞ্জবন, নিধুবন, শ্রীরাধাবাগ, ঝুলনবন, গহ্বরবন, পপড়বন, এই দ্বাদশবনযুক্ত) শ্রীশ্রীবৃন্দাবন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮৪ চৌরাশী ক্রোশ
শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

শ্রীশ্রীব্রজধাম পরিক্রমাকারিগণ সকলেই শ্রীমথুরা শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া পরিক্রমা আরম্ভ করেন ও পরিক্রমান্তে শ্রীভূতেশ্বরে আসিয়াই শেষ করিবার নিয়ম।

শ্রীমধুবন—শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব (মথুরা) হইতে আড়াই মাইল নৈঋত কোণে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বে ধ্রুবটীলায় শ্রীধ্রুবের প্রতিমূর্তি আছে। এই স্থানকেই ধ্রুবের তপস্যাস্থল বলে। গ্রামের নৈঋত কোণে মধুকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণবলরামের গোচারণস্থল। মধুদৈত্য বধের স্থান। শ্রীমধুবনবিহারীজী এবং শ্রীবলরামজী দর্শন—(বর্ত্তমান নাম মহলী)

তালবন— মধুবনের দুই মাইল নৈঋতে অবস্থিত। শ্রীবলরাম কর্ত্তৃক ধেনুকাসুর বধের স্থান। গ্রামের পশ্চিমে তালবনকুণ্ড। কুণ্ডের পূর্বতীরে শ্রীবলদেব দর্শনীয়। (বর্ত্তমান নাম তাসি)।

কুমুদবন— (কদরবন) তালবনের দুই মাইল পশ্চিমে। কুমুদকুণ্ড ও শ্রীকপিলদেব দর্শনীয়।

শান্তনুকুণ্ড—সাঁতোয়া বা শ্রীশান্তনুকুণ্ড শ্রীমথুরার আড়াই মাইল পশ্চিমে এবং কুমুদবন হইতে ছয় মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত। কুমুদবন হইতে যাইবার সময় ওস্পার, মানাকোনগ্রাম ও লগোয়া নামক তিনটী গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। সাঁতোয়াতে শ্রীশান্তনু মহারাজ পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনায় শ্রীসূর্য্য উপাসন করিয়াছিলেন। সাঁতোয়ার এক মাইল ঈশানে গণেশ্রা গ্রাম। ঐ গ্রামের বায়ু কোণে গন্ধেশ্বরাকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ এখানে গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়াছিলেন।

শ্রীবহুলাবন—(বর্ত্তমান নাম বাটি) সাঁতোয়ার চারিমাইল উত্তরাংশে অবস্থিত। গ্রামের উত্তরে বহুলাকুণ্ড। ঐ কুণ্ডের উত্তর অংশকেই শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীবল্লভ আচার্য্যের উপবেশন স্থান। কুণ্ডের দক্ষিণতীরে শ্রীশ্রীবহুলা গাভীর স্থান। গ্রামের পূর্ব্বদিকে শ্রীবলরামকুণ্ড। গ্রামের এক মাইল দক্ষিণে মানসরোবর (বর্ত্তমান নাম "খাড়িয়া")। দ গ্রাম হইতে সরোবরে যাইবার সময় নিম্ব বৃক্ষের নিকটে অতি প্রাচীন পঞ্চানন মহাদেব দর্শন হয়। গ্রামের মধ্যভাগে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণদেবের মন্দির আছেন। শ্রীশ্রীরাল বহুলাবনের দুই মাইল বায়ু কোণে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে শ্রীবলরাম কুণ্ড। তাহার কিছু পশ্চিমে শ্রীবলদেব-বিগ্রহ দর্শনীয়।

মঘেরা— রালের দেড়মাইল ঈশানে এবং বহুলাবন হইতে দুইমাইল উত্তরে শ্রীঅক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণবলরামকে শ্রীব্রজ হইতে লইয়া যান, তখন শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে শ্রীব্রজবাসীগণ এখানে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

জৈত— মঘেরার সওয়া মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত। অঘাসুর ব করিলে পর এখানে দেবতাগণ জয় জয় ধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণে উপর পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন।

সটীঘরা— জৈতের দেড়মাইল অগ্নি কোণে এবং বহুলাবন হইতে দুই মাইল পূর্বভাগে ও মথুরার চারিমাইল বায়ু কোণে অবস্থিত। শ্রীকৃ কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুন ভঞ্জনের পর শ্রীব্রজরাজ শ্রীমহানন্দ ত্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া এই স্থানে কিছুদিন বাস করিয়া পরে শ্রীনন্দীশ্বরে যান। গ্রামের পূর্বে শ্রীগরুড় গোবিন্দ।

ময়ূর গ্রাম— (বর্ত্তমান নাম মরো) বহুলাবনের দুই মাইল নৈঋত কোণে অবস্থিত। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর সহিত মিলিত হইলে তাঁহাদের চারিদিকে ময়ূরগণ পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করিয়াছিল। বহুলাবন হইতে ময়ূর গ্রামে যাইবার সময় ছাকুনা গ্রাম হইয়া যাইতে হয়।

দতিহা— (দন্তবক্র বধের স্থান) মরো গ্রামের সওয়া মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে দন্তবক্রকে বধ করিয়া যমুনার পরপারে গরুই নামক স্থানে পিতা নন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমহাবনের চারিমাইল ঈশান কোণে এবং লোহবনের পাঁচ মাইল অগ্নিকোণে "খেড়ী" নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামই প্রাচীন গোরবাই বা গোরাই বা গরুই। গরুইর অর্দ্ধ মাইল উত্তরে আলিপুর নামে যে গ্রাম আছে, ঐ গ্রামই প্রাচীন "আয়োরে" গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলে সমস্ত ব্রজবাসী প্রেমে "আয়রে আয়রে" বলিয়া এইস্থানে মিলিত হইয়াছিলেন। গরুই ও আয়োরে গ্রামের সওয়া মাইল পূর্ব্বে কৃষ্ণপুর। কেহ কেহ এই গ্রামকে গোপালপুর বলেন। দীর্ঘ বিরহের পর শ্রীব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে এইস্থানে পাইয়া নানাপ্রকার আনন্দ উৎসব করিয়া ব্রজকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

আরিং— দতিহার পাঁচমাইল পশ্চিমে এবং শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের চারি মাইল পূর্বে—শ্রীবলদেব স্থান। গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে কিল্লোলকুণ্ড। কুণ্ডের পূর্বে কিছুদূরে এবং গ্রামের উত্তরে শ্রীবলদেব বিগ্রহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনীয়। শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে শ্রীকৃষ্ণ জোর পূর্বক গোপীকাদে
নিকট হইতে এইস্থানে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাধুরীকুণ্ড— আরিঙ্গের দুই মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত।

জখীনগাঁও— আরিঙ্গের আড়াই মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে এই গ্রা
বসতির দেড়মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীরেবতী, বলদে
বলভদ্রকুণ্ড ও রেণুকাকুণ্ড দর্শনীয়। এই গ্রামকে কেহ কে
দক্ষিণ গ্রামও বলেন। এখানে শ্রীরাধিকা দাক্ষিণ্যভাব অব
লম্বন করিয়াছিলেন।

তোষ— জখীন গ্রামের দুইমাইল ঈশান কোণে অবস্থিত। শ্রীকৃ
বলরামের তোষস্থান অর্থাৎ নৃত্যগীত শিক্ষার স্থান। 'তোষণকু
দর্শনীয়। "জনতী" তোষের দুইমাইল বায়ু কোণে।

বসতী— জনতীর সওয়া মাইল পশ্চিমে। শ্রীব্রজরাজ নন্দ মহারাজ মহা
ত্যাগ করিয়া সটিঘরায় বাস করিলে শ্রীশ্রীবৃষভানু মহারাজ রাও
হইতে এইস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই গ্রাম হই
ছয় মাইল পূর্বে সটিঘরা গ্রাম। পরে শ্রীব্রজরাজ নন্দী
ও শ্রীবৃষভানুরাজ বর্ষাণে স্থায়ী বাসস্থান প্রস্তত করিয়াছিলে
শ্রীনন্দীশ্বর ও বর্ষাণ ৬ মাইল উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত।

মুখরাই— বসতীর দুই মাইল নৈঋত কোণে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের স
মাইল দক্ষিণাংশে অবস্থিত। শ্রীরাধিকার মাতামহী শ্রীমু
গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড ও বাদ্যশীলা দর্শনীয়।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামকুণ্ড

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-প্রণাম

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ৈঃ কিন্তাবদন্যস্থলৈঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং প্রিয়েব দয়িতং তৎ কুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড স্নান মন্ত্র

রাধিকাসম সৌভাগ্যং সর্ব্বতীর্থ প্রবন্দিতং।
প্রসীদ রাধিকাকুণ্ড! স্নামি তে সলিলে শুভে!

শ্রীরাধাকুণ্ড মহিমা

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

শ্রীরাধিকা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও তাদৃশ প্রিয়; সমস্ত গোপীর মধ্যে এক শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় বল্লভা। —পদ্মপুরাণ

শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রণাম

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমভবৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দবিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
প্রেমালিঙ্গদিব প্রিয়াসর ইদং তন্নিত্যনিত্যং ভজে ॥

শ্রীশ্যামকুণ্ড স্নান মন্ত্র

উদ্ভুতং কৃষ্ণ-পাদাব্জারিষ্ট বধতশ্ছলাৎ।
পাহিমাং পামরং স্নামি শ্যামকুণ্ড! জলে তব ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড (বা আরিট্ গ্রাম) মুখরাই গ্রামের সওয়া মাইল উত্তরে অবস্থিত। অরিষ্ট অসুর বৃষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে উৎপাত আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে ঐ অসুরকে বধ করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করতঃ তথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রকটিত হন। শ্রীভক্তিরত্নাকর ও শ্রীবৃন্দাবন-লীলামৃত দ্রষ্টব্য। কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃ আবিষ্কার করেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্যানুসারে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডের শোভা বর্ণিত হইতেছে,— শ্রীরাধা-কুণ্ডের অগ্নিকোণে শ্রীশ্যামকুণ্ড বিরাজমান। শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্বে প্রায় তিন দিক বেষ্টন করিয়া শ্রীশ্রীললিতাদি অষ্টসখীর কুণ্ড বর্ত্তমান। তিন কুণ্ডের জল নির্গমনের জন্য পরস্পর নালা ও শাঁকো আছে। শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণতীরে তমাল তলায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান বর্ত্তমান। তদ্ পশ্চিমে শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান প্রাচীন ছোকরা গাছের নীচে অবস্থিত। তদ্ পশ্চিমে ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের নৈঋত কোণে শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর মন্দির। তাহার পশ্চিমে ধর্ম্মশালা। তদ্ পশ্চিমেও শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণতীরে শ্রীশ্রীরাস মণ্ডল বেদী (রাসবাড়ী)। তদ্দক্ষিণে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউর মন্দির। তাহার বায়ুকোণে শ্রীশ্রীহনুমানজীউর স্থান। তাহার দক্ষিণে শ্রীশ্রীগোকুলানন্দের মন্দির। তদ্দক্ষিণে মণিপুর মহারাজের প্রাচীন মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহ আছেন। শ্রীহনুমানের সম্মুখেই বাজার ও শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রাম আরম্ভ হইয়া শ্রীকুণ্ডের পশ্চিম পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছেন। শ্রীহনুমানজীর বায়ুকোণে ও শ্রীরাধাকুণ্ডের নৈঋত কোণে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। শ্রীকুণ্ডেশ্বরের কিছু উত্তরে শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিমতীরে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছেন।

এই বৃক্ষরাজের ডালে প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীঝুলন লীলা হয়। এই বৃক্ষের পশ্চিমভাগে নৈঋতকোণে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাচীন ও উচ্চ মন্দির বিরাজিত আছেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সম্বন্ধে ইতিহাস—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের পঙ্ক উদ্ধার সময়ে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ ঐ বিগ্রহের সেবাকার্য্য শ্রীব্রজবাসীদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীকুণ্ড হইতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রকট হইয়াছেন জানিয়া কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি আপন ব্যয়ে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বহুদিন শ্রীমন্দির সংস্কারাভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীর্ণতা লাভ করায় বঙ্গদেশের (রাণাঘাটের) কোন ভক্ত ঐ মন্দির সংস্কার করেন এবং তিনি ঐ কুণ্ডতীরে ভজন করিতেন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে মণিপুর মহারাজ শ্রীচূড়াচান্দ সিংহের অর্থ সাহায্যে শ্রীকুণ্ড পরিক্রমার রাস্তা তৈয়ার হয়। বটবৃক্ষের পশ্চিমে মণিপুর যুবরাজের কুঞ্জ। বটবৃক্ষের উত্তরে শ্রীকুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির।

তাহার উত্তরে শ্রীরাধাদামোদর মন্দির। তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর স্থান। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ আছেন। তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির। শ্রীশ্যামসুন্দরের পূর্ব্বে ও শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে শ্রীশ্রী- জাহ্নবা মাতার উপবেশন স্থান ও শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির। তাহার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ঘেরা ও সমাজবাটী। শ্রীকুণ্ডের পূর্ব্বতীরে শ্রীশ্রী গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীর। তদ্দক্ষিণে শ্রীশ্রীমন্ বঙ্কবিহারী জীউ। তদ্দক্ষিণে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম কুণ্ডের সঙ্গমস্থল। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পূর্ব্বদিকে ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরতীরে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন কুটীর। তাহার নৈঋতকোণে শ্রীশ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীদাস গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর চিতা সমাজ। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন কুটীরের উত্তরে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীর। তাহার ঈশানকোণে শ্রীগদাধর চৈতন্যের মন্দির। শ্রীগদাধর চৈতন্যের বায়ুকোণে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির। শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন শীলা তথায় আছেন। শ্রীদাস গোস্বামী সাধারণ কার্য্যের জন্য শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে একটী কূপ খনন করেন; ঐ কূপকে গোপকূপ বলে। ঐ কূপ হইতেই শ্রীগোবর্দ্ধন শীলা উত্থিত হন। শ্রীল দাস গোস্বামীকে ঐ শীলা শ্রীগোবর্দ্ধনের জিহ্বা বলিয়া স্বপ্নে আদেশ করিলে পর মহাসমারোহে এই শীলা শ্রীগোবিন্দমন্দিরে আনিত হন এবং মন্দিরের পার্শ্বে (তেঁতুলতলায়) একটি ছত্রি প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করা হয় এবং পূজিত হইতে থাকেন। গোপ কূয়া হইতে শিলাখণ্ড উত্থিত হওয়ায় ঐ কূয়ার জল সাধারণ কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত নহে বলিয়া শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীললিতা কুণ্ডের পূর্ব্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীরে অন্য একটি কূয়া প্রস্তুত করাইয়া তাহা হইতে জল ব্যবহার করিতেন। এখনও সেই কূপ বর্ত্তমান। গোবিন্দ মন্দিরের নৈঋত কোণে বর্ত্তমান পঞ্চায়েতি ঘেরা। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের বায়ুকোণে শ্রীশ্রীরাধারমণ ও শ্রীশ্রী-রেবতীবলদেবের মন্দির। তাহার উত্তরে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ। তাহার উত্তরে নূতন ঘেরা, অভ্যাগত বৈষ্ণবের স্থান। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের ঈশান কোণে শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউর শ্রীমন্দির। তাহার দক্ষিণে শ্রীশ্রীকালাচাঁদের মন্দির; তদ্দক্ষিণে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের মন্দির। তাহার অগ্নিকোণে শ্রীমহাদেব। শ্রীরাধাবল্লভ ও কালাচাঁন্দ মন্দিরের পূর্বদিকে তাড়াশ জমিদারের শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ মন্দির। তাহার অগ্নিকোণে নন্দিনী ঘেরা। তাহার অগ্নিকোণে শ্রীজীবগোস্বামীর ভজন কুটীর ও ঘেরা। তাহার অগ্নিকোণে শ্রীশ্রীললিত-বিহারী জীউর মন্দির। তদ্‌পশ্চিমে ঘনমাধবের ঘেরা। ললিতবিহারী মন্দিরের নৈঋতকোণে মণিপুর রাজের প্রসিদ্ধ কুঞ্জ, শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির। তদুত্তরে শ্রীরাধাবিনোদের মন্দির। তাহার নৈঋতকোণে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কূপ (গোপকূয়া)। তাহার পশ্চিমে ধর্ম্মশালা। তাহার পশ্চিমে শ্রীসীতানাথের মন্দির। তাহার উত্তরে ললিতাদি অষ্ট সখীর কুঞ্জ। তাহার ঈশানকোণে "ব্যাসঘেরা"। শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিমদিকে (গৌড়ীয় মঠ) শ্রীশ্রীরাধা-কুঞ্জবিহারী মঠ (পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত)। সীতানাথ মন্দিরের পশ্চিমে শ্রীশ্রীরাধামাধবের মন্দির। তাহার দক্ষিণে শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব। এই বনখণ্ডীর দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত ললিতাদি কুণ্ডের সীমা। বনখণ্ডী মহাদেবের বায়ুকোণে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুজীর মন্দির। এই মহাপ্রভুকে "তমাল তলার মহাপ্রভু" বলা হয়। তাহার পশ্চিমেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-কুণ্ডের প্রসিদ্ধ ঘাট—

১। **শ্রীশ্রীগোবিন্দ ঘাট**—শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বতীরে অবস্থিত। এই ঘাটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নান করিবার সময় শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন-লীলা দর্শন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত চাটুপুষ্পাঞ্জলীর "ব্যালাঙ্গনা ফণা" শ্লোকের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দ ঘাট, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী কুটুরী ও বঙ্কবিহারী মন্দিরের মধ্যভাগে পশ্চিম দিশা। শ্রীকুণ্ড সংস্কার করাইবার সময় ৺মহাত্মা লালা বাবু এই ঘাটের সীমা নিরূপণ করিয়া ঘাটের তিন দিক উঁচু রাখিয়াছিলেন। এই ঘাটে সকলেই স্নান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

২। **শ্রীশ্রীমানস পাবন ঘাট**—শ্রীশ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত। এই ঘাট শ্রীরাধিকার অতি প্রিয়।

৩। **শ্রীশ্রীপঞ্চপাণ্ডব ঘাট**—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরে এবং মানসপাবন ঘাটের পূর্ব সংলগ্ন। এই ঘাটের উপরিস্থিত পাঁচটি বৃক্ষ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ঘাটের উত্তরেই শ্রীদাসগোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীর। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীজীর কুটুরীর পূর্বভাগে একটি প্রাচীন ছোক্‌রা বৃক্ষ আছে। উনি শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদকে "কাশীবাসী ব্রাহ্মণ" বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন। এই বৃক্ষ শ্রীগদাধর চৈতন্যের মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময়ে রাস্তার উপরিভাগে।

৪। **শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের ঘাট**—পঞ্চপাণ্ডব ঘাটের পূর্বে ও শ্রীগদাধর চৈতন্যের অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরেই শ্রীপাদ হরিবংশ গোস্বামীর উপবেশন স্থান। তদুত্তরে প্রাচীন শ্রীরাসমণ্ডল।

৫। **শ্রীশ্রীরাধাবিনোদঘাট**—শ্রীরাধাবল্লভ ঘাটের পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের উত্তরভাগে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরে মহাদেব বিরাজমান। তদুত্তরে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দির।

৬। **নন্দিনীঘেরারঘাট**—শ্রীরাধাবিনোদঘাটের পূর্বদিকে অবস্থিত। ঘাটের উত্তরে নন্দিনীঘেরা অবস্থিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। **শ্রীজীবগোস্বামীরঘাট**—নন্দিনীঘেরার অগ্নিকোণে অবস্থিত। ঘাটের পূর্বদিকে শ্রীজীবগোস্বামীর ভজন কুটীরী ও ঘেরা বিরাজমান। এই ঘাট ললিতাকুণ্ডসঙ্গমের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৮। **ঘনমাধবঘেরারঘাট**—জীবগোস্বামীঘাটের অগ্নিকোণে এবং গয়াঘাটের পূর্বসীমা পর্যান্ত বিস্তৃত। এই ঘাটের পূর্বভাগে ঘনমাধবের ঘেরা বিরাজমান। এই ঘাট ললিতাকুণ্ড সঙ্গমের দক্ষিণে।

৯। **শ্রীশ্রীগয়াঘাট**—(নামান্তর মণিপুর রাজের ঘাট) শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্বভাগে। গোপকূয়া হইতে কুণ্ডে যাইবার সময় এই ঘাট পাওয়া যায়। এই ঘাটের উপরেই শ্রীপাদ হরিরাম ব্যাসের ঘেরা। শ্রীগোপকূয়ার উত্তরে একটী চবুতারা আছে। কথিত আছে ঐ স্থানে আসিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী উপবেশন করিয়াছিলেন।

১০। **শ্রীশ্রীঅষ্টসখীরঘাট**—গয়াঘাট ও শ্রীমহাপ্রভুর উপবেশন ঘাটের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই ঘাট শ্রীশ্যামকুণ্ডের অগ্নিকোণে অবস্থিত।

১১। **শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপবেশনঘাট**—শ্রীশ্রীশ্যাম কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরিস্থ তমাল বৃক্ষের তলায় উপবেশন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর আরিটবাসী লোকগণকে কুণ্ডযুগলের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময় কুণ্ডদ্বয় লুপ্ত থাকায়, কেহই সন্ধান বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীগৌরসুন্দর, নিকটবর্ত্তী দুইটি ধান্য ক্ষেত্রের অল্প জলে স্নান করিয়া প্রেমপুলকিত অঙ্গে কুণ্ডযুগলের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী যখন শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার করাইতে লাগিলেন, তখন শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীন বৃক্ষ সকল স্বপ্নযোগে আপনাদের পরিচয় ও কুণ্ডের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিলেন। সেই নির্দ্দেশ অনুসারে যখন শ্রীশ্যামকুণ্ডের রজ উঠাইতে আরম্ভ হইল; তখন দেখা গেল যেন শ্রীশ্যামকুণ্ডের আকৃতি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণাকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরূপ প্রকাশ পাইতেছেন। তদ্দৃষ্টে শ্রীদাস গোস্বামীজী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীজী প্রভৃতির মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। এদিকে অন্যান্য লোক শ্রীকুণ্ডযুগলের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া পরস্পর তর্কবিতর্ক দ্বারা কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সন্দেহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। কারণ, কুণ্ডের রজ উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের গৌরসুন্দরের উপবেশন স্থানের সম্মুখেই শ্রীশ্রীবজ্রনাভ কৃত পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন কুণ্ড প্রকট হইয়া পড়িলেন। শ্রীবজ্রনাভ শ্রীমথুরার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া গালব্য মুনিকে সঙ্গে লইয়া যখন পিতামহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়তম ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলগুলির সংস্কারকল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই আরিট্-গ্রামে আসিয়া অরিষ্ট অসুর বধের স্থলের উপর আপন নামানুসারে কুণ্ড প্রস্তুত করেন। (সম্প্রতি শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যভাগে "শ্রীবজ্রনাভকুণ্ড" বলিয়া এই কুণ্ড প্রসিদ্ধ)। যখন বজ্রকুণ্ড প্রকট হইলেন, তখন কুণ্ডযুগলের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া কাহারও সন্দেহ মাত্র রহিল না। অমনি নানাদিগ্দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া কুণ্ডযুগলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী "শ্রীকঙ্কন কুণ্ড" আছেন।

১২। **শ্রীশ্রীবল্লভঘাট**—শ্রীমহাপ্রভু উপবেশন ঘাটের পশ্চিম এবং শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য যখন ব্রজের প্রাচীন লীলাস্থলগুলির উদ্ধারকল্পে আপন শিষ্যানুশিষ্য ও অনুগত জনগণে সমাবৃত হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি এই ঘাটের উপরিস্থ প্রাচীন ছোকরা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রীকুণ্ডযুগলের মহিমা সর্ব্বসাধারণের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন।

১৩। **শ্রীশ্রীমদনমোহনের ঘাট**—শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের নৈঋতকোণে এবং কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ঘাটের দক্ষিণ ভাগে শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দির বিরাজমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪। **শ্রীশ্রীযুগলকুণ্ডসঙ্গমঘাট**—শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। প্রথমে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া তদনন্তর শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। এই সঙ্গমঘাটের উপরিস্থ প্রাচীন তমালবৃক্ষ শ্রীকুণ্ড সংস্কারের সময় ৺মহাত্মা লালাবাবুকে স্বপ্নযোগে অগস্ত্য-ঋষি বলিয়া আপন পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৫। **শ্রীশ্রীরাসবাড়ীরঘাট**—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই ঘাটের দক্ষিণভাগে প্রাচীন শ্রীরাসমণ্ডল অবস্থিত।

১৬। **শ্রীশ্রীঝুলনবটেরঘাট**—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরিভাগে অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ বিরাজমান। প্রতি বৎসর জলকেলি উৎসবের পরদিবস এই বৃক্ষের ডালে ঝুলিয়া ব্রজগোপিকাগণ মহাসমারোহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন-লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। এই ঘাটের অপর নাম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঘাট।

১৭। **শ্রীশ্রীজাহ্নবাঘাট**—শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতা শ্রীকুণ্ড দর্শন করিতে আসিয়া এই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং যে স্থান দিয়া কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন তথায় প্রসিদ্ধ ঘাট রহিয়াছে। তাহারই নাম শ্রীশ্রীজাহ্নবাঘাট। ঘাটের উপরেই শ্রীজাহ্নবামাতার উপবেশন স্থান বিরাজমান। রাস্তার অপর পার্শ্বে শ্রীব্রজানন্দ ঘেরা।

শ্রীশ্রীবজ্রনাভকুণ্ড—শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত।

শ্রীবজ্রনাভ—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র। উনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে শ্রীমথুরার রাজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলীগুলি প্রকট করিতে ব্রতী হইয়া শ্রীগর্গাচার্য্যের শিষ্য গালব্য মুনিকে সঙ্গে করিয়া আদি বদ্রীনাথে গিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে শ্রীশ্রীউদ্ধবজীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত লীলাস্থলীগুলির প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি কোথাও গ্রাম কোথাও কুণ্ড খনন এবং কোন কোন স্থানে শ্রীবিগ্রহ সেবা স্থাপনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরবর্ত্তীকালে কোন ও কোন গ্রামের নাম অপভ্রংশভাবে উচ্চারিত হইলেও অনিবার্য্যরূপে অনুসন্ধিৎসু মহাত্মাগণ ঐ অপভ্রংশ নামাদি আশ্রয় করিয়াই পূর্বলীলাসমূহে আবিষ্ট হইয়া ভজন করিতেছেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী কৃত "শ্রীভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে ইহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। অভিন্ন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরি সপার্ষদ এই জগতের লোকলোচনে অবতীর্ণ হইয়া লীলাস্থানসমূহের পুনঃ নির্দ্দেশ দিয়া জগৎকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীভানুখোর—শ্রীরাধাকুণ্ড ও গ্রামের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীগোবর্দ্ধন উৎসবের সময়ে এই স্থানে শ্রীশ্রীবৃকভানু মহারাজ শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবলরামকুণ্ড—ভানুখোরের ঈশানকোণে অবস্থিত। শঙ্খচুড় বধের দিবসে শ্রীশ্রীপৌর্ণমাসী ঠাকুরাণীর নির্দেশ ক্রমে, বিজয়াদি সখাগণের সহিত শ্রীশ্রীবলরাম এখানে অবস্থান করিতেছিলেন। কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে দুইটি মনোরম কদম্ববৃক্ষ বিরাজমান।

শ্রীশ্রীললিতাকুণ্ড—শ্রীবলরাম কুণ্ডের দক্ষিণ এবং শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এই কুণ্ডের মধ্যে অষ্টসখীর কুণ্ড বিরাজমান। তাঁহাদের নাম যথা—,

১। ললিতা, ২। বিশাখা, ৩। চিত্রা, ৪। ইন্দুলেখা, ৫। চম্পকলতা, ৬। রঙ্গদেবী, ৭। তুঙ্গবিদ্যা, ৮। সুদেবী। এই অষ্টকুণ্ড একত্রে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রীশ্যামকুণ্ডের তিন দিকে বিস্তৃত।

শ্রীশ্রীলগ্নমোহনকুণ্ড—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের এক মাইল পূর্বে (বেণুকুণ্ড) অবস্থিত। এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে কাদম্ববৃক্ষের কানন উত্তরদিক অভিমুখে বিস্তৃত অবস্থায় শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণ লোক এই কাননকে শ্রীরাধাবাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। কথিত আছে এই কুণ্ডের পশ্চিম তীর হইতে শঙ্খচুড় শ্রীরাধাকে হরণ করিয়া উত্তরদিক অভিমুখে পলায়ন করিতেছিল ও অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্খচূড়ের মস্তকমণি অগ্রজ বলরামকে অর্পণ করিলে, শ্রীবলরাম মধুমঙ্গলের দ্বারা উহা শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পশ্চিম তীরে এখনও একটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ রহিয়াছে, যাহার উপরে কোন ঘাসাদি হয় না। এই স্তূপের উপরে শ্রীরাধিকা উপবেশন করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পূর্বভাগে আরও একটি উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে। শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী উহার উপরে বসিয়া ভজন করিতেন। অবশেষে শ্রীসনাতন গোস্বামীর আদেশে শ্রীকুণ্ডের ভজন কুটীরে আসিয়া বাস করেন। এই সময় অবধি ব্রজে কাষ্ঠের তালি প্রথম প্রবর্তন হয়।

শিবখোর—শ্রীরাধাকুণ্ড এবং গ্রামের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। কথিত আছে, শিবখোরের অগ্নিকোণে একটি শৃগালীর মৃত্যু হয়; কিন্তু স্থানের মাহাত্ম্যে উহাকে শ্রীরাধিকার সখীত্ব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। সেই অবধি শ্রীরাধাকুণ্ডের যে কোন লোকের মৃত্যু হইলে ঐ স্থানে লইয়া চিতায় উঠান যায়। কুণ্ডের উত্তরে মহাদেব বিরাজমান। মহাদেবের পূর্বদিগ্‌বর্ত্তী স্থানে প্রতি বৎসর রামলীলার অভিনয় হইয়া থাকে।

মাল্যহার নামান্তর মালিহারিকুণ্ড—শিবখোরের উত্তরে অবস্থিত। দীপাবলীপর্ব উপলক্ষে এই স্থানে বসিয়া শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্য মুক্তাহার চয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই কুণ্ডের নাম মাল্যহারকুণ্ড। (শ্রীবৃন্দাবন-লীলামৃতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহা আস্বাদ্য)।

শ্রীশ্রীরাসমণ্ডলবেদী নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বিরাজমান, যথা—

১। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে অতি প্রাচীন বেদী। কিছুকাল হইল এই বেদী মৃত্তিকার নিম্নে পতিত হইয়াছে। এই জন্য শ্রীরাসমণ্ডলের স্থান নির্ণয় করিবার জন্য উঁহার উপরে একটি ক্ষুদ্র রাসমণ্ডল প্রস্তুত করা হইয়াছে। রাসবেদীর নামানুসারে শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণ তীরবর্তী স্থানকে রাসবাড়ী বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশানে ও শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের পশ্চিমে দ্বিতীয় শ্রীরাসমণ্ডল বিরাজমান।

৩। গ্রামের উত্তরে এবং শ্রীভানুখোরের দক্ষিণ তীরে তৃতীয় শ্রীরাসমণ্ডল।

৪। শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভঘাটের উত্তরে শ্রীপাদ হরিবংশ গোস্বামী প্রবর্ত্তিত প্রাচীন শ্রীরাসমণ্ডল বিরাজমান। সম্প্রতি শ্রীরাধাবল্লভ সম্প্রদায়ী কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক উহা পাথর দ্বারা সংস্কার করা হইয়াছে।

৫। নন্দিনীঘেরায় কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি শ্রীরাসমণ্ডল বিরাজমান।

৬। শ্রীললিতাকুণ্ডের পশ্চিম তীরবর্ত্তী শ্রীশ্রীললিতবিহারী মন্দিরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় একটি প্রকাণ্ড শ্রীরাসমণ্ডল বিরাজিত। ঐ রাসমণ্ডলের উপরে চমৎকার শিলাখণ্ডের উপর চরণ চিহ্ন অঙ্কিত আছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য বৈঠকের পশ্চিমদিকে আরও একটি রাসমণ্ডল আছেন।

শ্রীশ্রীমহাদেব—শ্রীরাধাকুণ্ডের নৈঋতকোণে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকুণ্ডস্নান যাত্রীগণের পক্ষে স্নানান্তে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব দর্শনীয়। ১। গ্রামের পশ্চিমে এবং শিবখোরের উত্তরে দ্বিতীয় মহাদেব। ২। শ্রীশ্রীরাধারমণ মন্দিরে তৃতীয় মহাদেব। ৩। শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরে শ্রীরাধাবিনোদ ঘাটের উপরে চতুর্থ মহাদেব বিরাজমান। ৪। শ্রীশ্যামকুণ্ডের অগ্নি-কোণে এবং শ্রীসীতানাথ মন্দিরের দক্ষিণভাগে শ্রীশ্রীবনখণ্ডী নামে পঞ্চম মহাদেব বিরাজমান। শ্রীমালিহারিকুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীশ্রীমহিমেশ্বর নামে অতি প্রাচীন মহাদেব বিরাজমান। শ্রীবল্লভাচার্য্য বৈঠকের পশ্চিমভাগে আরও একটি মহাদেব আছেন। সর্বসমেত সপ্ত মহাদেব বিরাজমান। ৫। গো-ঘাট—যুগলকুণ্ডে তিনটি গো-ঘাট বিরাজমান। যথা—

১। শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণে শ্রীরাসবাড়ী ও হনুমানজী মন্দিরের মধ্যভাগে অবস্থিত।

২। শ্রীকুণ্ডের উত্তরে শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতার গোপীনাথ মন্দিরের পশ্চিমে দ্বিতীয় গো-ঘাট বিরাজমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণদিকে শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্য প্রভুর বৈঠক এবং শ্রীশ্রীমদন মোহনজীউ মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে তৃতীয় গো-ঘাট বিরাজিত।

সমাজ—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে নিম্নলিখিত সমাজ প্রসিদ্ধ।

১। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোঁসাই এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীত্রয়ের চিতাসমাজ, শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীপঞ্চপাণ্ডব ঘাটের বায়ু কোণে এবং শ্রীদাসগোস্বামীর ভজন কুটুরীর নৈঋতকোণে অবস্থিত। বর্ণিত তিন গোস্বামীর চিতাসমাজ একত্রে বিরাজমান।

২। শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর ফুলসমাজ, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর ঘেরার অগ্নিকোণে অবস্থিত।

৩। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজেন্দ্র, শ্রীকুণ্ডের তীরে মাথুরলীলা শ্রবণ করিয়া এরূপ অধৈর্য্য হইলেন যে, তিনি অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা হইতে আনয়ন করিবার জন্য দ্রুতবেগে উন্মত্তের ন্যায় বাহির হন এবং শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের দক্ষিণে অল্পদূর যাইয়াই মানবলীলা সম্বরণ করেন। তথায় তাঁহার সমাজ জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত।

মেলা—কার্তিক কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীকুণ্ডে স্নান উপলক্ষে নানাদেশীয় যাত্রী আগমন করিয়া থাকেন। এই তিথিতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড প্রকটিত হন।

উৎসব—১। বৈশাখ কৃষ্ণা অষ্টমী হইতে দ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব উপলক্ষ—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা, উৎসবাদি অনুষ্ঠান মহাসমারোহের সহিত করিয়া থাকেন। ২। আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাবোৎসব হইয়া থাকেন।

ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন

কুসুম-সরোবর—(নামান্তর সুমনসরোবর) রাধাকুণ্ডের দেড় মাইল দক্ষিণ (কিঞ্চিত পশ্চিম)। পুষ্পচয়ন ছলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মিলন স্থল। সরোবরের পশ্চিম তীরে শ্রীবলদেবের দুইটি মন্দির (উত্তর ও দক্ষিণ ভাবে) অবস্থিত। সরোবরের নৈঋতকোণে শ্রীউদ্ধবজীউর মন্দির বিরাজমান। ঐ মন্দিরের বায়ুকোণে এবং কুসুমসরোবরের পশ্চিম অংশে শ্রীউদ্ধবকুণ্ড অবস্থিত। এখানে উদ্ধব পুরোমহিষীগণের নিকট শ্রীব্রজমণ্ডলের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বাল্যচরিত্র বর্ণন দ্বারা তাঁহাদিগকে পরম আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীনারদকুণ্ড—কুসুমসরোবরের অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীবৃন্দাদেবীর উপদেশ মত এখানে শ্রীনারদ মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীনারদ মুনির প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান।

শ্রীশ্রীরত্নসিংহাসন—কুসুমসরোবরের দক্ষিণে (শ্যামকুটুরীর সম্মুখে) অবস্থিত।

গোয়ালপুকুর—(বা গোয়ালকুণ্ড) রত্নসিংহাসনের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে মধুমঙ্গলের নিকট হইতে সখাগণ শ্রীসূর্য্য পূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। (কুণ্ডের ঈশানকোণে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলাতে শ্রীবলরামের চরণ চিহ্ন ছিল। বহুদিন হইল জনৈক সাধু ঐ চরণচিহ্ন স্থানান্তরিত করিয়াছেন)।

যুগলকুণ্ড—গোয়ালপুকুরের অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসস্থল।

কিল্ললকুণ্ড—যুগলকুণ্ডের দক্ষিণ (কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব অংশে) অবস্থিত। কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনকে খেলনবন বলে। সখা সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গেন্দখেলা স্থান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমানসীগঙ্গা—কুসুম সরোবরের দেড় মাইল দক্ষিণ (কিঞ্চিৎ পশ্চিম)। সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলবিহারের স্থল। শ্রীগোবর্দ্ধন গিরির উপরিভাগেই শ্রীমানসীগঙ্গা বিরাজমান। মানসীগঙ্গা সম্বন্ধে ইতিহাস, যথা—একদা শ্রীনন্দ মহারাজ প্রভৃতি গোপগণ শ্রীযশোদামাতা প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত যাত্রা করিয়া রাত্রিতে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপকণ্ঠে বাস করিতেছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ইহা বিচার করিতেছিলেন যে,—"এই ব্রজে সমস্ত তীর্থই বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু ব্রজবাসীগণ এ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। যাহাহউক, এ সম্বন্ধে আমাকেই সমাধান করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিবামাত্র শ্রীগঙ্গা মকরবাহিনীরূপে সর্ব্বলোকের নয়নগোচর হইলেন। তদ্দৃষ্টে ব্রজবাসীগণকে বিস্মিত হইয়া পরস্পর তর্কবিতর্ক করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে বলিলেন; "এই ব্রজে সমস্ত তীর্থই বিরাজিত থাকিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের সেবা করিয়া থাকেন। আপনারা ব্রজের বাহিরে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিতে মনস্থ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া গঙ্গাদেবী অদ্য আপনাদের সম্মুখেই প্রকট হইয়াছেন। অতএব আপনারা অবিলম্বে গঙ্গাস্নান কার্য্য সম্পাদন করুন। অদ্য হইতে এই তীর্থ "শ্রীশ্রীমানসী-গঙ্গা" বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত হইবেন।" কার্ত্তিক অমাবস্যাতে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য প্রতি দীপাবলীপর্ব্ব উপলক্ষে মানসীগঙ্গাস্নান ও গোবর্দ্ধন পরিক্রমা কার্য্য মহাআড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছেন। গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমদিক্ ব্যাপিয়া গোবর্দ্ধন গ্রাম অবস্থিত, গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব তীরে অনেক বৈষ্ণব সাধুলোক শ্রীশ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে মনোনিবেশ পূর্বক পরমানন্দ চিত্তে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। গঙ্গার উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ তীরে অনেক শ্রীমন্দির শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলীগুলির মধ্যে গিরি-রাজ গোবর্দ্ধন বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলে তিনটি পর্বত, অর্থাৎ বর্ষাণ, নন্দীশ্বর ও গোবর্দ্ধন—শ্রীব্রহ্মা, রুদ্র ও শ্রীবিষ্ণুর দ্বিতীয় অবয়ব বলিয়া বিশেষ পূজিত।

শ্রীগোবর্দ্ধন—তন্মধ্যে সর্বলোকের চিত্ত বিশেষ আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রেতাযুগে শ্রীহনুমানজী কর্ত্তৃক আনীত এই গিরিরাজ। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রদর্প চূর্ণ করিবার সময় ইন্দ্রের পূজা ভঙ্গ করিয়া, গিরিরাজের পূজার প্রবর্ত্তন করিবার সময়, ঐ গোবর্দ্ধনগিরি স্বীয় স্বরূপ প্রকট করিয়া শ্রীব্রজবাসীগণের নয়ন-গোচর হইয়া স্বয়ং তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রজবাসীগণ গিরি-রাজকে দর্শন করিয়া দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছিলেন। সুতরাং গোবর্দ্ধনগিরি যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর দ্বিতীয় কলেবর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ এই গোবর্দ্ধন সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণ বাম হস্তদ্বারা উপরে ধারণ করিয়া ইন্দ্রপ্রকোপ হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ এই গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণবলরামের অনেক অতুল কীর্তি রহিয়াছে। সুতরাং ব্রজবাসী এবং ব্রজের উপাসক সম্প্রদায়ীগণ মুহূর্ত্তের জন্যও গোবর্দ্ধনের কথা ভুলিতে পারেন না। গিরিরাজ দর্শন ও পরিক্রমা করিবার জন্য নানাদেশীয় লোক আগমন করিয়া থাকেন। বৎসরে দুইটি নিরূপিত তিথি আছে। এই সময় মহাসমারোহের সহিত গিরিরাজ পরিক্রমা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকেন। যথা—১। কার্ত্তিক অমাবস্যাতে দীপাবলীপর্ব উপলক্ষে একবার এবং ২। আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রীসনাতন গোস্বামীর অপ্রকট তিথিতে একবার। (শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য শ্রীব্রজবাসীগণ আষাঢ়ি পূর্ণিমার নাম "মুড়িয়া পূর্ণিমা" বলিয়া উল্লেখ করেন।) এই দুই পর্ব উপলক্ষে গোবর্দ্ধন গ্রামে মেলা বসিয়া থাকে। **শ্রীমানসীগঙ্গা পরিক্রমা পর্য্যায় অনুসারে**—শ্রীহরি-দেব মন্দির গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ঐ মন্দিরের বায়ুকোণে শ্রীব্রহ্ম-কুণ্ড। কুণ্ডের তীরে মনসাদেবীর প্রাচীন মন্দির। গঙ্গার নৈঋত কোণে গো-ঘাটের উপরে শ্রীহনুমান মন্দির। গঙ্গার উত্তর তীরে শ্রীচক্রেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। তাঁহার সম্মুখেই প্রাচীন নিম্ববৃক্ষমূলে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন কুটুরী। তাহার পার্শ্বেই শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান বিরাজমান। তাহার উত্তরেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির বিরাজিত। পূর্বে চক্রেশ্বরের নিকটবর্তী স্থানে মশার বড় উপদ্রপ ছিল। একদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীসনাতন গোবর্দ্ধন হইতে অন্যত্র যাইতে সঙ্কল্প করিলে, ঐ চক্রেশ্বর তাঁহাকে আশ্বাস দান করিয়া কুটুরীতে বাস করিতে আদেশ করেন। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত তথায় মশার উৎপত্তি নাই। ঐ গোস্বামীপাদ শ্রীগোবর্দ্ধনে বাস করিবার সময়ে প্রত্যহ শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করিতেন। একদা তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া, শ্রীমদনমোহন, ছদ্মবেশে এক ব্রজবাসী শিশুর রূপে আসিয়া, স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন এবং গোবর্দ্ধনের উপরিভাগ হইতে চরণ চিহ্নযুক্ত শ্রীশিলা অনয়ন করিয়া গোস্বামীকে বলিতে লাগিলেন, "এই গোবর্দ্ধন-শিলা প্রত্যহ পরিক্রমা করিলে শ্রীগিরিরাজের পরিক্রমাই হইবে। কারণ ইহাতে শ্রীচরণ চিহ্ন রহিয়াছেন। অতএব অদ্য হইতে তুমি উহাই পরিক্রমা করিও।" এই বলিতে বলিতে কপট শিশু অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই অবধি গোঁসাই সনাতন ঐ শিলাখণ্ড পরিক্রমা করিতেন এবং নয়নজলে অভিষিক্ত হইতেন। উক্ত শিলাখণ্ড বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রীশ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগঙ্গার পূর্ব্বাংশের মধ্যে গিরিরাজের যে অংশ বিরাজ করিতেছেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণের মুকুট চিহ্ন আছেন। গোবর্দ্ধনে শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন আছেন।

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥

— ভাঃ—১০।২১।১৮

এই গোবর্দ্ধন গিরি কৃষ্ণভক্তগণের শ্রেষ্ঠ, কারণ এই গিরিরাজ রামকৃষ্ণের পাদপদ্মস্পর্শে পুলকিত হইয়া পানীয় জল, নব নব তৃণ, শীতল ছায়াসমন্বিত কন্দর ও নানাবিধ ফলমূলাদি দ্বারা সেই রামকৃষ্ণের এবং তাঁহাদের গবাদি ও বয়স্যগণের পূজাবিধান করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রধ্বজবেদী—গোবর্দ্ধন গ্রামের পূর্বভাগে অবস্থিত। এইখানে ব্রজরাজ নন্দ, বৎসর বৎসর ইন্দ্রপূজা করিতেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কথায় গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজার প্রবর্ত্তন করেন। ঋণমোচনকুণ্ড ইন্দ্রধ্বজবেদীর বায়ুকোণে অবস্থিত। (ঐ কুণ্ড মথুরার এক্কা আড্ডার সংলগ্ন দক্ষিণভাগে অবস্থিত)। এই কুণ্ডে স্নান করিলে সমস্ত ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করে।

পাপনাশনকুণ্ড—ইন্দ্রধ্বজবেদীর নৈঋতকোণে অবস্থিত। এই কুণ্ডকে কেহ কেহ "দাননিবর্ত্তন" কুণ্ডও বলিয়া থাকেন। কুণ্ডের বর্ত্তমান নাম "নিবারী" বলিয়া সর্বসাধারণে উক্ত হইয়া থাকে। এই কুণ্ড পরাসৌলী গ্রামে যাইবার রাস্তার সংলগ্ন অবস্থায় আছেন। (কুণ্ডের পার্শ্বে ধর্ম্মরোচন ও গোরোচন নামে আরও দুইটি কুণ্ডের নাম আছে, কিন্তু তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা যায় নাই)।

শ্রীশ্রীদানঘাটী—দাননিবর্ত্তনকুণ্ডের পশ্চিমে অল্প ব্যবধানে, শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বতের উপরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার সহিত দানলীলা (অর্থাৎ শুল্ক আদায়) ছলে প্রেমকন্দল করিয়াছিলেন। দানঘাটিতে শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন স্থানের উপরে শ্রীমন্দির বিরাজমান। দানঘাটির দক্ষিণে শ্রীগিরিরাজের উপরে দানীরায়ের মন্দির আছে। তথায় সুললিত ত্রিভঙ্গ বেশে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ শ্রীদানীরায় নামে বিরাজ করিতেছেন। দাননিবর্ত্তন কুণ্ডের পার্শ্বে না আসা পর্য্যন্তই কন্দল চলিতেছিল। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী এই দানলীলা অবলম্বন করিয়াই 'দানকেলীকৌমুদী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যমুনা ওত (নামান্তর যমুনান্ত) গ্রাম—শ্রীগোবর্দ্ধনের দুই মাইল পূর্বে, মথুরার রাস্তার নিকটে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণবলরামের বিলাসস্থল। শ্রীযমুনাঘাট দর্শনীয়।

শ্রীপরাসৌলী (বর্ত্তমান নাম মহম্মদপুর) যমুনান্ত গ্রামের এক মাইল নৈঋত কোণে এবং গোবর্দ্ধন গ্রামের সওয়া মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অপূর্ব বসন্ত রাসলীলাস্থল। গ্রামের নৈঋতকোণে শ্রীচন্দ্রসরোবর বিরাজমান। এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাসরসাবেশে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে শ্রীরাধিকার বেশ রচনা করিয়াছিলেন। সরোবরের নৈঋতকোণে শিঙ্গার মন্দির এবং অগ্নি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোণে শ্রীরাস মণ্ডল বিরাজমান। নিকটে শ্রীবলদেব মন্দির ও সঙ্কর্ষণকুণ্ড। চন্দ্রসরোবরের নৈঋতকোণে গন্ধর্ব্বকুণ্ড। এখানে গন্ধর্ব্বগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

পেটো—পরাসৌলীর দুই মাইল দক্ষিণ। রাসে অন্তর্দ্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণ এখানে চতুর্ভুজ হইয়া গোপীকাদের পরীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীরাধিকা উপস্থিত হওয়া মাত্র নানা যত্ন করা স্বত্বেও শ্রীকৃষ্ণের দুই হস্ত দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্রের উপদ্রপ হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে সখাগণ সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, সখাগণের নিকট শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিবার কথা প্রকাশ করিলে পর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল শরীর দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব জ্ঞানে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। সম্মুখে একটি কদম্ববৃক্ষ দেখিয়া সখাগণ বলিলেন "যদি তুমি এই বৃক্ষকে ধরিয়া মুচড়াইতে পার, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস হইবে। সুতরাং আমরা তোমাকে গোবর্দ্ধন ধারণের অনুমতি দিতে পারি।" এতচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরমানন্দ চিত্ত হইয়া সেই বৃক্ষকে ধারণ পূর্ব্বক মুচড়াইয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে সখাগণ সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া মল্লবেশ রচনা দ্বারা কোমরে পেটিবদ্ধ করেন। যে বৃক্ষকে শ্রীকৃষ্ণ মুচড়াইয়া বক্র করিয়াছিলেন সেই প্রাচীন বৃক্ষই "এঠাকদম্ব" নামে সর্ব-সাধারণে পরিচিত এবং তদবধি এই স্থানের নাম "পেটো" বলিয়া বিখ্যাত। গ্রামের বায়ুকোণে শ্রীনারায়ণ সরোবর। তত্তীরেই শ্রীনারায়ণ ও এঠাকদম্ব দর্শনীয়।

শ্রীশ্রীবৎসবন—(নামান্তর বচ্‌গাঁও)। পেটোর তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল। শ্রীবল্লভ আচার্য্য সম্প্রদায়ীগণ এখন পর্য্যন্ত এইস্থানকে শ্রীব্রহ্মমণ্ডলেরই স্থান বলিয়া নিরূপণ করেন।

শ্রীশ্রীগৌরীতীর্থ—নামান্তর গৌরীকুণ্ড আনোর বা অন্নকুট গ্রামের পূর্ব ভাগে (অল্প ব্যবধান।) শ্রীগৌরীপূজা ছলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীচন্দ্রাবলীর মিলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থল। কুণ্ডের তীরে নীপ অর্থাৎ কদম্ববৃক্ষ থাকায় এই কুণ্ডের অপর নাম নীপকুণ্ড।

শ্রীশ্রীআনোর বা অন্নকূট গ্রাম—শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামের দুই মাইল দক্ষিণ শ্রীগিরিরাজ সংলগ্ন। শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বতের উপরে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর গোপালের মন্দির বিরাজমান। সাধারণ লোক এই মন্দিরকে শ্রীনাথজীউ মন্দির বলিয়া উল্লেখ করেন। (সম্প্রতি শ্রীগোপাল শ্রীনাথজীউ নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে উদয়পুর রাজ্যের লোকগণকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিবার জন্য, শ্রীব্রজ ছাড়িয়া গোপাল তথায় বিরাজ করিতেছেন)। গ্রামের পশ্চিমে এবং শ্রীগোবর্দ্ধনের অপর পার্শ্বে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপালপুরা গ্রাম "যুতীপুরা" নামে শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে সমস্ত ব্রজবাসী এখানে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিয়াছিলেন। তথায় গিরিরাজের মুখারবিন্দ বিরাজমান। সপ্তাহ কাল শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণের পর শ্রীব্রজবাসীগণ শ্রীগোপালকৃষ্ণকে ভোগ লাগাইতে থাকিলে, প্রভু প্রেমভরে 'ঔর আন, ঔর আন' শব্দদ্বারা নিজে যেন কতই ক্ষুধার্থ এইভাব জ্ঞাপন করিতেছিলেন। সেইজন্য গ্রামের নাম—'আনোর'। শ্রীঅন্নকূট গ্রামের সাধুপাড়ের গৃহ নিকটে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলায় শ্রীকৃষ্ণের দধিকটরা ও কমল চিহ্ন আছেন। আগের বৃক্ষে চামর চিহ্ন বিরাজিত। গ্রামের দক্ষিণে গিরিরাজ নিকটে শ্রীনাথজীউ প্রকটের স্থান। তৎপার্শ্বেই শ্রীঅন্নকুটস্থান। যে শিলার নিকটে রাশি রাশি অন্ন ভোগের জন্য শ্রীব্রজরাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার উপরেই একটি ছত্রি বিরাজ করিতেছেন। এই স্থান দর্শনার্থ অনেক লোক আগমন করিয়া থাকেন। ছত্রির পশ্চিমভাগে শ্রীশ্রীবাদ্যশিলা বিরাজমান।

শ্রীশ্রীগোবিন্দকুণ্ড—আনোরের দক্ষিণে শ্রীগোবর্দ্ধনের সন্নিকটে অবস্থিত। শ্রীব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ইন্দ্রপূজা না করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন শুনিয়া, দেবরাজ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনায় সমস্ত ব্রজবাসীগণকে ধ্বংশ করিবার অভিপ্রায়ে ক্রমে সপ্তাহ পরিমিত সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুষলধারে প্রলয়কালীন শিলাবৃষ্টি ও নানাবিধ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইলেন এবং আপন চরের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন, তখন ইন্দ্রের দিব্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইল। সেই বলে শ্রীকৃষ্ণকে আপনার প্রভু ও ভগবান্ বলিয়া প্রতীতি হইল। অতএব কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া, স্বীয় অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইবেন, এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুরভীর উপদেশ মত শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হন, এবং এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে নানাতীর্থের জলে অভিষিক্ত করিয়া "শ্রীগোবিন্দ" নাম প্রদান করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পূর্ব তীরে শ্রীগোবিন্দ মন্দির, দক্ষিণতীরে শ্রীনাথজীর মন্দির ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর উপবেশন স্থান রহিয়াছে। এখানে শ্রীগোপাল, দুগ্ধ দান করিবার ছলে, এক ব্রজবাসী শিশুর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীপুরীগোস্বামীকে দর্শন দিয়াছিলেন। পরে স্বপ্নযোগে আপন পরিচয় দিয়া, কুঞ্জ হইতে উঠাইবার আদেশ দানে প্রকটিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ গোপাল শ্রীনাথজীউ নামে রাজপুতনার নাথদ্বারে বিরাজ করিতেছেন। পুরী গোস্বামীর উপবেশন স্থানের নিকটেই শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান। (শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের তীরে অনেক ভজনানন্দী বৈষ্ণব সাধু বিরাজ করিতেছেন।) কুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলার উপরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তাক্ষর ও ছড়ির চিহ্ন রহিয়াছে। নিকটে শ্রীগোবিন্দের শিঙ্গার স্থল। অর্থাৎ ইন্দ্র এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে "গোবিন্দ" পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছিলেন। কুণ্ডের নৈঋতকোণে আকাশগঙ্গা নামে একটি খাল রহিয়াছে। তদ্দক্ষিণে স্বর্গটিলা বিরাজমান।

শক্রকুণ্ড—গোবিন্দ কুণ্ডের দক্ষিণ। এই স্থানে ইন্দ্র স্বীয় অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনেক স্তুতি করিয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডের পূর্বভাগে নীপকুণ্ড বিরাজিত।

পুছুড়ী—গোবিন্দকুণ্ডের দেড় মাইল দক্ষিণ (কিঞ্চিত পশ্চিম) গোবর্দ্ধন গিরির দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। গ্রামের উত্তরে অপ্সরা ও নবলকুণ্ডদ্বয়। কুণ্ডের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশানকোণে টিলার উপরে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাচীন মন্দির। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীগোবর্দ্ধন প্রান্তে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গোফা অবস্থিত। গোফার সম্মুখে শ্রীগোবর্দ্ধন উপরে শ্রীকৃষ্ণের মুকুট চিহ্ন বিরাজমান। কুণ্ডের পার্শ্বে শ্রীগঙ্গাজী ও নবলবিহারীর মন্দির। কুণ্ডের পশ্চিমে "পুছ্ছড়ীলোটা" বিরাজিত। তাহার একমাইল পশ্চিমে শ্রীশ্যামঢাক নামে একটি মনোরম বন আছে। তথায় শ্রীশ্যামকুণ্ড অবস্থিত। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের মতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম ঝুলনলীলাস্থল। উহার নিকটে সুগন্ধিশিলা অবস্থিত।

শ্রীশ্রীদাউজীউর মন্দির—পুছ্ড়ীর এক মাইল উত্তরে শ্রীগিরিরাজ উপরে অবস্থিত। মন্দিরে যাইবার সময় শৃঙ্গারশিলা পাওয়া যায়, তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বৎসর বয়সের চরণ চিহ্ন বিরাজমান। তন্নিকটে সুরভী, ঐরাবত ও ঘোড়ার পদ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের ভিতরে অঞ্জনশিলা বিরাজমান। প্রবাদ আছে, এই মন্দিরের নিম্নদেশে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যভাগে একটি গভীর গর্ত্ত আছে, যাহার ভিতরে কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হন না। এই মন্দিরের পার্শ্বে আসিয়া, স্বীয় অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীসুরভীকুণ্ড—দাউজী মন্দিরের বায়ুকোণে অবস্থিত। ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ পদে অভিষিক্ত করার পরে, এই স্থানে সুরভী আপন দুগ্ধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন।

শ্রীঐরাবতকুণ্ড—সুরভীকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিবার জন্য ঐরাবত এইস্থানে দাঁড়াইয়া শুণ্ডদ্বারা আকাশগঙ্গার জল আনিয়াছিলেন। কুণ্ডের তীরে কদমখণ্ডী শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসস্থল। এই কদমখণ্ডীকে কেহ কেহ গোবিন্দস্বামীর কদমখণ্ডী বলিয়াও উল্লেখ করেন।

শ্রীশ্রীরুদ্রকুণ্ড—(নামান্তর হরজিকুণ্ড) ঐরাবতকুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীযতীপুরা—(নামান্তর গোপালপুরা) হরজিকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ বিরাজমান। কার্তিক শুক্লাপ্রতিপদ দিবসে এখানে মহাসমারোহে শ্রীঅন্নকূট উৎসব কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকেন। নিকটে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান। গ্রামে শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্রীশ্রীনবনীতপ্রিয়াজী ও শ্রীশ্রীমথুরেশজীউর মন্দির বিরাজমান। গ্রামের উত্তরে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে শ্রীনাথজীউর গোশালা অবস্থিত। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে কৃপা করিয়া গোপাল প্রকট হইয়াছেন জানিয়া, ব্রজবাসীগণ যে সমস্ত গাভী শ্রীগোপালকে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই গাভীগুলি এই গোশালায় রাখা হইত। বর্ত্তমান সময়ে সেই গোশালার ভগ্নাবশেষ দুইটি প্রাচীরের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

বিলছুকুণ্ড—যতীপুরার দেড়মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে অবস্থিত। এই কুণ্ড হইতে শ্রীশ্রীহরিদেবজী প্রকট হইয়াছিলেন।

জানআজান বৃক্ষদ্বয়—গিরিরাজ সন্নিধানে। তদনন্তর হনুমান মূর্তি আছেন। ইঁহার খ্যাতি "দণ্ডবতী হনুমান।" তাহার পরে গোবর্দ্ধন গ্রামের নিকটে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের চবুতারা বিরাজমান। যাঁহারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের দণ্ডবতী পরিক্রমা করেন, তাঁহারা এই স্থান হইতেই আরম্ভ করিয়া থাকেন। (তদনন্তর শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রাম হইয়া),—

সখীথরা—শ্রীমানসীগঙ্গার উত্তরে অল্প ব্যবধানে অবস্থিত। শ্রীরাধিকার জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী শ্রীচন্দ্রাবলীর গ্রাম। এই গ্রামের দেড় মাইল উত্তর পশ্চিমকোণে শক্রোয়া গ্রাম অবস্থিত। এখানে ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে সুরভী অর্পণ করিয়াছিলেন।

নিমগাঁও—সখীথরার দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণের পরে এখানে গোপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মঞ্ছন লইয়াছিলেন। এই গ্রামে শ্রীনিম্বাদিত্যের বাসস্থান।

পাড়ল—(বর্ত্তমান নাম পাড়র) নিমগাঁয়ের দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে সখীসঙ্গে শ্রীরাধিকা পাটল পুষ্প চয়ন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুঞ্জেরা—পাড়রের দেড় মাইল পূর্বে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের দেড় মাইল উত্তরে (কিঞ্চিৎ পশ্চিম)। এখান পর্য্যন্ত শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জের সীমা রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এখানে শ্রীরাধিকা অষ্টসখীর সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতুক করিবার নিমিত্ত "নরনারী কুঞ্জরের" অপূর্ব লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ পরম সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া 'কুঞ্জররাজ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। সেই অবধি স্থানের নাম—"কুঞ্জররাজ অথবা কুঞ্জরা" বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়।

পালী—কুঞ্জেরার দেড় মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। পালীকা নাম্নী যূথেশ্বরীর বাসস্থান।

ডেরাবলী—পালীর দেড় মাইল বায়ুকোণে। সটিঘরা হইতে শ্রীনন্দীশ্বরে যাইবার সময় ব্রজরাজ নন্দ এই স্থানে ডেরা স্থাপন করিয়া রাত্রিবাস করিয়াছিলেন।

বড়মান্ন—ডেরাবলীর দেড় মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত।

সাহার—বড়মান্নের দুই মাইল উত্তরে। শ্রীমন্ নন্দ মহারাজের অগ্রজ শ্রীউপানন্দের গ্রাম।

ছোটমান্ন বা সূর্যকুণ্ড—সাহারের চারি মাইল দক্ষিণ। শ্রীরাধিকার শ্রীসূর্য্য আরাধনার স্থল। ঐ গ্রামের এক মাইল পূর্ব্বে পেকু অবস্থিত। বহু বৈষ্ণব-সাধু এখানে ভজন করিয়া থাকেন।

ভাদার—পেকুর দুই মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীশ্রীভদ্রা যূথেশ্বরীর গ্রাম।

কোনাই—ভাদারের দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাবিরহে দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কেও না আই?" সেই অবধি 'কোনাই' নামে এইস্থানের নাম রাখা হইয়াছে।

বসতি—কোনাইর দেড় মাইল দক্ষিণে। তাহার দুই মাইল পশ্চিমে শ্রীরাধাকুণ্ড। অনন্তর শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রাম হইয়া,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবককুণ্ড—এখন এই কুণ্ডের নাম মেহেন্দারকুণ্ড, এই কুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে রাস্তার উপরে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীগাঠুলী—গোবর্দ্ধনের দুই মাইল পশ্চিমে। এখানে বসন্তকালে হোরী লীলার সময় সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। খেলার অবসানে যে কুণ্ডেতে স্নান করিয়া অঙ্গের গোলাল প্রভৃতি ধৌত করিয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রীগোলালকুণ্ড। এই কুণ্ড গাঠুলীর অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই কুণ্ডের উপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান রহিয়াছে। শ্রীগোপাল দর্শন।

বেহেজ—গাঠুলীর চারি মাইল পশ্চিমে। এখানে ইন্দ্র সুরভীকে সহায় করিয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবার জন্য, অতি দৈন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। গ্রামের পশ্চিমে শ্রীবলভদ্রকুণ্ড ও শ্রীদাউজীর মন্দির। (বেহেজের পশ্চিম হইতে দুইটি রাস্তা গিয়াছে। ১। বায়ু-কোণের রাস্তা দিয়া গমন করিলে দেবশীর্ষ ও মুনিশীর্ষকুণ্ড হইয়া পরমাদরায় যাওয়া হয়। ২। পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়া গমন করিলে দিগ নামান্তর লাঠাবন হইয়া পরমাদরায় যাওয়া যায়। বেহেজ হইতে দিগ্ দুই মাইল পশ্চিম। এই গ্রাম ব্রজের সীমার বাহিরে অবস্থিত; কিন্তু কাম্যবনে যাওয়ার সুবিধাজনক স্থান গতিকে. এখন পরিক্রমা যাত্রীগণ দেবশীর্ষ ও মুনিশীর্ষ হইয়া না যাইয়া দিগ হইয়াই যাইয়া থাকেন। দিগ হইতে তিন মাইল বায়ুকোণে পরমাদরা।)

দেবশীর্ষকুণ্ড—বেহেজের অনুমান চারি মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে গোচারণ ও নানাবিধ বিচিত্র খেলা করিতে দেখিয়া, দেবতাগণ বিবিধ স্তুতি করিয়াছিলেন।

মুনিশীর্ষকুণ্ড—দেবশীর্ষের কিছু ব্যবধানে। এখানে মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপ্রমোদনা—(বর্ত্তমান নাম পরমাদরা) দেবশীর্ষের তিন মাইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ অপূর্ব্ব বিলাস দ্বারা শ্রীব্রজসুন্দরীগণকে প্রমোদিত করিয়াছিলেন। গ্রামের পূর্বে চরণকুণ্ড এবং উত্তর দিকে কৃষ্ণকুণ্ড অবস্থিত। কৃষ্ণকুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীসুদাম সখার বিগ্রহ বিরাজমান।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ—পরমাদরার দেড় মাইল পশ্চিমে। মন্দিরের পূর্ব্ব ভাগে অলকানন্দাকুণ্ড, তাহার পূর্ব ভাগে কদম্বখণ্ডী। (শ্রীবদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া কেহ কেহ কাম্যবন অভিমুখে গমন করেন। সেই সময়ে রাস্তায় সেউকন্দরা (নামান্তর সেউ) ঘাটি ও ইন্দ্রলীগ্রাম পাওয়া যায়)।

সেউকন্দরা—নামান্তর "সেউ" শ্রীবদরীনারায়ণের দেড় মাইল উত্তরে। তাহার পরে এক মাইল বায়ুকোণে "ঘাট।" এই গ্রাম দুইটী পর্ব্বতের মধ্যদেশে বিরাজমান। শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্য সন্তানদের স্থান। তদনন্তর চারি মাইল বায়ুকোণে ইন্দ্রলীগ্রাম। ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার স্থল। তাহার দুই মাইল বায়ুকোণে শ্রীকাম্যবন)।

(যাঁহারা বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া, শ্রীআদিবদ্রীনাথ দর্শন করিয়া শ্রীকাম্যবনে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে) যথা,—

গোহনা—বদরীনারায়ণের এক মাইল দক্ষিণ। শ্রীসুদামার জন্মস্থান। তাহার দুই মাইল পশ্চিমে "খোঁ" (গ্রাম বিশেষ)। তাহার দুই মাইল পশ্চিমে "কর্ম্মথ" গ্রাম। এই গ্রামের অগ্নিকোণে ধবল উদ্যান পর্ব্বত। গ্রামের দক্ষিণদিকে ঘাটি পাহাড় অতিক্রম করিলেই আলীপুর গ্রাম পাওয়া যায়। এই গ্রামের দেড়মাইল নৈঋতকোণে শ্রীআদিবদ্রীনাথ বিরাজমান।

শ্রীআদিবদ্রীনাথ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। চতুর্দিক ব্যাপিয়া অতি উচ্চ পর্বত রহিয়াছে। আবার সে সমস্ত পর্ব্বতের উপর দিয়া উচ্চ প্রাচীর থাকাতে আদিবদ্রীনাথ ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সহজসাধ্য নহে। শ্রীআদিবদ্রীনাথ ক্ষেত্রে প্রবেশদ্বারেই আলীপুর গ্রাম রহিয়াছে। আদিবদ্রীতে নরনারায়ণের তপস্যাস্থল। এই স্থানেই নরনারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য, ইন্দ্র ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া অনেক অপ্সরীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ হইতেই নারায়ণদেব স্বীয় বাম উরু হইতে উর্ব্বশীর সৃষ্টি করেন ও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেন। তপোবনের দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্ব্বত, পশ্চিমে কেশর পর্ব্বত, উত্তরে নিষধ পর্ব্বত, এবং পূর্ব ভাগে শঙ্খকুট পর্বত বিরাজমান। প্রাচীরের পূর্ব দিকে প্রবেশদ্বার। তথায় প্রবেশ করিয়া রাস্তার বামভাগে শ্রীমালাদেবীর অতি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির এবং প্রবেশকারীর দক্ষিণ অর্থাৎ ডাইন দিকে শ্রীগৌরীকুণ্ড বিরাজিত। তদনন্তর কিছু অগ্রসর হইয়াই শ্রীআদিবদ্রীনাথ মন্দির এবং মন্দিরের সম্মুখেই তপ্তকুণ্ড।

মন্দিরের অভ্যন্তরে সারিবদ্ধ ক্রমে সপ্তবিগ্রহ বিরাজমান। প্রথমে ১ শ্রীবদরীনারায়ণদেব। ঐ বিগ্রহের একপার্শ্বে কুবের ভাণ্ডারী, অপর পার্শ্বে শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী চতুর্ভুজরূপে বিরাজ করিতেছেন। বদরীনারায়ণের ডাইন দিকে ধ্যানমগ্ন, ২ শ্রীউদ্ধবজী, তাঁহার দক্ষিণে, যোগাসনে উপবিষ্ট, ৩ শ্রীবদ্রীনাথজীউ তৎপার্শ্বে ৪ চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ। তৎপার্শ্বে ৫ শ্রীগণেশজী। তৎপার্শ্বে ৬ শ্রীপার্বতীদেবী। তৎপার্শ্বে ৭ শ্রীকেদারনাথ মহাদেব, অগ্রে বৃষভ বিরাজিত। বদ্রীনাথ মন্দিরের পশ্চিমদিকে অর্দ্ধমাইল যাইয়া শ্রীহুগন্ধিশিলা (বর্ত্তমান নাম হর্‌কি পেড়) অথবা হরিদ্বার।

শ্রীবদ্রীনাথ হইতে পুনর্ব্বার আলীপুরে আসিয়া—দুই মাইল উত্তরে পশপ গ্রাম। এই গ্রামে আসিয়া দুইটী রাস্তা আছে। কেহ কেহ পাঁচ মাইল উত্তরে শ্রীকাম্যবনে গমন করেন। আবার কেহ কেহ পশপের পাঁচ মাইল পশ্চিমে শ্রীকেদারনাথ মহাদেব দর্শন করিয়া শ্রীকাম্যবনে গমন করেন। পশপ হইতে কেদারনাথ যাইবার সময়, রাস্তায় বরলীগ্রাম হইয়া যাইতে হয়। কেদারনাথ অতি উচ্চপর্বতের উপরিস্থ শিলাকন্দরে শ্রীপার্বতী সহ বিরাজমান। কেদারনাথ হইতে কাম্যবন ছয় মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। কেদারনাথের দুই মাইল ঈশানে বিলোন্দ গ্রাম। তাহার দুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাইল ঈশানকোণে শ্রীচরণপাহাড়ী। তাহার দুই মাইল ঈশানকোণে শ্রীকাম্যবন বিরাজমান। শ্রীচরণচিহ্ন এক উচ্চ পাহাড়ের উপরে বিরাজমান।

শ্রীশ্রীকাম্যবন—

শ্রীকাম্যবন পরিক্রমার বিশেষ দিন ভাদ্র কৃষ্ণাদশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত। এই সময়ই দর্শনকারীদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। কারণ, এই সময়ে শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত প্রতি তীর্থস্থানে যাইয়া প্রতি তীর্থের মহিমা বর্ণন করেন। তাহার বিবরণ ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ হইতেছে। প্রতি দিবস যাত্রা বাহির হইবার পূর্ব্বে, শ্রীগোবিন্দ দেব মন্দিরে শ্রীবৃন্দাদেবীকে দর্শন-করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। এই সময় পণ্ডিতকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া বাহির হইতে হয়। যাত্রার ক্রম যথা—

শ্রীশ্রীভাদ্রকৃষ্ণাদশমী—১ম দিবস হইতে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ৫ দিন দর্শন পরিক্রমা। শ্রীগোবিন্দমন্দিরে ১ শ্রীবৃন্দাদেবী, ২ শ্রীবিষ্ণুসিংহাসন, ৩ চরণকুণ্ড, ৪ শ্রীবৈদ্যনাথ মহাদেব, ৫ গরুড়জী, ৬ চন্দ্রভাসাকুণ্ড ও চন্দ্রেশ্বর মহাদেব, ৭ শ্রীবরাহকুণ্ড ও বরাহকূপ, ৮ যজ্ঞকুণ্ড, ৯ ধর্ম্মকুণ্ড, ঐ কুণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, ১০ নরনারায়ণকুণ্ড, ১১ নীলবরাহ ও ১২ পঞ্চপাণ্ডব, ১৩ হনুমানজী, ১৪ পঞ্চপাণ্ডবকুণ্ড—নামান্তর পঞ্চতীর্থ, ১৫ শ্রীমণিকর্ণিকা, ১৬ বিশ্বেশ্বর মহাদেব, ১৭ গণেশজী দর্শন করিতে হয়।

শ্রীবিষ্ণু সিংহাসনে বৈশাখ শুক্লাতৃতীয়া শুক্রবার দিবসে শ্রীনারায়ণের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। চরণকুণ্ডে শ্রীভগবান্ চরণ ধৌত করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডস্নানে গঙ্গাস্নান ফল লাভ হয়। শ্রবণা নক্ষত্র বুধবার ভাদ্র কৃষ্ণা অষ্টমীতে ধর্ম্মকুণ্ড স্নানের বিশেষ মহিমা আছে। যজ্ঞকুণ্ডতীরে সৌনকাদি ঋষি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মণিকর্ণিকা তীরে যে গণেশ আছেন, প্রতি চতুর্থী দিবসে স্নান করাইলে বিশেষ মঙ্গল হইয়া থাকে। — শ্রীশ্রীব্রজদর্পণ।

ইতি দশমী পরিক্রমা প্রথম দিবসীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় দিবস—

শ্রীএকাদশী পরিক্রমা—প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাদেবীর সম্মুখে তিন শত কূপের নাম ও মহিমা বর্ণিত হয়। কোন সময়ে কাম্যবনে রাক্ষসদের উৎপাত বৃদ্ধি হয়। তাহারা এই সমস্ত কূপের অধিকাংশ লোপ করিয়া ফেলে। এখন কেবল তাহাদের নাম বর্ণিত হইতেছে। যথা—

১ কৃষ্ণকূপ অন্য নাম অনন্তকূপ, ২ বৃন্দ, ৩ মনসৌখ্য, ৪ স্তোককৃষ্ণ, ৫ শ্রীদাম, ৬ ভদ্র, ৭ বৃষভ, ৮ কঙ্ক, ৯ বরুপথ, ১০ দেবখ্যাত, ১১ বসু, ১২ দ্রোণ, ১৩ শান্তনু, ১৪ মিত্রদেব, ১৫ বায়ুপূর্ণ, ১৬ অমৃতোদক, ১৭ ৺সোম, ১৮ বৃহস্রব্ধ, ১৯ মহাদেব, ২০ বামদেব, ২১ জয়সেন, ২২ জয়প্রদ, ২৩ বশিষ্ঠ, ২৪ অরুন্ধতী, ২৫ গালব, ২৬ পরাশর, ২৭ কহুট, ২৮ দেবসেন, ২৯ সেনানি, ৩০ চিত্রগুপ্ত, ৩১ প্রহ্লাদ, ৩২ মাধব, ৩৩ ভানু, ৩৪ কুবের, ৩৫ ত্র্যম্বক, ৩৬ কুণ্ড, ৩৭ বিমলোদক, ৩৮ সোমস্রবা, ৩৯ প্রমাথি, ৪০ অনঙ্গ, ৪১ অপ্সরা, ৪২ গৌতম, ৪৩ সুমন্ত, ৪৪ জাতকর্ণ, ৪৫ দেবদাস, ৪৬ মোহন, ৪৭ কন্যা, ৪৮ বলভদ্র, ৪৯ বলি, ৫০ ভার্গব। ১ ভদ্র, ২ রথকূপ, ৩ তক্ষক, ৪ শেষ, ৫ বাসুকী, ৬ মধুভঙ্গ, ৭ মানদায়ক, ৮ প্রেমকূপ, ৯ পরমমুক্তি প্রদায়ক, ১০ বিহ্বল, ১১ ময়ুকূপ, ১২ চন্দ্রসেন, ১৩ গৌতম, ১৪ কুন্তল, ১৫ চন্দ্রহাস, ১৬ মদন, ১৭ পারিজাতক, ১৮ বিশ্বামিত্র, ১৯ সৌভরি, ২০ কুম্ভজ, ২১ উত্তর, ২২ পূর্ণ, ২৩ গরুড়, ২৪ শাল্যন্তর, ২৫ মন্থরসমীরণ, ২৬ পুরুহুত, ২৭ মায়াবী, ২৮ ধনঞ্জয়, ২৯ বিষ্ণু, ৩০ সুদর্শন, ৩১ মৃত্যু, ৩২ দেবভক্তিপ্রদায়ক, ৩৩ স্বর্গমুক্তি, ৩৪ শুক্ল, ৩৫ কৃষ্ণ, ৩৬ বিনায়ক, ৩৭ বিধিবর্দ্ধমান, ৩৮ বেদগর্ভ, ৩৯ শাখিনহ, ৪০ প্রহাস, ৪১ প্রভাকর, ৪২ হিমাংশুক, ৪৩ কুরুক্ষেত্র, ৪৪ কেদার, ৪৫ গর্ভবাসবিনাশন, ৪৬ সর্ব্বপাপক্ষয়কর, ৪৭ ভয়ভীতনিবারণ, ৪৮ সুনামফলদাতা, ৪৯ বসুদাতা, ১০০ বসুদ্ভব। ১ জনার্দ্দন, ২ পুণ্যবৃদ্ধি, ৩ সূর্য্য, ৪ পরদুঃখহা, ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপহা, ৬ রোগহন্তা, ৭ পূর্বকর্ম্মবিনাশক, ৮ হর, ৯ হরি, ১০ নন্দক, ১ বন্ধুদ, ২ বংশসৌখদ, ৩ মোহিনী, ৪ যজ্ঞফলদ, ৫ গোসহস্রফলপ্রদ, ৬ পরশুরাম, ৭ জমদগ্নি, ৮ রেণুকা, ৯ গাধি, ২০ বরাহ, ১ শঙ্খবিখ্যাত, ২ ক্লেশনাশন, ৩ বেন, ৪ পৃথু, ৫ ধুন্দমার, ৬ নহুস, ৭ কুবলাশ্বক, ৮ মান্ধাতা, ৯ ঋতুপর্ণ, ৩০ বৈদ্যনাথ, ১ বিভীষণ, ২ কৌণ্ডিল্য, ৩ মধুছন্দ, ৪ ঝুলন, ৫ শুক, ৬ মেরুমন্দর, ৭ দিব্যদেহপ্রদায়ক ৮ সত্যকূপ, ৯ ধর্ম্মকূপ, ৪০ ব্রহ্মহত্যাপ্রণাশক, ১ সরস্বতী, ২ ধনদ, ৩ পঞ্চবক্ত্রক, ৪ মেধাবী, ৫ সুগন, ৬ সুকৃতি, ৭ পিতৃতারক, ৮ ন্যায়বর্ত্তীদ্রব্যকর, ৯ ভক্ষাভক্ষ বিনাশক, ৫০ পিতৃকাম্যাফলপ্রদ, ১ পারিজাতফলপ্রদ, ২ সনৎকুমার, ৩ পাতাল, ৪ জয়ন্ত, ৫ ইন্দ্র, ৬ সম্বাদ, ৭ কষ্টহন্তা, ৮ ভানু, ৯ বহ্নি, ৬০ বৃদ্ধ, ১ ধ্রুব, ২ চিন্তামণি, ৩ ঋষভ, ৪ অনুগ্রহকাম, ৫ বিলাসকারী, ৬ অকৃতঋণ, ৭ ব্যাধারি, ৮ রিপুহারি, ৯ ধনদ, ৭০ শ্রীপ্রদায়ক, ১ শ্রীদামা, ২ উন্মাদকম্বব, ৩ তার, ৪ পরগুল, ৫ বিশ্বকসেন, ৬ স্বামীসেন, ৭ বালি, ৮ সুগ্রীব, ৯ ঋক্ষরাজ, ৮০ হরি, ১ যক্ষ, ২ দ্রাবক, ৩ সহজা, ৪ বসুগ, ৫ বিভু ৬ পঞ্চগব্য, ৭ হবি, ৮ সুচি, ৯ কৃতঘ্নবিনাশক, ৯০ মলনাশী, ১ সুরভী, ২ শোকনিবারণ, ৩ রূপদ, ৪ শুভগতি, ৫ ক্রমগতিবিনাশক, ৬ চতুর্ভুজকর, ৭ শ্বেতকুণ্ডলী রক্তকুণ্ডলীমিশ্র, ৮ প্রজাপতি, ৯ সর্প, ২০০ কর্দ্দম। ১ চ্যবন, ২ যযাতি, ৩ দেবযানী, ৪ রুধিরোদ্গারী, ৫ মানদ, ৬ তালজজ্ঘ, ৭ লৌহ জজ্ঘ, ৮ মহানাদ, ৯ অজনাদক, ১০ মানী, ১ নবনীত, ২ দধিকুপ, ৩ ঘৃতবিধান, ৪ বিষ্ণু, ৫ মধুসূদন, ৬ চিত্রবিচিত্র, ৭ নারায়ণ, ৮ মুক্দ ভক্তিদসঙ্গন, ৯ তুঙ্গ, ২০ সারঙ্গ, ১ উপেন্দ্র, ২ কশ্যপ, ৩ অগস্ত্য, ৪ মার্কণ্ড, ৫ বৈভ, ৬ গালব, ৭ সিদ্ধাকর, ৮ শুচিকর, ৯ ভববিনাশক, ৩০ মন্দালস, ১ নিষদ, ২ মন্দপাল, ৩ দুন্দুভী, ৪ জলক্রীড়া, ৫ মনোহারী, ৬ প্রিয়কারী, ৭ কলবিন্দক, ৮ কার্ত্তবীর্য্য, ৯ পিঙ্গল, ৪০ বাজুত্তর, ১ বারুণ, ২ বাজমেধ, ৩ কাঁশহারী, ৪ মহান্‌চিন্তাবিনাশক, ৫ চপল, ৬ কামদ, ৭ নবরাত্রিফলপ্রদ, ৮ জয়প্রদ, ৯ জয়দারী, ৫০ জয়সেন, ১ পরাকৃত, ২ কল্লোল, ৩ কামত্যাগী, ৪ রত্ন, ৫ রামেশ্বর, ৬ কামেশ্বর, ৭ মণি, ৮ কুটুম্বক, ৯ বনজয়প্রদ, ৬০ গুরুসেবাফলপ্রদ, ১ অলক্ষ্মীবিনাশক, ২ বালহত্যাবিনাশক, ৩

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়ুদ, ৪ শ্রীপদ, ৫ সর্বসৌখ্যপ্রবন্ধন, ৬ বিপ্রায়াধনব্রতবিধি-প্রবর্ত্তক, ৭ কদলী, ৮ পদ্মনাভক, ৯ বিভাণ্ডক, ৭০ ঋষ্যশৃঙ্গ, ১ নলকূপ, ২ ভীম, ৩ মহাবীর, ৪ রাজ্যদ, ৫ বিষদোষবিনাশক, ৬ সুভদ্র, ৭ ঘোষরাণী, ৮ রঙ্গাবলী, ৯ চন্দ্রভাসব, ৮০ রাধা-কূপ, ১ সুললিত, ২ চন্দ্রাবলী, ৩ বিশাখা, ৪ রমণ, ৫ রবিরাট্‌, ৬ হয়মেয়ফলপ্রদ, ৭ অনাক্ষয়, ৮ চিত্রমালী, ৯ বিলোচনসপ্তসপ্তি. ৯০ গয়গদাধর, ১ শ্বেতরাম, ২ দশরথ, ৩ বিভীষণ, ৪ শ্রীনিবাস, ৫ ব্যোমকূপ, ৬ অপ্সরা, ৭ ভোজন, ৮ একলিঙ্গ, ৯ সুবীর, ৩০০ সুতসেন। ১ নন্দকূপ, ২ মহারৌরবহন্তা, ৩ খর্জ্জুর, ৪ মনসিস্থিত, ৫ উপনন্দ, ৬ অন্ধক, ৭ ব্রজকূপ, ৮ যশোধর, ৯ ঋণমোচন, ১০ দ্যূতকর্ম্মাপহারক, ১ চৌরকর্ম্মাপহারী, ২ পিতৃসেবাফলপ্রদ, ৩ বিভাস, ৪ সংযোগকর্ত্তা, ৫ দ্রাবক, ৬ ত্রাসক, ৭ দ্রব্যপ্রাপক, ৮ পূর্ব্বদোষানুচ্ছেদক, ৯ অনুগ্রহকর, ২০ অশ্বমুক্তি-প্রদায়ক, ১ ঘনশ্যাম, ২ কৃষ্ণাননফলপ্রদ, ৩ সর্ব্বসম্মোহন, ৪ বৈরিদুঃখনিবারণ, ৫ মনোপূর্ণ, ৬ ব্রজনাথ, ৭ প্রদ্যুম্ন, ৮ অনিরুদ্ধ, ৯ যুধিষ্ঠির, ৩০ সাত্যকি, ১ ভীমসেন, ২ ধনঞ্জয়, ৩ নকুল, ৪ সহদেব, ৫ দ্রৌপদী, ৬ উত্তম, ৭ সপ্তর্ষি, ৮ বিমল, ৯ দেবক, ৪০ বৈদেহ, ১ জনক, ২ সুবীরক, ৩ মহর্গ্য, ৪ অঘমার্দ্দি, ৫ পাত্রবৃদ্ধি, ৬ দুর্ব্বল, ৭ সহস্র, ৮ লক্ষদ, ৯ কোটিদ, ৫০ অর্ব্বুদ। ইত্যাদি তিন শত পঞ্চাশ কূপ বর্ণন সমাপ্ত। —শ্রীশ্রীব্রজভক্তিবিলাস (হিন্দী)

কূপমাহাত্ম্য বর্ণনের পর পরিক্রমায় বাহির হইবার সময় গ্রামের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠাকুর মন্দির দর্শন করা হয়, যথা—১ শ্রীবৃন্দাদেবী, ২ সত্যনারায়ণজী, ৩ নৃসিংহদেব, ৪ শ্রীগণেশ, ৫ সিদ্ধবাবাজীর কুটুরী, ৬ শ্রীবলদেবজী, ৭ হনুমানজী, ৮ চতুর্ভুজ ভগবান্‌, ৯ বিশোকাদেবী, ১০ দাউজী, শ্রী বিমলাকুণ্ড ও কুণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ মন্দির, যথা—১ দাউজী, ২ শ্রীসূর্যদেব, ৩ নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব, ৪ গোবর্দ্ধননাথ, ৫ শ্রীমদনগোপাল ও কাম্যবনবিহারী, ৬ বিমলবিহারী, ৭ বিমলা-দেবী, ৮ মুরলীমনোহর, ৯ গঙ্গাজী, ১০ গোপালজী। বিমলাকুণ্ডের পর,—১ মনোকামনাকুণ্ড ও ২ কামসরোবর, এই কুণ্ডদ্বয় বিমলাকুণ্ড ও যশোদাকুণ্ডের মধ্যভাগে একত্রে বিরাজিত। ৩ যশোদাকুণ্ড, এই কুণ্ডের মধ্যদেশে ৪ দেবকীকুণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ৫ নারদকুণ্ড বিরাজমান। তদনন্তর ৬ লঙ্কাকুণ্ড নামান্তর সেতুবন্ধকুণ্ড। কুণ্ডের তীরে রামেশ্বর মহাদেব। তাহার পর ৭ প্রয়াগকুণ্ড ও ৮ পুষ্করকুণ্ড। এই কুণ্ডদ্বয় একত্রে বিরাজিত ও প্রয়াগপুষ্কর বলিয়া বিখ্যাত। তদনন্তর ৯ অগস্ত্যকুণ্ড ও ১০ গয়াকুণ্ড একত্রে অবস্থিত। গয়াকুণ্ডের দক্ষিণ দিকের ঘাটের নাম অগস্ত্য-ঘাট।

বিমলাকুণ্ডে স্নানের বিশেষ মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীচতুর্ভুজ ভগবানকে দর্শন করিতে হয়। ভাদ্র মাসে শুক্লাপঞ্চমী পর্য্যন্ত, মধ্যে যে কোন তিন তিথিতে শ্রীবিমলাকুণ্ডে স্নান করিলে সমস্ত পাপ ধ্বংশ হইয়া থাকে। ভাদ্র শুক্লাতৃতীয়াতে ঐ কুণ্ডে স্নানে বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছেন। গয়াকুণ্ডের তীরে অনেক প্রকার দানের বিধি আছে। আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষে গয়াকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ এবং পিতৃউদ্দেশে পিণ্ডাদি দান প্রশস্ত। ভাদ্র মাসে গয়াকুণ্ড পরিক্রমা সম্বন্ধেও ব্যবস্থা আছে।

ইতি দ্বিতীয় দিবসীয় পরিক্রমা সম্পূর্ণ।

তৃতীয়দিবস—

শ্রীশ্রীভাদ্রকৃষ্ণাদ্বাদশী—প্রথমে শ্রীবৃন্দাদেবী দর্শন করিয়া পরিক্রমায় বাহির হইবার সময়ে গ্রামের নিম্নলিখিত ঠাকুর মন্দির দর্শন পাওয়া যায়, যথা—১ বিহারীজীউ, ২ মুরলীমনোহর, ৩ শ্রীগোপাল। তদনন্তর ১ কাশীকুণ্ড ও ২ মণিকুণ্ড। এই দুই কুণ্ড একত্রে অবস্থিত। কুণ্ড তীরে শ্রীচন্দ্রশেখর মহাদেব বিরাজমান। ঐ কুণ্ডের তীরে প্রস্তর ফলকে ৩ যোগকুণ্ড বলিয়াও উল্লেখ আছে। ৪ অক্ষিনিমীলন বা লুক্-লুকানিকুণ্ড। এই কুণ্ডের মধ্যে ৫ কমলাকর সরোবর ও ৬ জলক্রীড়নকুণ্ড একত্রে বিরাজমান। তদনন্তর ৭ ধ্যানকুণ্ড ও ৮ তপকুণ্ড একত্রে অবস্থিত। এই কুণ্ডদ্বয় লুক্লুকানিকুণ্ড ও চরণপাহাড়ীর মধ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশে অবস্থিত। তদনন্তর **শ্রীশ্রীচরণপাহাড়ী**। তাহার পর ৯ বিহ্বলকুণ্ড। পরে ১০ পঞ্চসখারকুণ্ড একত্রে অবস্থিত। এই কুণ্ড আঙ্গরাবলী গ্রামের অতি নিকটে বিরাজমান। পঞ্চসখারকুণ্ডের নাম যথা, (১ রঙ্গিলা, ২ ছবিলা, ৩ জকিলা, ৪ মতিলা ও ৫ দতিলা।) এই কুণ্ডের মধ্যদেশে ১১ শ্রীশ্যামকুণ্ড। ১২ দোহনীকুণ্ড ও ১৩ মোহনীকুণ্ড একত্রে অবস্থিত। আঙ্গরাবলী গ্রাম পার হইয়া সম্মুখেই এই কুণ্ড পাওয়া যায়। পরে ১৪ ঘোষরাণীকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ (বংশাবলী প্রসঙ্গ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।)

শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ বংশাবলী।

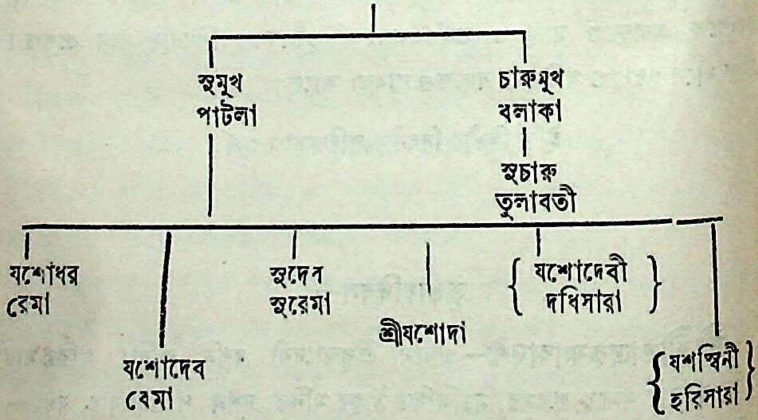

শ্রীযশোদার মাতামহ।

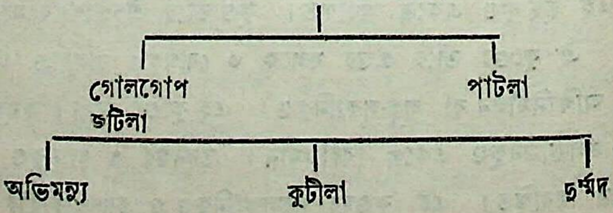

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী শ্রীপাটলা দেবীর এই কুণ্ড, এই কুণ্ড তীরেই শ্রীযশোদা-মাতার পিত্রালয় ছিল। পরে ১৫ দ্বারকাকুণ্ড, ১৬ সোমতিকুণ্ড, ১৭ মানকুণ্ড ও ১৮ বলভদ্রকুণ্ড। এই চারি কুণ্ড পরস্পর নিকটে অবস্থিত। তদনন্তর ১৯ চতুর্ভুজ কুণ্ড। পরে ২০ ললিতাকুণ্ড ও ২১ বিশাখাকুণ্ড। এই দুই কুণ্ড একত্রে অবস্থিত। কুণ্ড তীরে মানসীদেবী বিরাজমান। তদনন্তর গ্রামে আসিয়া গোপালজী দর্শন।

মণিকুণ্ডে চতুর্দ্দশীতে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ভাদ্র শুক্লা-একাদশীতে তপকুণ্ডে স্নান ও পরিক্রমার বিশেষ মহিমা বর্ণিত আছে। এই কুণ্ডতীরে শ্রীহরিশ্চন্দ্র মহারাজ তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুরোমহিষীগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রজদর্শন করিতে যখন আসিয়াছিলেন, তখন দ্বারকাকুণ্ড তীরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীবলরাম ব্রজবাসীগণকে প্রবোধ দিবার জন্য ব্রজে আসিয়া এই বলভদ্রকুণ্ডের তীরে প্রথমে মিলিত হইয়াছিলেন। মানকুণ্ড তীরে শ্রীকৃষ্ণের উপরে শ্রীরাধিকা মান করিয়াছিলেন। দোহনীকুণ্ড দর্শনে অষ্টাদশ-পুরাণ পাঠের ফল হয়।

ইতি তৃতীয় দিবসীয় পরিক্রমা সমাপ্ত।

চতুর্থ দিবস—

শ্রীভাদ্রকৃষ্ণাত্রয়োদশী—প্রথমে শ্রীবৃন্দাদেবী দর্শন করিয়া চৌরাশী সিংহাসনের নাম ও মাহাত্ম্য বর্ণন করা হয়। তাহাদের নাম যথা—

সিংহাসন—১ শ্রীবিষ্ণু, ২ বৈদ্যনাথ, ৩ বীরভদ্র, ৪ নিকুম্ভ, ৫ কীর্ত্তিপাল, ৬ মিত্রাবরুণ, ৭ বৈনতেয়, ৮ কশ্যপ, ৯ বিনতা, ১০ কামদেব। ১ বায়ুদেব, ২ পিতৃ, ৩ ধর্মরাজ, ৪ ঋষি, ৫ ভৃগু, ৬ যাজ্ঞবল্ক্য, ৭ বিশ্বামিত্র, ৮ জমদগ্নি, ৯ বশিষ্ঠ, ২০ উপাসনা। ১ বুধ, ২ দক্ষ, ৩ শঙ্খ, ৪ বৃহস্পতি, ৫ নারদ, ৬ ব্যাস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭ অঙ্গিরা, ৮ অগস্ত্য, ৯ হরিত, ৩০ পর্ব্বত। ১ পরাশর, ২ গর্গ, ৩ গৌতম, ৪ লিখিত, ৫ সাতাতপ, ৬ গোভিল, ৭ বাল্মিকী, ৮ সনক, ৯ সনন্দ, ৪০ কবি। ১ হবি, ২ অন্তরীক্ষ, ৩ প্রবুদ্ধ, ৪ পিপ্পলায়ন, ৫ আবিরহোত্র, ৬ আপস্তম্ভ, ৭ পুরুহুত, ৮ বিশোকা, ৯ বরাহ, ৫০ দ্রমীল। ১ চমস, ২ করভাজন, ৩ নরনারায়ণ, ৪ কামধেনু, ৫ লাঙ্গুল, ৬ কামেশ্বর, ৭ সোমনাথ, ৮ ইন্দ্র, ৯ শচী, ৬০ জয়ন্ত। ১ অশ্বিনীকুমার, ২ পঞ্চপাণ্ডব, ৩ বিশ্বনাথ, ৪ গণেশ, ৫ চতুর্দ্দশ, ৬ অম্বরীষ, ৭ ধ্রুব, ৮ ধন্দুয়া, ৯ গাধি, ৭০ সগর। ১ ককুৎস্থ, ২ দিলীপ, ৩ হরিশ্চন্দ্র, ৪ জনক, ৫ ঋতুপর্ণ, ৬ জয়ন্ত, ৭ ভগীরথ, ৮ বহুলাশ্ব, ৯ বালখিল্ব, ৮০ চতুঃসন। ১ সুভদ্র, ২ গোপদশসহস্র, ৩ সুতপা, ৪ প্রিশ্নী, ৫ ভীষ্ম, ৬ কৃষ্ণ, ৭ গোপীকা, ৮ লঙ্কা, ৯ পদ্মনাভ, ৯১ রেবত। ১ অগ্নি, ২ স্বাহা, ৩ উল্মক, ৪ ভদ্রকালী, ৫ গয়া, ৬ গদাধর, ৭ অনিরুদ্ধ, ৮ কাশীশ্বর, ৯ চৌষট্টিযোগিনী, ১০০ রাম। ১ লক্ষ্মণ, ২ পঞ্চ, ৩ বলভদ্র, ৪ পৃথু, ৫ নৃসিংহ, ৬ প্রহ্লাদ, ৭ পরশুরাম, ৮ সূর্য্য, ৯ বলি, ১০ ভৃগু। ১ বিন্ধ্যাবলী, ২ বিষ্ণুদাসষোল, ৩ জয়বিজয় ইত্যাদি দ্বাদশ, ৪ সমুদ্র, ৫ গঙ্গা, বিষ্ণু ইত্যাদি এক শত পনর সিংহাসন।

তদনন্তর পরিক্রমায় বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠাকুরমন্দির দর্শন পাওয়া যায়। যথা—১ শ্রীরাধামোহন, ২ কোটেশ্বর মহাদেব, ৩ কল্যাণরায়, ৪ চৌরাশিখাম্বা নামান্তর কামসেন রাজার কাচারী, ৫ শ্রীগোপীনাথজী, ৬ শ্রীগোপীশ্বর মহাদেব। ১ তদনন্তর গোপীকুণ্ড, ২ নিকটে গন্ধর্ব্বকুণ্ড, ৩ গোদাবরীকুণ্ড, ৪ অযোধ্যাকুণ্ড, ৫ সাবিত্রীকুণ্ড ও ৬ গায়ত্রীকুণ্ড। এই দুই কুণ্ড একত্রে অবস্থিত। ৭ সুরভীকুণ্ড, ৮ শ্রীকুণ্ড, ৯ চক্রতীর্থ, ১০ দামোদরকুণ্ড, ১১ মধুসূদনকুণ্ড, ১২ পৃথুদককুণ্ড, ১৩ অর্ঘকুণ্ড, ১৪ অপ্সরাকুণ্ড নামান্তর রমণাভিদকুণ্ড। এই আট কুণ্ড সুরভীকুণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ১৫ বেদকুণ্ড, ১৬ রুহিণীকুণ্ড ও ১৭ চন্দ্রকুণ্ড এই কুণ্ডত্রয় একত্রে বিরাজমান এবং কলাবতা গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী। **ইন্দ্রসেন পর্ব্বতে ঘিসলিনী বিরাজমান।** উপরে শ্রীরাধারাণীর হস্ত চরণ চিহ্ন দর্শন। তদনন্তর পাহাড়ের নীচে শ্রীবলদেব চরণচিহ্ন। মেধাবী মুনির কন্দর নামান্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোমাসুরের গোফা, শ্রীভোজনথালি, ১৮ সম্মুখে ক্ষীরসাগর, এই কুণ্ডের যুগভেদ চারিনাম যথা—(১ পুণ্ডরীক, ২ অপ্সরা, ৩ দেবহ্রদি এবং ৪ ক্ষীরসাগর)। তদনন্তর ১৯ চৈতন্যকুণ্ড, পরে ২০ শ্রীশান্তনুকুণ্ড, এই কুণ্ডে এই কয়টী কুণ্ড বিরাজমান। তাহাদের নাম যথা, (২১ গুপ্তগঙ্গা, ২২ নৈমিষতীর্থ, ২৩ হরিদ্বার-কুণ্ড, ২৪ অবন্তিকাকুণ্ড ও ২৫ মৎস্যকুণ্ড) শান্তনুকুণ্ডের অপর নাম সাতোয়াকুণ্ড। ২৬ গোবিন্দকুণ্ড, নৃসিংহকুণ্ড ও ২৭ প্রহ্লাদকুণ্ড এই কুণ্ডদ্বয় একত্রে অবস্থিত। পরে ২৮ গোপালকুণ্ড ও ২৯ ব্রহ্মকুণ্ড।

গোবিন্দকুণ্ডে কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীতে স্নান প্রশস্ত। নৃসিংহকুণ্ডে বৈশাখ শুক্লা-চতুর্দ্দশীতে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। ইন্দ্রসেন পর্ব্বতে স্খলিনীশিলা শ্রাবণি কৃষ্ণাদ্বাদশীতে দর্শন প্রশস্ত।

ইতি চতুর্থ দিবসীয় পরিক্রমা সমাপ্ত।

পঞ্চম দিবস—

শ্রীভাদ্র কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী—প্রথমে শ্রীবৃন্দাদেবী দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত কুণ্ড মহিমা শ্রবণ করিতে হয়। যথা—(১ ধামকুণ্ড, ২ ভোগকুণ্ড, ৩ পরশুরামকুণ্ড, ৪ দাব্‌রীকুণ্ড, ৫ প্রেমকুণ্ড, ৬ মাধুরীকুণ্ড, ৭ কেবলকুণ্ড ও ৮ সূর্য্যকুণ্ড)। তদনন্তর পরিক্রমার পর্য্যায় অনুসারে গ্রামের ঠাকুরমন্দির দর্শন করা হয়, যথা—১ সত্য-নারায়ণ, ২ কামকিশোরী, ৩ সূর্য্যনারায়ণ, ৪ গোপালজী, ৫ লক্ষ্মীনারায়ণ, ৬ বিহারীজী, ৭ সীতারামজী, ৮ বিহারীজী, ৯ বৈদ্যনাথ মহাদেব, ১০ ছোট রামজী, ১১ ছোট দাউজী, ১২ ধর্ম্মরাজ, ১৩ বড় দাউজী, ১৪ কামেশ্বর মহাদেব, ১৫ ১৫ শ্রীরাধাবল্লভ, ১৬ শ্রীমদনমোহনজী, ১৭ শ্রীগোকুলচন্দ্রমাজী, ১৮ নবগ্রহ, ১৯ লক্ষ্মীনারায়ণ, ২০ চিত্রগুপ্ত, ২১ হনুমান, ২২ গঙ্গাবিহারী, ২৩ রামলালা, ২৪ গোপালজী, ২৫ শ্রীমন্মহাপ্রভু, ২৬ গোবর্দ্ধননাথ, ২৭ শ্বেতবরাহদেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদনন্তর শ্রীসূর্য্যকুণ্ড তীরে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের ভজনস্থলী দর্শনীয় ও অবশিষ্ট তীর্থ মহিমা বর্ণন হয়। যথা—শ্রীকাম্যবনের পূর্ব্বে—একান্তবন, তথায় একান্তগ্রাম বিরাজমান। ঐ গ্রামের নিকটেই প্রেমকুণ্ড অবস্থিত। পরে কদমখণ্ডী সনেরা। এখানে শ্রীরাধিকা মহাদেবকে স্বর্ণহার পরাইয়াছিলেন। সেই অবধি গ্রামের নাম সনেরা বলিয়া বিখ্যাত। এই কাদমখণ্ডীতেই রত্নকুণ্ড অবস্থিত। (কদমখণ্ডী শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলাস্থল) অগ্রে ইন্দ্রস্থল ও চন্দ্রস্থল ইন্দ্রলী বলিয়া বিখ্যাত। অগ্রে নরনারায়ণস্থল, তথায় মানসীদেবী বিরাজমানা। আদিবদ্রীতে নরনারায়ণের তপস্যাস্থল। তপোবনের দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্বত, পশ্চিমে কেশর পর্বত। উত্তরে নিষদ পর্বত এবং পূর্বে শঙ্খকুট পর্বত অবস্থিত।

শ্রীশ্রীকাম্যবন যাত্রা মাহাত্ম্য—(বৈশাখ, মাঘ, আশ্বিন, শুক্লপক্ষ, গুরু, শুক্র ও চন্দ্রবারে, কাম্যবন মাহাত্ম্য শ্রবণ ও পূজা প্রভৃতিতে সর্ব্বকাম সুসিদ্ধ হয়। ভাদ্রমাসে কাম্যবন পরিক্রমায় বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

ইতি পঞ্চম দিবসীয় পরিক্রমা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকাম্যবনে চৌরাশিকুণ্ড যথা।—১ চরণ, ২ গরুড়, ৩ চন্দ্রভাগা, ৪ বরাহ, ৫ যজ্ঞ, ৬ ধর্ম্ম, ৭ নরনারায়ণ, ৮ পাণ্ডব, ৯ মণিকর্ণিকা, ১০ বিমলা। ১ মনোকামনা, ২ কামসরোবর, ৩ যশোদা, ৪ দেবকী, ৫ নারদ, ৬ লঙ্কা, ৭ প্রয়াগ, ৮ পুষ্কর, ৯ গয়া, ২০ অগস্ত্য। ১ কাশী, ২ মণি, ৩ যোগ, ৪ লুকলুকানি, ৫ কমলাকরসরোবর, ৬ জলক্রীড়ন, ৭ ধ্যান, ৮ তপ, ৯ বিহ্বল, ৩০+৪ পঞ্চসখা। ১ শ্যাম, ২ দোহনী, ৩ মোহনী, ৪ ঘোষরাণী, ৫ দ্বারকা, ৬ গোমতী, ৭ মান, ৮ বলভদ্র, ৯ চতুর্ভুজ, ৪০ ললিতা। ১ বিশাখা, ২ গোপী, ৩ গন্ধর্ব, ৪ গোদাবরী, ৫ অযোধ্যা, ৬ সাবিত্রী, ৭ গায়ত্রী, ৮ সুরভী, ৯ শ্রী, ৫০ চক্রতীর্থ। ১ দামোদর, ২ মধুসূদন, ৩ পৃথুদক, ৪ অর্ঘ, ৫ অপ্সরা, ৬ বেদ, ৭ রুক্মিণী, ৮ চন্দ্র, ৯ ক্ষীরসাগর, ৬০ চৈতন্য। ১ শান্তনু, ২ গুপ্তগঙ্গা, ৩ নৈমিষতীর্থ, ৪ হরিদ্বার, ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবন্তিকা, ৬ মৎস্য, ৭ গোবিন্দ, ৮ নৃসিংহ, ৯ প্রহ্লাদ, ১০ গোপাল। ১ ব্রহ্মা, ২ ধাম, ৩ ভোগ, ৪ পরশুরাম, ৫ দাত্রী, ৬ প্রেম, ৭ রত্ন, ৮ মাধুরী, ৯ কেবল, ৮০ সূর্য্য। (পঞ্চসখাকুণ্ডের অবশিষ্ট চারিযোগে চৌরাশীকুণ্ড)।

ইতি শ্রীকাম্যবন পঞ্চতীর্থ পরিক্রমা সমাপ্ত।

কাম্যবনের সাতটি দরজা আছে। তাহাদের নাম যথা,—১ দিগ, ২ লঙ্কা, ৩ আমীর, ৪ দেবী, ৫ দিল্লী, ৬ রামজী, ৭ মথুরা। ১ দিগ দরজা অগ্নিকোণে ভরতপুর যাইবার। ২ লঙ্কা দরজা দক্ষিণে সেতুবন্ধ-কুণ্ডের দিকে। ৩ আমির দরজা নৈঋতকোণে চরণপাড়ী অভিমুখে যাইবার। ৪ দেবী দরজা পশ্চিমে পঞ্জাব যাইবার। ৫ দিল্লী দরজা উত্তরে দিল্লী যাইবার। ৬ রামজী দরজা ঈশানে শ্রীনন্দগ্রামে যাইবার। ৭ মথুরা দরজা পূর্ব্ব দিকে বর্ষাণ হইয়া মথুরা যাইবার।

ইতি শ্রীকাম্যবন বর্ণন সমাপ্ত।

বজেরা—(বজেরা)—কাম্যবনের দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীরাধিকার সখী শ্রীরঙ্গদেবী ও সুদেবী যমজ ভগিনীদ্বয়ের জন্মস্থান। (প্রসঙ্গক্রমে অষ্টসখী ও শ্রীরাধিকার জন্মস্থান বর্ণিত হইতেছে ১ রাধিকার জন্ম, গোকুলের উত্তর দিকে শ্রীযমুনার পূর্ববর্ত্তী রাভেল গ্রামে, পরে শ্রীবর্ষাণে বাস। ২। ললিতার জন্মস্থান বর্ষাণের পূর্ব্বদিকস্থ করেলাতে। কেহ কেহ পেশাইর পশ্চিমস্থ লুধৌলী গ্রামেও বলিয়া থাকেন। ৩ বিশাখার জন্মস্থান করেলার দক্ষিণ দিকস্থ কামাই গ্রামে। ৪ ইন্দুলেখার জন্মস্থান আঁজনকে, কেহ কেহ পেশাই গ্রামেও বলিয়া থাকেন। ৫ চিত্রার জন্মস্থান শ্রীবর্ষাণের দক্ষিণদিকস্থ চিকশালীতে। ৬ চম্পকলতার জন্মস্থান বর্ষাণের পশ্চিমস্থ সনেরা গ্রামে। ৭।৮ রঙ্গদেবী ও সুদেবীর জন্মস্থান বজেরাতে। ৯ তুঙ্গবিদ্যার জন্মস্থান বর্ষাণের দক্ষিণস্থ ডাভারো গ্রামে। শ্রীচন্দ্রাবলীর জন্মস্থান বিঠৌরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতান্তরে সখীগণের গ্রাম—ললিতার করেলা, বিশাখার উচগাঁও, চিত্রার আঁজনক, চম্পকলতার চিকশালী, রঙ্গদেবীর কামাই, সুদেবীর রাকৌলী, তুঙ্গবিদ্যার ডাভারো, এবং ইন্দুলেখার লুধৌলী গ্রামে)।

সনেরা—বজেরার দুই মাইল পূর্বে। শ্রীচম্পকলতার জন্মস্থান। এই স্থান শ্রীরাধিকা মহাদেবকে স্বর্ণহার পরাইয়াছিলেন। গ্রামের নৈঋতকোণে অতি মনোরম কদমখণ্ডী। তথায় শ্রীরাসমণ্ডল ও রত্নকুণ্ড অবস্থিত। এই কদমখণ্ডীতে ভাদ্র শুক্লাচতুর্দ্দশীতে শ্রীরাসলীলার অভিনয় মহাসমারোহে হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীউচগাঁও—সনেরার তিন মাইল পূর্বে অবস্থিত। শ্রীবলদেব স্থল। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীবলদেব স্থল বর্ণিত হইতেছে যথা,—(১ উচগাঁও, ২ আরিং, ৩ রীড়া নামান্তর দাউজী, ৪ নরী, ৫ শ্রীনন্দগ্রাম, ৬ রামঘাট, ৭ খখিনগাঁও, ৮ রাল, (নামান্তর রার) এবং ১ উচগাঁওয়ের পূর্ব দিকে শ্রীবলদেব মন্দির, তাহার নৈঋতকোণে শ্রীনারায়ণ ভট্টের সমাজ, তদুত্তরে ত্রিবেণীকূপ, তাহার নৈঋতকোণে আল্‌তাপাহাড়ী নামান্তর বিহাবলী কেহ কেহ চিত্রবিচিত্র শিলা বলিয়াও উল্লেখ করেন), তাহার উত্তরে দেহিকুণ্ড। এই কুণ্ডের নৈঋতকোণে চরণচিহ্ন বিরাজমান। ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশীতে উচগাঁয়ে একটী মেলা বসিয়া থাকে। তদনন্তর শ্রীবৃষভানুপুর বর্ষাণ নামে অভিহিত। এই গ্রাম উচগাঁয়ের অগ্নিকোণে এক মাইল ব্যবধান।

শ্রীশ্রীবর্ষাণ—

শ্রীবৃষভানুপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পশ্চিম দিকে উচ্চ পর্বতের উপরে শ্রীরাধিকার মন্দির অতিশয় শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। মন্দিরের ঈশান কোণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিরাজ করিতেছেন। পর্বতের উপর আরোহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের শোভা দর্শন করিতে করিতে শ্রীভগবজ্জনগণের মনে যে কি এক অপার্থিব ভাবের উদয় হয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

শ্রীশ্রীভানুখোর—শ্রীবর্ষাণের পূর্বে। শ্রীবৃষভানু মহারাজের নামানুসারে এই কুণ্ডের নাম করা হইয়াছে। তাহার বায়ুকোণে শ্রীকীর্ত্তিদাকুণ্ড বিরাজমান। বিহারকুণ্ড ভানুখোরের নৈঋতকোণে। কেহ কেহ এই কুণ্ডকে তিলকুণ্ড বলিয়া থাকেন। দোহনীকুণ্ড বিহার-কুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম। এই কুণ্ড চিকশালীর দক্ষিণে অবস্থিত। চিকশালী গ্রাম সুচিত্রার জন্মস্থান এবং শ্রীরাধিকার বেশ রচনা স্থল। তদুত্তরে সাকরিখোর (দুই পর্বতের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ রাস্তা বিশেষ) এখানে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে গোপীকাগণের নিকট হইতে দধি লুণ্ঠন করেন। (ভাদ্র শুক্লাত্রয়োদশীতে এখানে দধিলুণ্ঠনলীলা ও বুড়ীলীলা-কৌতুক মহাসমারোহে হইয়া থাকে।) বিলাসগড় সাকরিখোরের পূর্বে পর্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসস্থল। তথায় মনোরম রাসমণ্ডল বিরাজমান। নিকটে শ্রীরাধিকার ধুলি খেলার স্থল। এক দিবসে শ্রীরাধিকা সখীগণের সঙ্গে এখানে ধুলি খেলিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কৌশলক্রমে শ্রীরাধিকার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। শ্রীবিলাস-মন্দির দর্শনীয়। দানগড় সাকরিখোরের পশ্চিমে পর্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকট দান সাধিয়াছিলেন। শ্রীগহ্বরবন—সাকরিখোরের নৈঋতে ও চিকশালীগ্রামের পশ্চিম সংলগ্ন অতি মনোরম স্থান। বনের পশ্চিম ভাগ গহ্বরকুণ্ড। গহ্বরবনে অনেক সাধু লোকের বাস। গহ্বরবনের বায়ুকোণে পর্বতের উপরে শ্রীময়ূরকুটী অবস্থিত। এক দিবসে এই স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া ময়ুর পুচ্ছ বিস্তার ক্রমে নৃত্য করিতেছিল। (ভাদ্র শুক্লানবমীতে এখানে লাড়ুফেলা কৌতুক হইয়া থাকে)। শ্রীমানগড় গহ্বরবনের নৈঋতে পর্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। এখানে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের উপরে মান করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমানমন্দির বিরাজমান। এই স্থানের নামানুসারে দক্ষিণদিগস্থ গ্রামের নাম মানপুরা রাখা হইয়াছে। মানগড়ের উত্তরে জয়পুর রাজ বহু অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যায় করিয়া শ্রীরাধিকার জন্য একটি নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন। তদুত্তরে শ্রীজী অর্থাৎ শ্রীরাধিকার মন্দির পরম শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীজীর মন্দির হইতে নীচে যাইবার সময় শ্রীরাধিকার পিতামহ শ্রীমহীভানু মহারাজের মন্দির দর্শনীয়। তদনন্তর শ্রীবর্ষাণ গ্রাম। গ্রামের উত্তরাংশে শ্রীকীর্ত্তিদা মাতা এবং শ্রীবৃষভানু মহারাজ সহ শ্রীদাম ও অষ্টসখীর মন্দির বিরাজমান। মুক্তাকুণ্ড শ্রীবর্ষানের পশ্চিম। অপর নাম রতনকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বিরোধ করিয়া শ্রীরাধিকা এই স্থানে মুক্তাক্ষেত করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্দাস গোস্বামী কৃত মুক্তাচরিত গ্রন্থ আস্বাদ্য)। শ্রীরাধাষ্টমীতেও উৎসবাদি হইয়া থাকে।

ডাভারো—শ্রীবর্ষাণের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখীর জন্মস্থান। একদিবস সুবলের মুখে শ্রীরাধিকার অতুলনীয় রূপ ও গুণের কথা শ্রবণ করিয়া এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু দুইটি অশ্রুজলে ডুবুডুবু হইয়াছিল।

রাকৌলী—ডাভারো গ্রামের দেড় মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। কেহ কেহ সুদেবীর গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন।

পিয়লকুণ্ড—নামান্তর—পিরিপুকুর, শ্রীবর্ষাণের উত্তরে অবস্থিত। পিলুচয়ন ছলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মিলন স্থল।

ইতি শ্রীবর্ষাণ বর্ণন সমাপ্ত।

শ্রীপ্রেমসরোবর—শ্রীবর্ষাণের দেড় মাইল উত্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্য লীলাস্থল। ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশীতে এখানে শ্রীকৃষ্ণলীলার অভিনয় মহাসমারোহে হইয়া থাকে। সরোবরের পূর্বতীরবর্ত্তী গ্রামের নাম গাজীপুর।

শ্রীসঙ্কেত—প্রেমসরোবরের দেড়মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে সঙ্কেতক্রমে আনয়ন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখীগণ বহু যত্নে শ্রীরাধিকার প্রথম মিলন করাইয়াছিলেন। এই সময় কৌতুক করিয়া সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গলে মাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি শ্রীবল্লভসন্তানগণ ভাদ্র শুক্লাদশমীতে সঙ্কেতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার মিলন উপলক্ষে মহাসমারোহের সহিত উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। গ্রামের অগ্নিকোণে শ্রীবিহ্বলকুণ্ড বিরাজমান। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখীমুখে শ্রীরাধিকার নাম শ্রবণ করিয়া প্রেমে বিহ্বলচিত্ত হইয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান। তথায় শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটরী বিরাজমান। নিকটে শ্রীসঙ্কেত দেবী বিরাজমানা। গ্রামের পশ্চিমে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড। তথায় শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান।

(কেহ কেহ সঙ্কেত হইতে তিন মাইল উত্তরে শ্রীনন্দিশ্বরে গমন করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ লীলাস্থলীগুলি দর্শন করিবার জন্য পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে,—)

শ্রীরিঠোর—সঙ্কেতের দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শ্রীবৃষভানু মহারাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীচন্দ্রভানুর গ্রাম। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের বংশাবলীর তালিকা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে, যথা—*

এই গ্রামে শ্রীচন্দ্রাবলীর জন্মস্থান। গ্রামের অগ্নিকোণে শ্রীচন্দ্রাবলীকুণ্ড বিরাজমান। তাহার উত্তর তীরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক।

ভড়খোরক্—রিঠোরের চারি মাইল বায়ুকোণে এবং শ্রীনন্দগ্রামের চারি মাইল পশ্চিম। শ্রীব্রজরাজের পশ্চিম গোশালা। গ্রামের অগ্নিকোণে ভ্রমরা কুণ্ড ও পশ্চিমে ক্ষীরকুণ্ড।

শ্রীশ্রীমেহেরাণ—ভড়খোরকের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীঅভিনন্দের গোশালা। কেহ কেহ এই গ্রামকেও শ্রীযশোদার পিত্রালয় বলিয়া উল্লেখ করেন। গ্রামের পূর্ব্বদিকে ক্ষীরসরোবর বিরাজমান।

সাঁতোয়া—নামান্তর শত্‌বাস। মেহেরাণের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ মহিষী শ্রীসত্যভামার পিতা শত্রাজিৎ মহারাজের শ্রীসূর্য্য আরাধনার স্থল। গ্রামের ঈশানকোণে শ্রীসূর্য্যকুণ্ড বিরাজমান। কুণ্ডের উত্তরেই শ্রীসূর্য্যের মন্দির অবস্থিত। শত্‌বাসের চারি মাইল নৈঋতকোণে

* ৭৯ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভোজনথালি অবস্থিত। ভোজনথালির উপরিস্থ শিলাখণ্ডের নাম বাদ্যশিলা ভোজনথালির দুই মাইল উত্তরে নন্দেরা গ্রাম। তাহার দুই মাইল ঈশানকোণে শতব্রাস। (কাম্যবন হইতে শ্রীবর্ষাণ যাওয়া গতিকে ব্রজের পরিক্রমা পথ ছাড়া হইয়া পড়ে। এইজন্যই শত্বাস হইতে কাম্যবনের ভোজনথালিতে আসিলে পুনর্ব্বার পরিক্রমা পথ পাওয়া যায়। অতএব ব্রজপরিক্রমাকারীদের পক্ষে পুনর্বার ভোজনথালিতে আসা নিতান্ত আবশ্যক।)

পাই (গাঁও)—শত্বাসের সাড়ে পাঁচ মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। একদিবস শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকের সহিত লুকাচুরি খেলা আরম্ভ করিলে, সমস্ত সখীগণের সহিত শ্রীরাধিকা বহু অন্বেষণক্রমে এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। পাইগ্রামে যাইবার সময় ভটকী, উচেরা ও পরেই গ্রামত্রয় হইয়া যাইতে হয়। (পাই মেবজাতীয় লোকের বাসস্থান। সুতরাং দর্শনান্তর নূনেরা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে হয়। পাই ব্রজের সীমান্ত গ্রাম। পাইগ্রাম হইতে নূনেরা চারি মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। অতএব শত্বাস হইতে দশ মাইল চলিবার সঙ্কল্পে যাত্রা করিতে হয়।) পাই গাঁও হইতে নুনেরা যাইবার সময় খেড়ী ও গাঁওরী নামে দুইটী মুসলমান বস্তি হইয়া যাইতে হয়।

তিলোয়ার—নুনেরার ছয় মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এরূপ নিপুণতার সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তিলমাত্র অবসর হয় নাই। তিলোয়ায় মেবজাতীয় লোকের বাসস্থান। (সুতরাং শিঙ্গারবট ও বিছোর হইয়া অন্ধোপগ্রামে বাস করিতে হইবে। নুনেরা হইতে তিলোয়ার যাইবার সময় চারি মাইল ঈশানকোণে নয়ী নামে একটি মুসলমান পাড়া হইয়া যাইতে হয়। নয়ী হইতে তিলোয়ার দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।) তিলোয়ার ব্রজের সীমান্ত গ্রাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

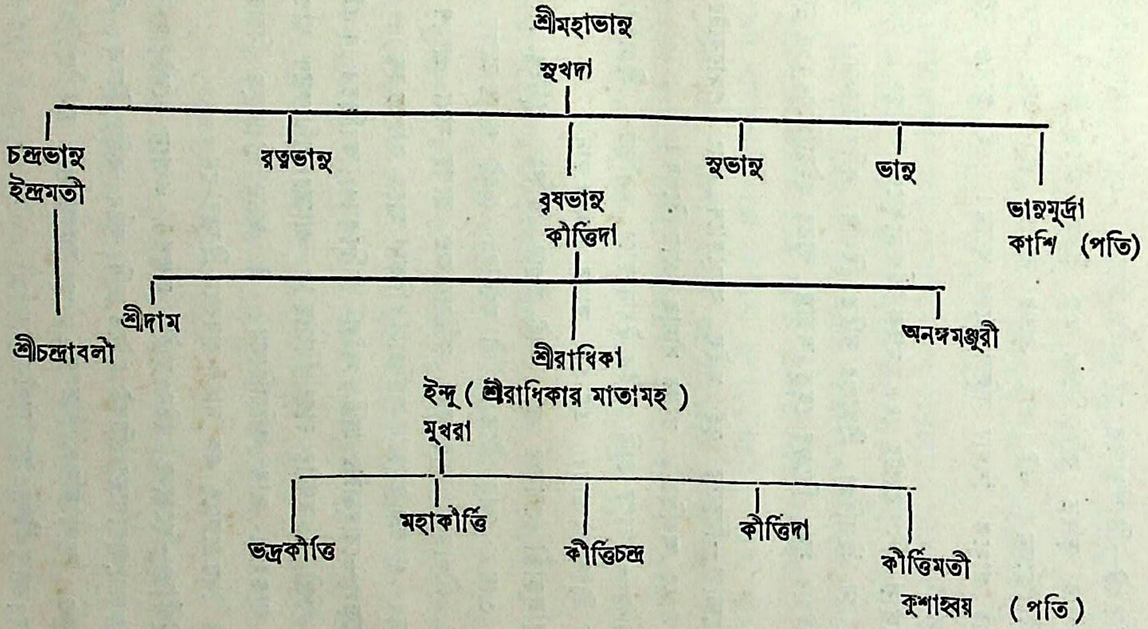

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিঙ্গারবট—তিলোয়ারের দুই মাইল উত্তরে। এখানে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শশিঙ্গারে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে শ্রীরাধিকার বেশ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রাম ব্রজের সীমান্ত স্থান এবং সর্বসাধারণ লোক এই গ্রামকে শিঙ্গার বলিয়া উল্লেখ করেন। এই গ্রামও মুসলমান পাড়া বিশেষ।

বিছোর—শিঙ্গারবটের দেড় মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। সখীগণের সহিত এখানে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস করিয়াছিলেন। তদনন্তর গৃহে যাইবার সময় বিচ্ছেদ হেতু অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। (মুসলমান গ্রাম)

অঙ্কোপ—বিছুরের দুই মাইল বায়ুকোণে এবং শিঙ্গারবটের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। ব্রজের সীমান্ত গ্রাম বিশেষ।

সোন্দ—অঙ্কপের চারি মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম খুল্লতাত শ্রীসনন্দের গ্রাম। এই গ্রাম ব্রজের সীমান্ত স্থান।

বোন্‌ছারী—সোন্দের দুই মাই উত্তরে কিঞ্চিৎ পূর্বদিশা। ব্রজের সীমান্ত গ্রাম। বোন্‌ছারীতে দাউজী দর্শনীয়। (এই পর্য্যন্ত ব্রজের সীমায় আসিয়া লীলাস্থলী সমূহ দর্শন করিবার জন্য ব্রজের মধ্যে প্রবেশ করা হইতেছে। পুনর্বার এইস্থানে আসিয়াই পরিক্রমা আরম্ভ করিতে হয়)।

হুড়েল—বোন্‌ছারীর চারি মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। (এই স্থান হইয়াই দিল্লী ও মথুরার রাস্তা গিয়াছে)। গ্রামের অগ্নিকোণে পাণ্ডববন। তথায় পাণ্ডবগণ বাস করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে পাণ্ডবকুণ্ড বিরাজমান। হুড়েলের নৈঋতকোণে এক মাইল ব্যবধানে শ্রীকুঞ্জর বন।

দইগাঁও—হুড়েলের তিন মাইল দক্ষিণ। এখানে কৌতুক করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট হইতে দধি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। দধিকুণ্ড মধুসূদনকুণ্ড, শৃঙ্গারমন্দির, শীতলকুণ্ড, ও সপ্তবৃক্ষমণ্ডলী দর্শনীয়। শীতলকুণ্ড তীরে কদম্বতলায় শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লালপুর—দইগাঁয়ের দেড় মাইল পশ্চিম। ঐ গ্রামের দুই মাইল নৈঋতকোণে কামের গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের উত্তরে দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রম। তথায় দুর্ব্বাসাকুণ্ড ও দুর্ব্বাসা মুনি বিগ্রহরূপে বিরাজ করিতেছেন। এখানে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কম্বল গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীহারোয়ান গ্রাম—(বর্ত্তমান নাম পিপরবার) কামেরের দুই মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত পাশা খেলাতে হারিয়াছিলেন। এই গ্রাম বৈঠানের দুই মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

সাঁচুলী—হারোয়ানের চারি মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। যাইবার সময় কদনা নামকগ্রাম হইয়া যাইতে হয়। এখানে চৈত্র শুক্লাপঞ্চমী হইতে তিন দিন ব্যাপী মেলা বহু সমারোহে হইয়া থাকে। গ্রামে শ্রীশ্রীচন্দ্রাবলীর মনোরম মন্দির অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণে সূর্য্যকুণ্ড এবং অগ্নিকোণে চন্দ্রকুণ্ড বিরাজমান। এই গ্রাম নন্দীশ্বরের ছয় মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীগেঁড়ো—(বা গেন্দখেলাস্থল) সাঁচুলীর তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। (বদনগড় হইয়া যাইতে হয়।) শ্রীকৃষ্ণ বলরামের গেন্দ খেলাস্থল। গ্রামের চতুর্দ্দিকে সাতটি কুণ্ড বিরাজমান, যথা—উত্তরে ১ খেন্দ-খোর (শ্রীবলরাম দাঁড়াইবার স্থল। তথায় দুই ভাইয়ের মুকুটচিহ্ন বিরাজমান।) গ্রামের ঈশানকোণে ২ গেন্দ-খোর (শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইবার স্থল) এই দুই কুণ্ড পরস্পর অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বে ৩ গৈধরবনকুণ্ড, দক্ষিণে ৪ বেলবনকুণ্ড, নৈঋতে ৫ গোপীকুণ্ড, পশ্চিমে ৬ জলভরকুণ্ড এবং বায়ুকোণে ৭ বেহারকুণ্ড বিরাজমান।

শ্রীশ্রীনন্দিশ্বর গ্রাম—গেঁড়োর দুই মাইল অগ্নিকোণে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিহার স্থল। শ্রীনন্দীশ্বরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পর্বতের উপরিভাগে নন্দীশ্বর গ্রাম মণ্ডলীভাবে অবস্থিত। তন্মধ্যস্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীব্রজেশ্বর ও শ্রীব্রজেশ্বরী মধ্যদেশে সুললিত ত্রিভঙ্গবেশে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগল ভ্রাতা ভক্তজনের অভীষ্টপূর্ণ করিতেছেন। বস্তুতঃ দর্শন করিবার সময় তাৎকালিক অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীব্রজের অতুলনীয় শোভা সন্দর্শনে এবং তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হইয়া ভাবুকগণের মনে যে কি এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় করে, তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীশ্রীনন্দীশ্বরের চতুর্দিকে যে ছাপ্পান্ন কুণ্ড বিরাজ করিতেছেন, পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাদের নাম ও স্থিতি নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, যথা—

প্রথমে শ্রীনন্দভবনের উত্তর দরজার পার্শ্বে সিংহপহরী দর্শন করিয়া নন্দীশ্বর পরিক্রমায় বাহির হইতে হয়। নন্দীশ্বরের ঈশানকোণে, ১ সাচকুণ্ড (নামান্তর ধোয়নীকুণ্ড) কুণ্ডের পশ্চিম তীরে মনসাদেবীর মন্দির বিরাজমান। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে ও নন্দীশ্বরের উত্তরে শ্রীবিশাখার পিতা পাবন গোপ কৃত ২ শ্রীশ্রীপাবনসরোবর। সরোবরের দক্ষিণ তীরে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন কুটুরী অবস্থিত। একদা শ্রীসনাতন কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া কুটুরীর নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে তিন দিবস অনশনে পড়িয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কোন গোপশিশুর রূপে দুগ্ধ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি এখানে তিন দিন উপবাসী আছ, ইহা কেহই জানেন না। আমি গোচারণে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইয়া এই দুগ্ধ লইয়া আসিয়াছি। তুমি ইহা পান কর, আমি পরে বাসন লইয়া যাইব। আর তুমি কুটুরীতে না থাকিয়া এরূপ জঙ্গলে থাকিলে ব্রজবাসীগণ দুঃখ পাইবে।" এই বলিয়া শিশু চলিয়া গেলে, গোঁসাই দুগ্ধ পান করিতে করিতে প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া পরিতাপ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে থাকিয়া সান্ত্বনা করতঃ কোন ব্রজবাসী দ্বারা এই কুটুরী তৈয়ার করাইয়াছেন। পাবনসরোবরের ঈশানকোণে ৩ নন্দীশ্বর তড়াগ (নামান্তর ক্ষুন্নাহার কুণ্ড) শ্রীনন্দের পিতা পর্জ্জন্য গোপের তপস্যাস্থল। প্রসঙ্গ ক্রমে বংশাবলীর উল্লেখ করা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

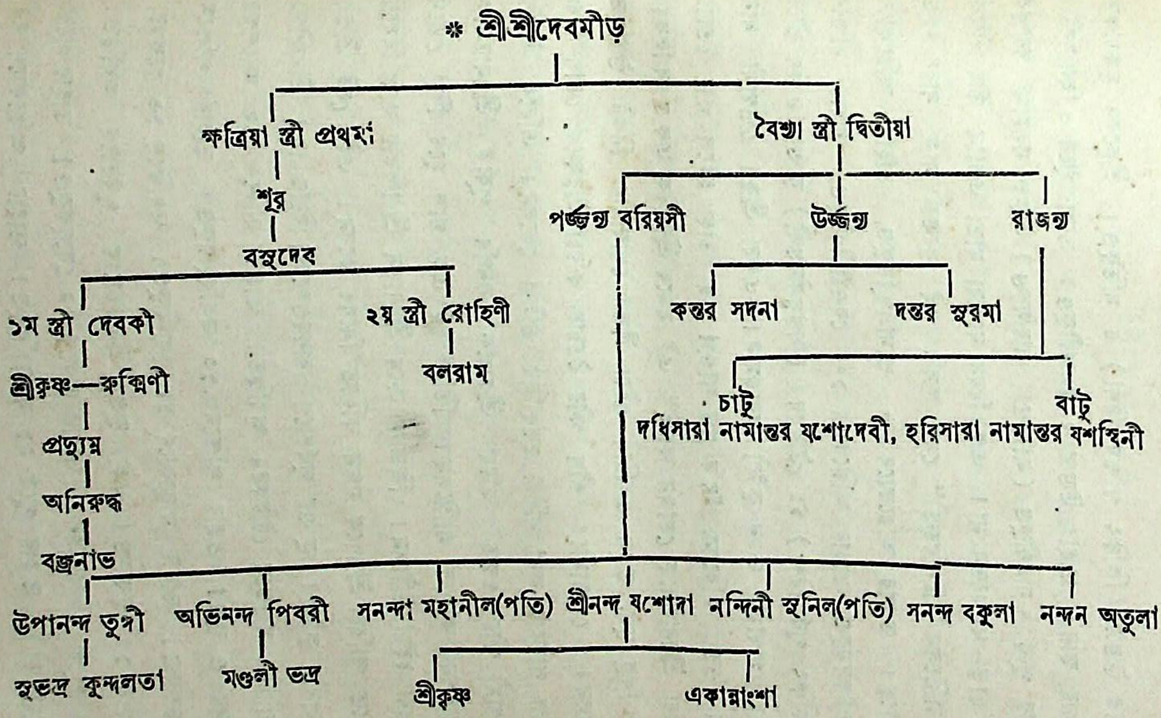

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার উত্তরে (কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশা) ৪ মতিকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাক্ষেত করিবার স্থান। তাহার উত্তরে ৫ ফুলয়ারীকুণ্ড। তাহার পূর্বে ৬ বিলাসবট। তাহার পূর্বে ৭ সাহসীকুণ্ড (নামান্তর সারসিকুণ্ড) শ্রীকৃষ্ণ বলরাম পরস্পর সঙ্গ ছাড়া থাকিতেন না। এক দিবস যশোদা মাতা এখানে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন "সারসকিজুড়ী" সেই অবধি এই কুণ্ডের নাম সারসকিকুণ্ড হইয়াছে। তাহার অগ্নিকোণে ৮ শ্যামপিপ্‌ড়িকুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে ৯ বটকদমকুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে ১০ বেওয়ারীবটকুণ্ড, তাহার দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পূর্ব দিশা) ১১ টেরিকদম (সপ্তবৃক্ষমণ্ডলী) কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজন কুটীরী বিরাজমান। একদা শ্রীরূপ গোস্বামী মনে মনে চিন্তা করিলেন, "যদি দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষীর তৈয়ার করিয়া শ্রীসনাতনকে ভোজন করাই" এই সময়ে শ্রীরাধিকা এক ব্রজবালিকার রূপে কিছু দুগ্ধ, তণ্ডুল ও চিনি লইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। গোস্বামীকে শীঘ্র ক্ষীর তৈয়ার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইবার কথা বলিয়া ছদ্মবালিকা চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীসনাতনকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তিনি দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা ক্রমে শ্রীসনাতন শ্রীরাধিকার কার্য্য বিষয়ে বুঝিতে পারিয়া শ্রীরূপকে রন্ধন করিতে নিষেধ করেন। এই সেই শ্রীরূপ গোস্বামীর কুটীরী। কুণ্ডের পূর্বভাগে শ্রীরাসমণ্ডলবেদী বিরাজমান। শ্রীনন্দীশ্বর ও যাবটের মধ্যস্থলে টেরিকদম অবস্থিত। তাহার দক্ষিণে ১২ আশেশ্বর মহাদেব ও কুণ্ড। তাহার পশ্চিমে ১৩ জলবিহারকুণ্ড। তাহার পশ্চিমে ১৪ চন্দ্রকুণ্ড। তাহার বায়ুকোণে ১৫ কুয়াকিকুণ্ড। তদ্দক্ষিণে ১৬ কুকেশ্বর, তদ্দক্ষিণে ১৭ কৃষ্ণকুণ্ড। এই কুণ্ড শ্রীনন্দগ্রামের পূর্বভাগে অবস্থিত। তাহার পূর্ব্বে ১৮ সেহেন। তাহার দক্ষিণে ১৯ বেহেককুণ্ড। তাহার পূর্ব্বে ২০ যোগীয়া। তাহার পূর্বে ২১ ঝগড়াকিকুণ্ড। তাহার অগ্নিকোণে ২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাণ্ডারবট। তাহার পূর্বে ২৩ লেওবট। সখা সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মাঠা পান করিবার স্থান। তদ্দক্ষিণে ২৪ অক্রূর। শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য আসিলে অক্রূর এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া অশেষ স্তুতি করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীশিলাখণ্ডে অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন বিরাজমান। অক্রূরের নৈঋতকোণে ২৫ বস্ত্রবনকুণ্ড। তাহার দক্ষিণে ২৬ ডুমনবন ও কুণ্ড। এই বন নন্দগ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত। তাহার পশ্চিমে ২৭ ঝিম্‌কি ও ২৮ রিম্‌কি কুণ্ডদ্বয়। তাহার বায়ুকোণে ২৯ শ্রীশ্রীপৌর্ণমাসীর গোফা ও কুণ্ড। তাহার উত্তরে ৩০ পারলখণ্ডী (এখানে কোন সাধু শ্রীকৃষ্ণবিরহে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই চিতা বিরাজমান।) তাহার পশ্চিমে ৩১ মোহনকুণ্ড। কেহ কেহ এই কুণ্ডকে বিশাখাকুণ্ড বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহার বায়ুকোণে ৩২ শ্রীললিতাকুণ্ড। এই কুণ্ডের উত্তরাংশে হিন্দুল বেদী বিরাজমান। ললিতাকুণ্ডের পশ্চিমে ৩৩ নারদকুণ্ড। তাহার পশ্চিমে ৩৪ শ্রীসূর্য্যকুণ্ড। তাহার অগ্নিকোণে এবং ললিতাকুণ্ডের দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিশায়) শ্রীউদ্ধব কেওয়ারী। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শ্রীব্রজবাসীগণকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রীউদ্ধব ব্রজে আগমন পূর্বক এখানে দশ মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। তথায় উদ্ধবের উপবেশন স্থান বিরাজমান। তাহার পশ্চিমে ৩৬ শ্রীশ্রীনন্দ-বৈঠক। গাভী দোহনের সময় শ্রীব্রজরাজ এখানে আসিয়া উপবেশন করিবার স্থান। তাহার পশ্চিমে ৩৭ শ্রীশ্রীযশোদাকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তরতীরে "হাউ" মূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রজেশ্বরী এই ঘাটে স্নান করিবার সময়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে এই উদ্দেশ্যে "হাউ" আসিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেন। এই কুণ্ড নন্দীশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত। তাহার উত্তরে ৩৮ মধুসূদনকুণ্ড। কুণ্ডের ঈশানকোণে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির বিরাজমান। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীযশোদা-মায়ের দধি মন্থনের প্রকাণ্ড ৩৯ মাঠ (অর্থাৎ মৃত্তিকার ভাণ্ড বিশেষ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার নৈঋতকোণে ৪০ দধিকুণ্ড। তাহার নৈঋতে ৪১ কারেলো। তাহার অগ্নিকোণে এবং দধিকির দক্ষিণে ৪২ রাব্‌রিকুণ্ড। তাহার দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিশা) ৪৩ কেম। তাহার নৈঋতকোণে ৪৪ রেম। তাহার বায়ুকোণে ৪৫ মান্ধীরকুণ্ড। তাহার পশ্চিমে ৪৬ পুকুরিয়া। তাহার বায়ুকোণে ৪৭ বেলকুণ্ড। তাহার নৈঋতে ৪৮ কেরারীকুণ্ড। তাহার বায়ুকোণে ৪৯ পানিহারীকুণ্ড। শ্রীযশোদা মাতা শ্রীকৃষ্ণের পানের জন্য এই কুণ্ডের জল সর্ব্বদা ব্যবহার করাইতেন। তাহার বায়ুকোণে ৫০ চড়খোর তাহার বায়ুকোণে ৫১ শ্রীবৃন্দাদেবীর স্থান ও কুণ্ড। কুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীবৃন্দার প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান। এইস্থান নন্দীশ্বরের পশ্চিমে। তাহার উত্তরে ৫২ রঞ্জখোর। তাহার উত্তরে ৫৩ শ্রীশ্রীরুহিণীকুণ্ড। তাহার পূর্বে (কিঞ্চিৎ উত্তর দিশা) ৫৪ দোহনীকুণ্ড। তাহার উত্তরে ৫৫ পাতরাকি-কুণ্ড। তাহার ঈশানে ৫৬ পিপ্‌রারকুণ্ড। এই কুণ্ড পাবন সরোবরের বায়ুকোণে অবস্থিত। (বর্ণিত ছাপান্নকুণ্ড দর্শন করিতে চারি দিবসের আবশ্যক)। পাবন সরোবরের বায়ুকোণে রামপুকুরিয়া নামে আর একটি কুণ্ড বিরাজমান।

শ্রীশ্রীমন্দির—শ্রীনন্দভবনের উত্তরে ১ শ্রীশ্রীযশোদানন্দনের মন্দির। নন্দভবনের নৈঋতকোণে ২ শ্রীশ্রীরাধারমণের মন্দির। গ্রামের দক্ষিণে ৩ শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির।

অবশিষ্ট লীলাস্থল—পানিহারী কুণ্ডের পূর্বে এবং নদীশ্বর পর্ব্বতের নৈঋতকোণে ১ শ্রীকৃষ্ণ চরণচিহ্ন বিরাজমান। (চরণচিহ্নের উপরে বর্দ্ধমান রাজ একটি ছত্রি তৈয়ার করাইয়া দিয়াছেন)। চরণচিহ্ন থাকা গতিকে ঐ স্থানকে চরণপাহাড়ী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। চরণচিহ্নের পূর্ব ভাগে শিলাখণ্ডের উপরে ২ গাভীর চরণচিহ্ন বিরাজমান। তাহার ঈশানে পর্বতের উপরিভাগে ৩ ময়ূরকুটী। তাহার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার ৪ খেলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিহ্ন বিরাজমান। তাহার পূর্বে অতি রমণীয় ৫ যুগল উপবেশন স্থল। তাহার পূর্বে পর্বতের নিম্নপ্রান্তে এবং নন্দীশ্বরের নৈঋতকোণে ৬ শ্রীশ্রীখিড়-কীশ্বর মহাদেব বিরাজমান। তাহার ঈশানকোণে শ্রীশ্রীনন্দমহল ও নন্দীশ্বর মহাদেব।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা উপলক্ষে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে নবমী পর্য্যন্ত এবং ফাল্গুন মাসের হোরী লীলা উপলক্ষে শুক্লা দশমী তিথিতে শ্রীনন্দগ্রামে বিশেষ কৌতুক ও মেলা বসিয়া থাকে। শ্রীবর্ষাণে ফাল্গুন শুক্লাঅষ্টমী ও নবমী তিথিতে মহা সমারোহে হোরুঙ্গা লীলার অভিনয় হইয়া থাকে। ভাদ্র শুক্লা পক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীরাধিকার জন্মতিথি অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীবর্ষাণে নানা আনন্দ কৌতুক হইয়া থাকে।

ইতি শ্রী শ্রীনন্দীশ্বর দর্শন সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীযাবট—নন্দীশ্বরের দুই মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে শ্রীরাধাকান্তের মন্দির। গ্রামের পূর্ব্বে শ্রীকিশোরীজীউর মন্দির ও ১ কিশোরীকুণ্ড। ঐ কুণ্ড গ্রামের ঈশানকোণে অবস্থিত। তাহার দক্ষিণে এবং গ্রামের অগ্নিকোণে ২ সিদ্ধকুণ্ড। তাহার নৈঋতে এবং গ্রামের দক্ষিণে ৩ কুণ্ডলকুণ্ড (নামান্তর নীপকুণ্ড)। তাহার উত্তরে ৪ কৃষ্ণকুণ্ড (নামান্তর বস্ত্রকুণ্ড)। তাহার পশ্চিমে ৫ মুক্তাকুণ্ড (নামান্তর গহেনা)। তাহার নৈঋতে ৬ বৎসখোর। এখানে সুবল বেশে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ৭ ডহরবন। তাহার উত্তরে ৮ যুগল-কুণ্ড। তাহার উত্তরে ৯ বিহ্বলকুণ্ড। তাহার পশ্চিমে ১০ বেরিয়া (অর্থাৎ কূল বৃক্ষের স্থল) এখানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ১১ কানিহারীকুণ্ড (তাহার উত্তরে কোকিলাবন। ঐ বনের সম্বন্ধে পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।) কানিহারীকুণ্ডের অগ্নিকোণে এবং বিহ্বলকুণ্ডের ঈশানকোণে ১২ লাড়োলিকুণ্ড। তাহার ঈশানে ১৩ নারদকুণ্ড। তাহার পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ ধর্ম্মকুণ্ড। তাহার দক্ষিণে ১৫ শ্রীশ্রীপারলগঙ্গা (নামান্তর পিয়লকুণ্ড।) এই কুণ্ড যাবটের বায়ুকোণে অবস্থিত। (এই কুণ্ডের পশ্চিম তীরে একটি প্রাচীন ফুলবৃক্ষ আছে। কথিত আছে, শ্রীরাধিকা নিজ হস্তে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন এবং এই বৃক্ষের ফুল বহু যত্নে শ্রীকৃষ্ণের মালার জন্য ব্যবহৃত হইত)। এই বৃক্ষের নাম পারিজাত বৃক্ষ। বৈশাখ মাসে অতি সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া থাকে। বর্ণিত পনর কুণ্ড শ্রীযাবটে চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। শ্রীআয়ান ঘোষ, জটিলা কুটিলা স্থান দর্শন।

ইতি শ্রীশ্রীযাবট দর্শন সমাপ্ত।

ধনশিঙ্গা—যাবটের দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত। শ্রীশ্রীধনিষ্ঠা সখীর গ্রাম।

কুশী বা কুশস্থলী—ধনশিঙ্গার চারি মাইল উত্তরে (কিঞ্চিৎ পশ্চিমে)। গ্রামের পশ্চিমে গোমতীকুণ্ড। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজকে দ্বারকাধাম দর্শন করাইয়াছিলেন।

পাঁয়গাঁও—কুশীর ছয় মাইল পূর্বে অবস্থিত। গ্রামের উত্তরে পয়োসরোবর এবং কদম্ব ও তমাল শোভিত মনোরম কদমখণ্ডী অবস্থিত। এখানে কৃষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীছত্রবন—(নামান্তর ছাতাই) পাঁয়গাঁয়ের চারি মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। গ্রামের ঈশানকোণে সূর্যকুণ্ড এবং নৈঋতকোণে চন্দ্রকুণ্ড। ঐ কুণ্ডের তীরে শ্রীদাউজীর মন্দির বিরাজমান। গ্রামের উচ্চাংশে শ্রীনারায়ণ দেবের মন্দির বিরাজমান। এখানে শ্রীদামের চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যশাসন লীলার অভিনয় কৌতুক করিয়াছিলেন। তখন শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্বে উপবেশন করিয়া মন্ত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। শ্রীদাম শিরোপরি বিচিত্র ছত্র ধারণ করিলেন। অর্জ্জুন চামর দোলাইতে লাগিলেন। মধুমঙ্গল সম্মুখে থাকিয়া বিদূষকের কার্য করিতে লাগিলেন। সুবল নিকটে বসিয়া তাম্বূল যোগাইতে লাগিলেন। এ দিকে সুবাহু ও বিশাল প্রভৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতিপয় সখা প্রজারূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সে বিচিত্র লীলার পর অবধি এই গ্রামের নাম ছত্রবন রাখা হইয়াছে।

শ্যামরী—ছত্রবনের চারি মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। এক সময়ে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের উপর দুর্জ্জয় মান করিলে পর, নানা চেষ্টা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ মান ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইলেন না। তখন কোন সখীর মন্ত্রণায় এখানে শ্যামলা সখীর বেশ ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ কৌশল ক্রমে শ্রীরাধার মান উপশম করিয়াছিলেন। এই গ্রামে যূথেশ্বরী শ্যামলার গৃহ। এখানে চৈত্র শুক্লাঅষ্টমী তিথিতে বিশেষ মেলা বসিয়া থাকে।

নরী—শ্যামরীর এক মাইল পশ্চিমে (কিঞ্চিৎ দক্ষিণে) শ্রীশ্রীবলদেব স্থল। শ্রীবলরাম ও সঙ্কর্ষণ কুণ্ড বিরাজমান।

শাখি—নরীর এক মাইল পশ্চিমে এবং সাহারের দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছিলেন। (শ্রীরাধাকুণ্ডের লগমোহন কুণ্ড দর্শন উপলক্ষে এ সম্বন্ধে বিস্তার বর্ণিত আছে।)

আরবাড়ী—(নামান্তর আলয়াই) শাঁখির দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রঙ্গযুদ্ধ (অর্থাৎ হোরী খেলা) করিবার জন্য শ্রীরাধিকা সখীগণের সহিত অভিযান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরণবাড়ী—আরবাড়ীর এক মাইল উত্তরে এবং ছত্রবনের তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিম অংশে বিরাজমান। এখানে শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সহচরী ও সহচরগণকে সঙ্গে করিয়া পরস্পর রঙ্গযুদ্ধের অভিনয় করিয়াছিলেন। এখানে পৌষ অমাবস্যা তিথিতে বিশেষ বৈষ্ণবোৎসব হইয়া থাকে। ঐ স্থানের সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অতি আশ্চর্য্যরূপে লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

ভাদাবলী—রণবাড়ীর দুই মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। শ্রীনন্দ মহারাজের ভাণ্ডার গৃহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থল। (প্রাচীন গ্রন্থে গ্রামের নাম ভাণ্ডাগোর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাঁপুর—ভদাবলীর এক মাইল দক্ষিণে। রণবাড়ীতে ফাগু যুদ্ধের পর এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভোজন করিয়াছিলেন। এই গ্রাম রণবাড়ীর দেড় মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীউমরাও—খাপুরের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ছত্রবনে শ্রীকৃষ্ণ রাজা হইলে পর, সখীগণের চেষ্টায়, পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী শ্রীরাধিকাকে এখানে "শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী পদে" অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরে শ্রীকিশোরী-কুণ্ডের তীরে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী পা দর ভজন কুটীরী অবস্থিত। শ্রীলোক-নাথের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ ঐ কুণ্ড হইতেই প্রকট হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীরাধাবিনোদ দেব জয়পুর রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীগুরুদেব।

কামাই—উমরায়ের সাড়ে চারি মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। যাইবার সময় উমরায়ের দুই মাইল নৈঋতকোণে রহেরা গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। (এই গ্রামে) শ্রীবিশাখার জন্মস্থান। (কামাইয়ের দক্ষিণে সি ও পরশু গ্রামদ্বয় অবস্থিত।)

করেলা—কামাইর এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। চন্দ্রাবলীর মাতামহী করালার গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীললিতার জন্মস্থান। গ্রামের পূর্ব্বে মনোরম কদমখণ্ডী। তথায় ভাদ্র পূর্ণিমা তিথিতে মহাসমারোহে শ্রীরাসলীলার অভিনয় করা হয়।

পেশাই—করেলার দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পিপাসায় কাতর হইলে পর শ্রীবলরাম তাঁহার তৃষ্ণা দূর করিয়াছিলেন। গ্রামের বায়ুকোণে অতি মনোরম কদমখণ্ডী বিরাজমান। কেহ কেহ বলেন "এই গ্রামে শ্রীইন্দুলেখার জন্ম হইয়াছিল।"

লুধৌলী—পেশাইর অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। কেহ কেহ এই গ্রামকে ললিতার জন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজনক—লুধৌলীর এক মাইল পশ্চিম। গ্রামের দক্ষিণে শ্রীকিশোরী কুণ্ড। ঐ কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীঅঞ্জনশীলা বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্তে এখানে শ্রীরাধার চক্ষে অঞ্জন পরাইয়াছিলেন। এই গ্রাম ইন্দুলেখার জন্মস্থান। কেহ কেহ পেশাইতেও বলিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীখদিরবন—(নামান্তর খায়রো) আজনকের দুই মাইল উত্তরে (কিঞ্চিৎ পূর্ব অংশে) শ্রীকৃষ্ণের গোচারণস্থল। এই গ্রাম যাবটের দুই মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই দুই গ্রামের মধ্যভাগে বকথরা (নামান্তর চিললী)। নামে স্থান আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। বকাসুরের চঞ্চুযুগ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহাকে চিরিয়া (অর্থাৎ দু ফাঁক করিয়া) ফেলাতে, এই স্থানের নাম চিললী হইয়াছে। এই দিকে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিবার জন্য যে সময় বকাসুর চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলে আর্ত্তনাদে চীৎকার করিতে করিতে "খায়রে খায়রে" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই জন্য খদিরবনের অপর নাম "খায়রো" বলিয়া উল্লেখ আছে। চিললীর পশ্চিমাংশে একটি প্রাচীন কদম্ব বৃক্ষ আছে; কথিত আছে, বকাসুরকে বধ করিয়া এই স্থানে সখা সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরদিকে শ্রীশ্রীসঙ্গমকুণ্ড। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। কুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীশ্রীরাসমণ্ডল ও কদমখণ্ডী অবস্থিত। কদমখণ্ডীতে বর্ত্তমানে কেবলমাত্র সাতটি কদম্ববৃক্ষ বিরাজমান। কুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীশ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ভজন কুটীরী অবস্থিত। খদিরবনের চতুর্দ্দিকে দ্বাদশটী কুণ্ড অবস্থিত।

বিজুয়ারী—খদিরবনের এক মাইল পশ্চিমে (কিঞ্চিৎ দক্ষিণে) এবং শ্রীনন্দগ্রামের দেড় মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মথুরায় যাইবার সময় এখানে অক্রূরের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। অক্রূর মথুরাতে যাইবার সময় ১ বিজোয়ারী, ২ পেশাই, ৩ সাহার, ও ৪ জৈত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া অক্রুরঘাটে যাইয়া শ্রীযমুনায় স্নান করেন। তদন্তর মথুরায় গমন করেন।)

শ্রীনন্দগ্রাম ও বিজুয়ারির মধ্যভাগে অক্রুর নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন শিলাখণ্ডের উপরে বিরাজমান।

কোকিলাবন—শ্রীনন্দগ্রামের তিন মাইল উত্তরে এবং যাবটের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় অতি সুললিত ধ্বনি করিয়া কৌশলক্রমে শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এখানে ভাদ্র শুক্লাদশমীতে শ্রীশ্রীরাসলীলার অভিনয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণকুণ্ড ও বলরামকুণ্ড দর্শনীয়।

বড়বৈঠান—কোকিলাবনের আড়াই মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকগৃহ বলিয়া বিখ্যাত। ব্রজবাসীদের আগ্রহে এখানে শ্রীসনাতন গোস্বামী কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। গ্রামের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে ছোটবৈঠান গ্রাম অবস্থিত। তথায় শ্রীকুন্তলকুণ্ড বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে এখানে কেশবিন্যাস করিয়াছিলেন।

চরণপাহাড়ী—ছোটবৈঠানের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে গোপগণের অনেক বড় বড় পদচিহ্ন রহিয়াছে। সুরভী, ঘোড়া ও হস্তীর পদ-চিহ্ন বিরাজমান। একদা শ্রীকৃষ্ণ কোন অপূর্ব্ব লীলার অনুষ্ঠান করিবার জন্য অগ্রজ শ্রীবলরাম সঙ্গে পরামর্শ করেন। তদনুসারে শ্রীবলরাম, সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ গোপ, গাভী, অশ্ব, হস্তী, শ্রীশিলাখণ্ডের উপরে উপস্থিত করেন। এই সময়ে একটি হরিণও ভিন্ন স্থান হইতে দৌড়িয়া পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিল, ঠিক ঐ সময়েতেই শ্রীকৃষ্ণ সুললিত বংশধ্বনি করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ দ্রব হওয়াতে গোপ ও গাভীগণের চরণচিহ্ন শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া গেল! পাষাণ যে কিরূপ কর্দ্দমসদৃশ নরম হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব প্রমাণের জন্য যেন ঐ গতিশীল হরিণের পদখোর পাষাণের ভিতর প্রবেশ করিল! সেই অবধি এই স্থানের নাম চরণপাহাড়ী রাখা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে শ্রীচরণগঙ্গা বিরাজমান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধৌত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ চরণপাহাড়ীর চিহ্নকে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও সখাগণের চরণচিহ্ন বলিয়া উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে; কারণ কাম্যবনের শ্রীচরণপাহাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের যে চরণচিহ্ন এবং ভোজনথালির নিকটে ব্যোমাস্থরের গোফায় যাইবার সময় শ্রীবলরামের চরণচিহ্নের যে মাপ পাওয়া যায়, তাহা শ্রীশ্রীকাম্যবন দর্শন উপলক্ষে উঠাইয়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ঐ চরণচিহ্নের সহিত শ্রীনন্দগ্রামের পূর্বদিকস্থ অক্রূরেতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নেরও সামঞ্জস্য হইয়াছে। স্থতরাং এই বড় বড় চরণচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম কিম্বা তদীয় সমবয়স্ক সখাদের না হইয়া বৃদ্ধ গোপদের পদচিহ্নই সুসিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীশ্রীরাসোঁলী—চরণপাহাড়ী ও কোটবনের মধ্যস্থলে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসলীলাস্থল।

কোটবন—চরণপাহাড়ীর চারি মাইল উত্তরে (কিঞ্চিৎ পূর্ব দিশা)। সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসস্থল। শীতলকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড দর্শনীয়। কোটবনের চারি মাইল বায়ুকোণে হুড়েল অবস্থিত। তাহার চারি মাইল বায়ুকোণে বন্‌ছারী গ্রামে যাইয়া পরিক্রমা রাস্তা দিয়া পূর্বমুখী খামী গ্রামে যাইতে হইবে।

খামী—হুড়েলের চারিমাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। শ্রীবলদেবস্থল। এখানে শ্রীবলরামের হস্তে পোতা খাম অদ্যাপি বিরাজমান। এই গ্রাম ব্রজের সীমান্ত গ্রাম বিশেষ। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও মহাদেব দর্শনীয়।

পেঙ্গথু—খামীর চারি মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। ব্রজের সীমান্ত গ্রাম।

বাসৌলী—(নামান্তর বাসো) পেঙ্গথুর অনুমান চারিমাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভে ভ্রমরগণ এখানে ঝাকে ঝাকে উড়িতেছিল। এখানে বসন্ত সময়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের হোরী খেলিবার স্থল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষশায়ী—বাসৌলীর দেড় মাইল দক্ষিণে। (কিঞ্চিৎ পূর্বদিশা।) ক্ষীরসাগর গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত। ঐ কুণ্ডের পশ্চিম তীরে নারায়ণদেব অনন্ত শয়নে আছেন এবং লক্ষ্মীদেবী চরণসেবা করিতেছেন। একদা কৃষ্ণ কৌতুক করিবার জন্য এখানে জলের উপরে শয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধিকা চরণপ্রান্তে বসিয়া কোমল হস্তে পদসেবা করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই স্থান শেষশায়ী বলিয়া পরিচিত। এইস্থানের ব্রজবাসীগণ সাধুবৈষ্ণবগণকে মাঠা, দুগ্ধ ইত্যাদির দ্বারা প্রচুর সেবা করিয়া থাকেন।

শেষশায়ী হইতে উজানী যাইবার দুইটি রাস্তা আছে। (১) কেহ কেহ পূর্বাভিমুখে ১ বার্কা, ২ রূপনগর, ৩ মঝই, তদনন্তর দক্ষিণমুখী হইয়া ৪ রামপুর গ্রাম দিয়া উজানীতে গমন করিয়া থাকেন। (২) আবার কেহ কেহ রাসস্থলী দর্শন করিয়া উজানীতে গমন করেন। অতএব তাঁহাদের পক্ষে,—

খেরট—(নামান্তর খেরর) শেষশায়ীর চারি মাইল দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিশা) এইস্থান শ্রীকৃষ্ণের গোচারণস্থল।

বাছৌলী—খেররের আড়াই মাইল পূর্ব্বে। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাস্থল। এই গ্রাম পঁয়গ্রামের চারি মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীউজানী—বাছৌলীর ছয় মাইল পূর্ব্বে এবং পঁয়গ্রামের চারি মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সুললিত বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া, শ্রীযমুনা উজান বহিয়াছিলেন। (অদ্যাপি এই স্থানে যমুনাস্রোতের এক অপূর্ব পরিপাটী দৃশ্য হইয়া থাকে।) কেহ কেহ এই স্থান হইতে শ্রীযমুনা পার হইয়া তীরে তীরে, (অথবা ১ দৌলতপুর, ২ চীনপাহাড়ী, ৩ ধেদনা, ৪ পিঠৌরা, ৫ শুরীর, ৬ বৈকুণ্ঠপুর, ও ৭ শ্যামলী গ্রাম দর্শন করিয়া) শ্রীভদ্রবন অভিমুখে গমন করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ যমুনার পশ্চিম তীরস্থ লীলাস্থলী দর্শন করিবার জন্য শ্রীখেলনবন অভিমুখে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীখেলনবন—(নামান্তর সেরগড়) উজানীর দুই মাইল অগ্নিকোণে শ্রীযমুনাতীরে অবস্থিত। সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বিবিধ খেলার স্থান। এখানে শ্রীবলরামকুণ্ড বিরাজমান।

শ্রীশ্রীরামঘাট—সেরগড়ের দুই মাইল পূর্ব্বে শ্রীযমুনা তীরে অবস্থিত। গ্রামের নাম উবে। এখানে শ্রীবলরাম প্রেয়সীগণের সহিত দুই মাসব্যাপী বিবিধ রাসলীলা করিয়াছিলেন। এক দিবস বারুণী মদে মত্ত হইয়া জলক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করায়, শ্রীযমুনা নিকটে না আসাতে শ্রীবলরাম অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক হলের (অর্থাৎ লাঙ্গলের) দ্বারা উহাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যমুনা স্বীয় অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য শ্রীবলরামের শরণাপন্ন হইলে, তিনি যমুনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যমুনা শ্রীরামঘাটে বক্র অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। রামঘাটে শ্রীবলরামের মন্দির অতি জীর্ণ অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের পার্শ্বে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছেন। ঐ বৃক্ষ শ্রীবলরামের সখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। রামঘাটের দেড় মাইল পূর্বে বর্হিদপুর। ঐ গ্রামের বায়ুকোণে ভুষণবন। এখানে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পভূষায় ভুষিত করিয়াছিলেন। বর্হিদপুরের অগ্নিকোণে মিবারবন। রামঘাটের দেড় মাইল নৈঋতকোণে বিহারবন অবস্থিত। এখানে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার বিহারের স্থান।

শ্রীশ্রীঅক্ষয়বট—(পূর্ব নাম ভাণ্ডীরবট) একদা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এইস্থানে গোচারণ করিতে আগমন করিলে, কংশের চর প্রলম্বাসুর তাঁহাদের অনিষ্ট কামনায়, আপন বেশ গোপন করতঃ সখারূপে নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। চতুর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, অগ্রজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, এই সময় এক অপূর্ব খেলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে পণ হইয়াছিল যে, "শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পক্ষে যে খেলা হইবে, তাহাতে যাহাঁরা পরাস্ত হইবে, তাঁহারা জেতৃগণকে স্কন্ধে বহন করিয়া ভাণ্ডীরের নিকট লইয়া যাইতে হইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে খেলিতে খেলিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের নিকটে এবং প্রলম্ব অসুর শ্রীবলরামের নিকট পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামকে প্রলম্ব অসুর স্কন্ধে বহন পূর্ব্বক ভাণ্ডীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুষ্ট অসুর এই সুযোগে শ্রীবলরামকে বিভিন্ন স্থানে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শ্রীবলরাম অসুরের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ উহার মস্তকে বাম হস্তে মুষ্টিকাঘাত করিবামাত্র, প্রলম্ব স্বীয় অসুরীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া ভূতলে লম্বমানভাবে পতিত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিল। এই কশ্রথ খেলার পর হইতে, অক্ষয়বটের পশ্চিমস্থ গ্রামের নাম "কাশ্রট" নামে সর্বসাধারণে বিখ্যাত হইয়াছে। কাশ্রটের দুই মাইল নৈঋতকোণে আগিরারো গ্রাম মুঞ্জাটবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ দাবানল পান করিয়া গো-গোপ প্রভৃতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (মতান্তরে যমুনার পূর্ব তীরবর্ত্তী ভাণ্ডীরবনই শ্রীভাণ্ডীর-বট, এবং ঐস্থানের ছয় মাইল অগ্নিকোণবর্ত্তী আরা গ্রামই মুঞ্জাটবী।)

শ্রীশ্রীগোপীঘাট—অক্ষয়বটের পূর্ব ভাগে অবস্থিত। এখানে গোপিকাগণ কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই ঘাটের নাম তপোবন রাখা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচীরঘাট—গোপীঘাটের দুই মাইল দক্ষিণে এবং অক্ষয়বটের অগ্নি-কোণে অবস্থিত। ঘাটের উপরে অতি প্রাচীন কদম্ব বৃক্ষ বিরাজমান। কাত্যায়নী ব্রত উদযাপন দিবসে গোপিকাগণ এখানে যমুনাতীরে বস্ত্র রাখিয়া স্নান করিবার সময়, শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে আসিয়া, তাঁহাদের বস্ত্র হরণ করিয়া এই কদম্ব বৃক্ষে উঠিয়াছিলেন। অবশেষে গোপিকাগণকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। নিকটে শ্রীকাত্যায়নী দেবীর মন্দির বিরাজমানা। গ্রামের নাম শিয়ারো। "চীর" নামের অপভ্রংশেই এই নাম রাখা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনন্দঘাট—চীরঘাটের দুই মাইল দক্ষিণ (কিঞ্চিৎ পূর্ব দিশা) যাইবার সময় গাংগ্রলীগ্রাম হইয়া যাইতে হয়। নন্দঘাটের সংলগ্ন গ্রামের নাম ভয়গাঁও। একদা শ্রীব্রজরাজ নন্দ একাদশী দিবসে ব্রতধারণ করিয়া এবং রাত্রি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগরণ পূর্বক নিশান্তে শ্রীযমুনায় স্নান করিয়া, নিজ ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন; এমন সময়ে বরুণের চর তাঁহাকে হরণ করিয়া বরুণপুরীতে লইয়া যায়। এদিকে শ্রীব্রজরাজের সঙ্গীয় লোক তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ভীতমনা হইয়া, অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম নিকটে দৌড়িয়া গিয়া এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শুনিবামাত্র ভ্রাতৃযুগল সমস্ত ব্রজবাসী সহ নন্দঘাটে উপস্থিত হইলেন। এই সময় মাতা ব্রজেশ্বরী ও উপানন্দ প্রভৃতি যে কিরূপ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের উপর ব্রজবাসীগণের রক্ষার ভার সমর্পণ পূর্বক, পিতাকে উদ্ধার কামনায় যমুনায় প্রবেশ করিলেন!! শ্রীবলরামের আশ্বাসে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন!! শ্রীকৃষ্ণ বরুণালয়ে উপস্থিত হইলে পর, বরুণ স্বীয় প্রভুকে নানা প্রকার স্তব স্তুতি ও পূজা করিয়া শ্রীব্রজরাজকে মহাসম্মানের সহিত, শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং নানাবিধ মণি ও রত্নদানে পরিতুষ্ট করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে অগ্রে করিয়া অবিলম্বে তীরে আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত ব্রজবাসী যাবতীয় দুঃখ পরিতাপ ভুলিয়া অতুল আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীব্রজরাজ ও তাঁহার সঙ্গীয় লোক এই স্থানে ভয় পাওয়াতে, সেই অবধি গ্রামের নাম ভয়গাঁও বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

জয়েতপুর—নন্দঘাটের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ বরুণালয় হইতে শ্রীব্রজরাজকে লইয়া উপস্থিত হইলে এখান হইতে দেবতাগণ জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

হাজরা—জয়েতপুরের দেড়মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মা গোপশিশু ও বৎসগণ হাজির (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে উপস্থিত) করিয়াছিলেন।

বারারা—(নামান্তর বলিহারা) এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে বরাহ খেলা করিতেন এবং এই স্থান হইতে ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রাম হাজরার এক মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজনা—বলিহারার এক মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। (এই স্থানের) দেড় মাইল পশ্চিমস্থ পাসৌলীতে অঘাসুর বধ হইলে দেবতাগণ এইস্থানে বাদ্যধ্বনি করিয়াছিলেন।

জেওলাই—(নামান্তর জনাই) অঘাসুর বধ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ এখানে সখাদের সঙ্গে ভোজন করিতেছিলেন এবং এই স্থান হইতে ব্রহ্মা গোপশিশু-গণকে হরণ করিয়াছিলেন। (এই দিবসে বলরাম স্বীয় জন্মতিথি উপলক্ষে গৃহে ছিলেন।) এই গ্রাম বাজনার দেড়মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

শকোরোয়া—জেওলাইর আড়াই মাইল পূর্বে। ইন্দ্রের স্থান।

আঠাস—শকরোয়ার দেড় মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। অষ্টাবক্র মুনির তপস্যাস্থল।

ছুনরাক—আঠাসের সওয়া মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থান সৌভরী মুনির আশ্রম। তাহার সওয়া মাইল পূর্বে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীদেবীআঠাস—শ্রীকৃষ্ণভগিনী একান্নাংশা দেবীর গ্রাম। দেবী অষ্টভূজারূপে বিরাজ করিতেছেন। একান্নাংশার অপর নাম বিন্ধ্যবাসিনী (শ্রীবিন্ধ্যাচলে, পর্ব্বতোপরি অষ্টভূজারূপে বিরাজমানা।) দেবীআঠাস, আঠাস গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

পরখম—দেবীআঠাসের দুই মাইল বায়ুকোণে এবং জনাই গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। (কিঞ্চিৎ উত্তর দিশা।) জেওলাই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে সখাসঙ্গে উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করিতে দেখিয়া, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধমনা হইয়াছিলেন। এইজন্য এখানে দাঁড়াইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

চৌমুহা—পরখমের সওয়া মাইল পশ্চিমে (কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিশা।) এখানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে অশেষ স্তুতি করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়াছিলেন। (এই দিবসেও শ্রীবলরাম জন্মতিথি উপলক্ষে গৃহে ছিলেন।) এই গ্রাম জৈতের চারি মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজই—চৌমুহার এক মাইল দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পশ্চিমে)। ব্রহ্মামোহনের পরক্ষণে সমস্ত ব্রজশিশু এখানে আগমন পূর্বক ব্রজবাসীগণের নিকট বলিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ আজ অঘাসুরকে বধ করিয়াছেন।" সেই অবধি স্থানের নাম "আজই" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

সিহানা—আজইর দুই মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। এই গ্রাম চৌমুহার পশ্চিম। এখানে ব্রজবাসীগণ অঘাসুর বধ সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে "সিহানা" (অর্থাৎ চতুর) বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখানে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার চতুঃসনের বিগ্রহ ও ক্ষীরসাগর তীরে পুড়ানাথজী নামক নারায়ণদেব দর্শনীয়।

পসৌলী—সিহানার চারি মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। যাইবার সময় আকৃবরপুর হইয়া যাইতে হয়। এই গ্রাম পরখমের দুই মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এই জন্য কেহ কেহ এই গ্রামকে সর্পস্থলী বা সাপোলী বলিয়াও উল্লেখ করেন। অঘাসুরের মুখ গহ্বরে প্রবেশ করা গতিকে স্থানের নাম পসৌলী। (ঐ দিবসে শ্রীবলরামের জন্মতিথি পৌষ পূর্ণিমা ছিল)।

বরলী—পসৌলীর দুই মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। যাইবার সময় পিঠরা গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। এই গ্রাম শ্যামরির এক মাইল পূর্বে কিঞ্চিৎ উত্তর দিশা)।

তরল্লী—বরলীর এক মাইল পূর্বে অবস্থিত।

এই—(নামান্তর এত্তরী) তরলীর দেড় মাইল পূর্বভাগে অবস্থিত।

সেই—এই গ্রামের দেড় মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই স্থানে ব্রহ্মা কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা অপহৃত শিশু বৎস শ্রীকৃষ্ণ নিকটে দেখিয়া পুনর্বার তাহাদিগকে যেই স্থানে রাখিয়াছিলেন সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন—"সেই শিশু বৎস নিদ্রিত অবস্থায় কাল কাটাইতেছে।" তখন ব্রহ্মা একবার শ্রীকৃষ্ণ নিকটে এবং পুনর্বার বৎস শিশু নিকটে যাওয়া আসা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন এবং "এই সেই এই সেই" বলিতে বলিতে অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। উভয় গ্রামের মধ্যদেশে বৎসবন অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন "এইস্থান হইতে ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন।" এইস্থান বৎসাসুর বধের স্থল।

মাইবসাই গ্রামদ্বয়—"সেই" গ্রামের দেড় মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। মাই গ্রামের ঈশানকোণেই বসাই গ্রাম। এইস্থানে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে অপহৃত শিশুবৎসের সহিত খেলা করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বসাইর দুই মাইল ঈশানকোণে **শ্রীনন্দঘাট** বিরাজমান)।

একদা শ্রীজীব গোস্বামীপাদ শাস্ত্রবিচারে কোন দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিলে, শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন—"এখনও তোমার প্রতিষ্ঠার লোভ রহিয়াছে। অতএব আমার নিকটে থাকিওনা।" এই কথা শুনিয়া শ্রীজীব নন্দঘাটের নিকটস্থ জঙ্গলে মহাদুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং যৎকিঞ্চিৎ গোধূম চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া তদ্দ্বারা দেহ যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজ পরিক্রমা ছলে নন্দঘাটে উপস্থিত হইলে, ব্রজবাসীগণের মুখে শুনিয়া শ্রীজীবের নিকটে গমন করেন এবং তাঁহার বাচনিক সমস্ত অবগত হইয়া, আশ্বাস দান পূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। এই সময়ে শ্রীরূপ গোস্বামী "জীবে দয়া সম্বন্ধে" আলোচনা করিতেছিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীরূপের মুখে শুনিয়া বলিলেন, "তুমি অন্যকে শিক্ষা দিতেছ, কিন্তু নিজে প্রতিপালন করিতেছ না।" শ্রীসনাতনের প্রহেলীর মর্ম্ম অবগত হইয়া, শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে শীঘ্র নন্দঘাট হইতে আনাইয়া বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন। এই নন্দঘাটে থাকাকালীন শ্রীজীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীনন্দঘাট হইতে যমুনা পার হইয়া পূর্ব তীরে.—

শ্রীশ্রীভদ্রবন—নন্দঘাটের দুই মাইল অগ্নিকোণে শ্রীযমুনা তীরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিবিধ খেলা ও গোচরণস্থল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীভাণ্ডীরবন—ভদ্রবনের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভাণ্ডীরকুণ্ড নামান্তর অভিরামকুণ্ড ও তত্তীরবর্ত্তী মন্দিরে শ্রীদামচন্দ্র দর্শনীয়। ভাণ্ডীরবনে বেণুকূপ বিরাজমান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনিতে পাতাল হইতে জল উঠাইয়া সখাগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। এই ভাণ্ডীরবনে শ্রীরাধিকা সুবলের বেশে গোষ্ঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বনের ছয় মাইল অগ্নিকোণে আরাগ্রাম। তথায় দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া, যখন গোপশিশু ও গোপগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ সখাদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে অনুমতি করিয়া তৎক্ষণাৎ অনল নির্বাপণ করিলেন। এদিকে সখাগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, গাভীগণ সহ তাঁহারা সকলেই শ্রীভাণ্ডীর বটের নিকটে অবস্থান করিতেছেন। ইহাতে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভার প্রশংসা বারংবার করিতে করিতে অত্যন্ত আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই ভাণ্ডীরবন শ্রীকৃষ্ণ এবং সখাগণের অত্যন্ত প্রিয়স্থান।

ছাহেয়ী (নামান্তর বিজৌলী)—ভাণ্ডীরবনের পূর্বসংলগ্ন গ্রাম। ভাণ্ডীরবনে খেলার পরে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সখাসঙ্গে এখানে ছায়ায় বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই স্থানকে প্রবম্ব অসুর বধের স্থান বলিয়া উল্লেখ করেন।

মাঠ—ভাণ্ডীরবনের দুই মাইল দক্ষিণ। শ্রীকৃষ্ণের খেলা ও গোচারণস্থল। এই স্থানে মৃত্তিকার বৃহৎ বৃহৎ মাঠ প্রস্তুত হয় বলিয়া এই গ্রামের নাম মাঠ রাখা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবেলবন—মাঠের দুই মাইল দক্ষিণ এবং শ্রীবৃন্দাবনের সওয়া মাইল উত্তরে (যমুনার পর পারে অবস্থিত।) শ্রীকৃষ্ণের গোচারণস্থল। এই স্থানে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিতেছেন। শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী দর্শনীয়। বেলবন ও মাঠবনের মধ্যবর্ত্তী গ্রামকে ডাঙ্গৌলী গ্রাম বলে।

শ্রীশ্রীমানসরোবর—বেলবনের সওয়া তিন মাইল পূর্বে এবং ডাঙ্গৌলী গ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত। সরোবরের পূর্বদিগ্বর্ত্তী গ্রামের নাম পিপ্রৌলী। এই গ্রামের আড়াই মাইল ঈশানে আরাগ্রাম, মুঞ্জাটবী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণিগাঁও—মানসরোবরের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীবৃন্দাবনের সওয়া মাইল অগ্নিকোণে (যমুনার পূর্ব তীরে) বিরাজমান। একদা দুর্বাসা মুনি একাদশীর পারণ উপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অন্ন ভোজনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, যমুনার পর পারে যাইয়া শ্রীভগবদ্ভজনা করিতে লাগিলেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণের চমৎকার উৎপাদক কোন লীলার অভিনয় করিয়া, তাঁহাদিগকে যমুনা পার করাইয়া মুনিকে ভোজন করাইয়াছিলেন। গোপিকাগণ যে ঘাটে যমুনা পার হইয়া মুনিকে ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই ঘাটের নাম পাণিঘাট এবং যে স্থানে বসিয়া মুনি ভোজন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম পাণিগাঁও বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যভাগে বৎসকুণ্ড বিরাজমান, এইস্থানে বসিয়াই দুর্বাসা মুনি গোপিকাদের আনীত সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীলৌহবন—পাণিগাঁওর পাঁচ মাইল দক্ষিণ। লৌহজঙ্ঘ অসুর বধের স্থল। এই বন শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোচারণ স্থল। যাইবার সময় পাণিগাঁয়ের দুই মাইল অগ্নিকোণবর্ত্তী কল্যাণপুর হইয়া যাইতে হয়। লৌহবনের দুই মাইল ঈশানকোণে "রায়" নামক স্থান ব্রজের সীমার অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীশ্রীরাভেল—লৌহবনের দুই মাইল দক্ষিণে শ্রীযমুনার তীরবর্ত্তী গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধারাণীর জন্মস্থান। ভাদ্র শুক্লাঅষ্টমীর দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে শ্রীরাধিকা, মা কীর্ত্তিদা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ তিথি উপলক্ষে রাভেলে মহাসমারোহে মেলা বসিয়া থাকে।

গড়ুই—(নামান্তর খেড়িয়া)—রাভেলের চারি মাইল পূর্ব্বে (কিঞ্চিৎ দক্ষিণ)। শ্রীকুরুক্ষেত্র মিলনের পরে ব্রজরাজ নন্দ নন্দীশ্বরে না যাইয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ দতিহা নামক স্থানে দন্তবক্রকে বধ করিয়া এখানে আগমনপূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিয়াছিলেন।

আয়রে-(নামান্তর আলীপুর)—গড়ুইর অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ আগমন সংবাদে ব্রজবাসীগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণপুর—(নামান্তর গোপালপুর)—আয়রে গ্রামের সওয়া মাইল পূর্বে অবস্থিত। দীর্ঘ বিরহের পর ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে পাইয়া অতুল আনন্দোৎসবে ব্রজকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

বান্দী—কৃষ্ণপুরের দুই মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। বান্দীকুণ্ড ও তাহার পূর্বতীরে আনন্দীবান্দী দেবীদ্বয় দর্শনীয়। (শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতে এই দুই দেবী শ্রীনন্দ মহারাজের গোবরী)।

শ্রীশ্রীবলদেব—(নামান্তর দাউজী)—বান্দীর তিন মাইল দক্ষিণে (কিঞ্চিৎ পূর্ব দিকে)। এই গ্রাম বলদেব স্থান। মন্দিরে শ্রীশ্রীরেবতী বলদেবজী দর্শনীয়। মন্দিরের পশ্চিমভাগে শ্রীশ্রীসঙ্কর্ষণকুণ্ড নামান্তর ক্ষীরসাগর বিরাজমান। গ্রামের দক্ষিণে মতিকুণ্ড, উত্তরে রেণুকাকুণ্ড ও রীঢ়া গ্রাম অবস্থিত। (এই গ্রামকে) দাউজীকে বিক্রমবন বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

হাতৌরা—বিক্রমবনের এক মাইল পশ্চিম। শ্রীশ্রীনন্দ মহারাজের স্থান।

শ্রীশ্রীব্রহ্মাণ্ডঘাট—হাতৌরার তিন মাইল পশ্চিম এবং শ্রীমহাবনের এক মাইল অগ্নিকোণে শ্রীযমুনার উত্তর তীরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকাভক্ষণ ছলে আপন মুখগহ্বরে মাতা ব্রজেশ্বরীকে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন।

চিন্তাহরণঘাট—ব্রহ্মাণ্ডঘাটের পূর্ব্বে অল্প ব্যবধানে অবস্থিত। ঘাটের উপরে শ্রীশ্রীচিন্তেশ্বর মহাদেব বিরাজমান।

শ্রীশ্রীমহাবন—(প্রাচীন গোকুল)—ব্রহ্মাণ্ডঘাটের এক মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলাস্থল। তথায় নিম্নলিখিত স্থান দর্শনীয়। যথা—১ শ্রীনন্দমহারাজের দন্তধাবনটীলা। ২ তাহার নীচে গোপীদের হাবেলী। ৩ পুতনামোক্ষণ স্থান। এখানে পুতনা ছদ্মবেশে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কালকূট মিশ্রিত স্তন্য পান করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যখন পুতনাকে সংহার করিবার জন্য দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া পুতনা "ছাড় ছাড়" বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চীৎকার করিতে করিতে স্বীয় রাক্ষসীরূপ প্রকট করিয়া, আকাশের দিকে লম্ফ প্রদান করিয়া, মহাবনের পশ্চিমদিকস্থ রমণরেতী নামক স্থানে পতিতা হয় ও প্রাণত্যাগ করে। (এই ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের সপ্তমদিবসে ঘটিয়াছিল)। ৪ শকটভঞ্জন স্থান (শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় মাসের লীলা)। ৫ তৃণাবর্ত্ত বধের স্থল (শকটভঞ্জনের পরবর্ত্তী লীলা)। তাহার নিকটে নন্দমহারাজের সিংহপৌরী। ৬ শ্রীশ্রীনন্দভবন দধিমথন স্থল, শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠীপূজা স্থল। আশি-খাম্বা, তাহার আগে শ্যামলার মন্দির, তথায় শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদনের স্থান। তাহার নিকটে নন্দকূপ। নিকটে যমলার্জ্জুন ভঞ্জন স্থল ও উদুখল। (শ্রীকৃষ্ণের দুই বৎসর তিন মাসের লীলা)। এই ঘটনার পর শ্রীব্রজরাজ গোকুল মহাবন ত্যাগ করিয়া কিছুকাল সটিঘরায় বাস করিয়াছিলেন। তথায় বৎসচারণ লীলা আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুর বধ করেন। অঘাসুর বধের দিবসে ব্রহ্মা গোপশিশু ও গোবৎস হরণ করেন। তদন্তর সম্বৎসর পরে, ব্রহ্মা-সম্মোহনের পর দিবস হইতে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম পৌগণ্ড বয়সে পদার্পণ করেন। এই সময়ে গোচারণ লীলা আরম্ভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বংশীবাদ্য লীলা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তালবনে শ্রীবলরাম ধেনুকাসুর বধ করেন। অবশেষে এক দিবস পৌষ পূর্ণিমাতে শ্রীবলরামের জন্মতিথি উপলক্ষে বলরাম গৃহে ছিলেন; ঐ দিবসে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কালিদহে কালীয়দমন করেন। তদনন্তর কার্তিক শুক্লাপ্রতিপদ দিবসে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজার পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। তদনন্তর কার্ত্তিক শুক্লাতৃতীয়া হইতে নবমী তিথি পর্য্যন্ত ক্রমে সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রপ্রকোপ হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করেন। এই ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বৎসর বয়সে ঘটিয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী একাদশীতিথিতে শ্রীব্রজরাজকে শ্রীনন্দঘাট হইতে বরুণের চর অপহরণ করায় দ্বাদশী তিথি প্রভাত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বরুণালয় হইতে পিতাকে উদ্ধার করেন। ত্রয়োদশীতে গোবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার পরবর্ত্তী কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিবসে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর ঘাটে ব্রজবাসীগণকে স্নান করাইয়া বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করাইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীব্রজরাজ নন্দিশ্বরে এবং শ্রীবৃষভানু মহারাজ বর্ষাণে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দগ্রামে বাস করিবার সময়ে শ্রীভাণ্ডীর-বটের নিকটে শ্রীবলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেন। ঐ দিবসে শ্রীকৃষ্ণ মুঞ্জাটবীতে দাবানল ভক্ষণ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ কাম্যবনে ব্যোমাসুরকে বধ করেন। এদিকে কৈশর বয়সে পদার্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার বিচিত্র লীলাবিনোদে ব্রজবাসীগণকে বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন। সুললিত বংশীবিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিয়া তদ্দ্বারা ব্রজমণ্ডলের স্থাবর জঙ্গমের ভাবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন! অবশেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চমৎকারকারী শ্রীশ্রীরাসলীলার শুভ অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপীকাগণের সহিত অদ্ভুত কলাবিলাস প্রকাশ করিয়া বিশ্বমোহন করিয়াছিলেন। তাহার পরে অরিষ্টাসুর ও কেশী দৈত্যকে বধ করিয়া মথুরায় কংসকে বধ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কিছুকালের জন্য ব্রজের বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। তদনন্তর দন্তবক্রকে বধ করিয়া পুনর্বার শ্রীব্রজে আগমন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে অতুল আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন স্থানের পর শ্রীব্রজরাজের গোশালা। এখানে শ্রীগর্গাচার্য্য আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নামকরণ করিয়াছিলেন। তাহার পরে রমণরেতী। শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া যমুনা পার হইয়া এখানে কিছুক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন এবং পরে এই স্থানে মৃতা পুতনার বক্ষে শ্রীভগবান্ পরম আনন্দে বিরাজ করিয়াছিলেন। তাহার পর কয়লোঘাট বিরাজমান। এই স্থানে শ্রীব্রজরাজের নিদেশ ক্রমে পুতনার মৃত দেহের সৎকার করা হইয়াছিল। এই ঘাট দিয়া শ্রীবসুদেব যখন পুত্রকোলে করিয়া পার হইতেছিলেন, তখন শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণচরণ স্পর্শ পাইবার জন্য জলরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃদ্ধি পাইতেছিলেন, কিন্তু শ্রীবসুদেব পুত্র রক্ষার জন্য ভীতমনা হইয়া, অতি আর্ত্তনাদে "কোই লেও কোই লেও" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন; সেই হেতু এই ঘাটের নাম কয়লোঘাট, এবং দক্ষিণ তীরবর্ত্তী গ্রামের নাম "কয়লো" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। কয়লোঘাটের দুই তীরে উৎপলেশ্বর ও পাড়েশ্বর নামে দুই মহাদেব বিরাজমান।

শ্রীগোকুল—মহাবনের দেড় মাইল উত্তর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। এই গ্রাম—শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের সন্তানদের বাসস্থান। গোপালঘাট, শ্রীবল্লভঘাট শ্রীগোকুলনাথজীউর বাগান, বাজনটীলা, সিংহপৌরী, শ্রীযশোদাঘাট, নিকটে বিট্ঠলনাথের মন্দির, শ্রীমদনমোহনের মন্দির, মাধবরায়ের মন্দির, গোকুলনাথের মন্দির, নবনীতপ্রিয়াজীর মন্দির, দ্বারকানাথের মন্দির, নিকটে শ্রীব্রহ্ম-ছোক্‌রা বৃক্ষ, গোবিন্দঘাট, ঠাকুরাণীঘাট, গোকুলচন্দ্রমার মন্দির, মথুরানাথজীউর মন্দির, শ্রীনন্দমহারাজের গাড়ী থাকিবার স্থান প্রভৃতি দর্শনীয়।

কয়লোঘাট দিয়া শ্রীযমুনা পার হইয়া,—

শ্রীশ্রীবাদাই—(নামান্তর বাদ গ্রাম)—কয়লোঘাটের অনুমান দুই মাইল নৈঋতকোণে অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীপাদ হরিবংশ গোস্বামীর জন্মস্থল।

নারাঙ্গাবাদ—কয়লোঘাটের দেড় মাইল বায়ুকোণে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীমথুরা—নারাঙ্গাবাদের পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

অক্রুর—মথুরার চারি মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ ঘাটের নাম অক্রূরঘাট। এখানে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে রথের উপরে রাখিয়া শ্রীযমুনায় স্নান করিতে করিতে জলের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া প্রেমভরে অশেষ স্তুতি করিয়াছিলেন। এই ঘাটে স্নান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে গোলকধাম দর্শন করাইয়াছিলেন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘাটের অপর নাম ব্রহ্মহ্রদ। বরুণালয় হইতে শ্রীব্রজরাজকে আনয়নের পর শ্রীকৃষ্ণ এই লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত ছিলেন, তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ণ সময়ে এই অক্রূরগ্রামে আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন।

শ্রীশ্রীভোজনস্থলী—(অপর নাম ভাতরোল)—অক্রূরঘাটের কিছু উত্তরে অবস্থিত। কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে এই স্থানে গোচারণ ছলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত আগমন করিয়া অন্ন ভিক্ষা ছলে যাজ্ঞিক পত্নীগণকে কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন—

শ্রীবৃন্দাবনধাম-প্রণাম মন্ত্র

আনন্দবৃন্দ-পরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দবৃন্দ-পরিনন্দিত-নন্দপুত্রম্।
গোবিন্দ-সুন্দর-বধূ-পরিনন্দিতং তদ্
বৃন্দাবনং মধুর-মূর্ত্তমহং নমামি॥

শ্রীবৃন্দাবন—অক্রূরের দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশির ভিতরে দ্বাদশটি বন বিরাজমান। পর্য্যায় অনুসারে তাহাদের নাম বর্ণিত হইতেছে,—

১। **শ্রীঅটলবন**—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে অবস্থিত। তথায় শ্রীঅটলতীর্থ ও অটলবিহারী বিরাজমান। ভাতরোলে ভোজন করিয়া এখানে আগমন করিলে পর, সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অতি আহ্লাদের সহিত বলিয়াছিলেন—"অটল হইয়াছে"। সেই অবধি এই বনের নাম অটলবন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। নিকটেই (অনাথ) গোশালা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। **শ্রীকেবারিবন**—অটলবনের বায়ুকোণে অবস্থিত। তথায় শ্রীদাবানল-কুণ্ড বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ যে দিবস কালীয়দমন করেন, সেই দিবস রাত্রে সমস্ত ব্রজবাসী কালীয়হ্রদের অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী এই মনোরম স্থানে শয়ন করিতেছিলেন। মধ্যরাত্রিতে দুষ্ট কংসের চরগণ সুযোগ পাইয়া এক সঙ্গে চতুর্দিকে অগ্নি প্রয়োগ করিয়াছিল। অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উদ্দীপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে, প্রাণরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া, ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দাবানল হইতে ব্রজ-বাসীগণকে রক্ষা করিবার জন্য আশ্বাস দান করিয়া, তাঁহাদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ অনল নির্বাপণ করিলেন। ব্রজবাসীগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া অগ্নি দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "কে নিবারি ?" সেই অবধি এই বনের নাম "কেবারি" এবং অগ্নি নির্বাপণ স্থানের নাম "**দাবানলকুণ্ড**" হইয়াছে। নিকটে "কাঠিয়া বাবা আশ্রম" ও বহুবৈষ্ণব সাধু-সন্ন্যাসীর ভজন স্থান। এই স্থানেই সরল ও শ্রীকৃষ্ণানুরাগী প্রাচীন মহাত্মা শ্রীশ্রীহরি বাবা মহারাজের ভজনস্থলী।

৩। **শ্রীবিহারবন**—কেবারিবনের কিছু নৈঋতকোণে অবস্থিত। তথায় শ্রীরাধাকূপ বিরাজমান। পরিক্রমার যাত্রীগণ এই কূপের নিকটে যাইয়া উচ্চধ্বনিতে "রাধে রাধে" কিম্বা "রাধে শ্যাম" নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। নিকটেই "**রমণরেতী**" সাধু-বৈষ্ণবগণের ভজন আশ্রম ও প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ।

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীগিরিধারী ও গুঞ্জামালা শ্রীভাগবত-নিবাসে শ্রীল কৃপাসিন্ধু বাবাজী মহারাজের নিকট সেবা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া কথিত হয় এবং দর্শন হয়।

এখানে একটি পারমার্থিক বিশ্ব-বৈষ্ণব-বিদ্যালয় হইতেছেন। তথায় সকল প্রকার দর্শন আলোচনা হয়। পরিচালক—স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। **শ্রীশ্রীগোচারণবন**—বিহারবনের পশ্চিম ভাগে প্রাচীন যমুনা তীরে অবস্থিত। তথায় শ্রীশ্রীবরাহদেব বিরাজমান। এইস্থানে শ্রীশ্রীগৌতম মুনির আশ্রম।

৫। **শ্রীশ্রী কালীয়দমনবন**—গোচারণবনের উত্তরে অবস্থিত। তথায় প্রাচীন কদম্ব বৃক্ষ প্রাচীন যমুনা তীরে বিরাজমান। এই বৃক্ষের ডাল হইতে কালীয়দমন করিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই বৃক্ষের নাম কালিকদম্ব বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত আছে। এই বৃক্ষের কিছু উত্তরে শ্রীশ্রীকালীয়মর্দ্দনের মন্দির বিরাজমান। কালীদহের নিকট হইতে রমণরেতী আরম্ভ। কালীদহে ভজনশীল সাধু-বৈষ্ণবগণের কুটির বর্ত্তমান। একান্ত শরণাগত প্রাচীন বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামী মহারাজের ভজনস্থলী। ইনি শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর বংশধর বলিয়া পরিচিত। পণ্ডিত শ্রীমৎ কিশোরী দাস বাবার ভজন কুটীরও এই স্থানে। শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ দর্শনীয়।

৬। **শ্রীশ্রীগোপালবন**--কালীয়দমন বনের উত্তরে অবস্থিত। তথায় শ্রী শ্রীনন্দ-যশোদার বিগ্রহ বিরাজমান। কালীয়দমনের পরমুহূর্ত্তে শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় ব্রাহ্মণগণকে এই স্থানে বহু গাভী দান করিয়াছিলেন।

৭। **শ্রীশ্রীনিকুঞ্জবন**—(নামান্তর সেবাকুঞ্জ)—গোপাল বনের ঈশান-কোণে অবস্থিত। পার্শ্বেই—দান, মান, যমুনা, কুঞ্জগলি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহার স্থল। তথায় শ্রীশ্রীললিতাকুণ্ড বিরাজমান। বর্ত্তমানেও অলৌকিক লীলা হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি। "অদ্যাপীও সেই লীলা করেন কৃষ্ণ রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

৮। **শ্রীশ্রীনিধুবন**—নিকুঞ্জবনের উত্তরে বিরাজমান। তথায় শ্রীশ্রীবিশাখা-কুণ্ড অবস্থিত। ৺স্বামী শ্রীহরিদাসজীর সমাধি ও শ্রীবাঁকে বিহারিজীর প্রকটস্থল।

৯। **শ্রীশ্রীরাধাবাগ**—শ্রীবৃন্দাবনের ঈশাণকোণে শ্রীযমুনার তীরে অবস্থিত। স্নানান্তে শ্রীরাধারাণীর কেশ সংস্কারের স্থান বলিয়া প্রবাদ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। **শ্রীশ্রীঝুলনবন**—শ্রীরাধাবাগের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ঝুলন-লীলার স্থান।

১১। **শ্রীশ্রীগহ্বরবন**—ঝুলন বনের দক্ষিণে। তথায় পাণিঘাট বিরাজমান। সাধু বৈষ্ণবগণের ভজন কুটিরে পূর্ণ।

১২। **শ্রীশ্রীপপড়বন**—গহ্বরবনের দক্ষিণ। তথায় আদিবদ্রীঘাট বিরাজমান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীকাগণকে আদি বদ্রীনাথ দর্শন করাইয়াছিলেন।

ইতি শ্রীবৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশির পরিক্রমার মধ্যস্থিত দ্বাদশবন বর্ণন। এই পরিক্রমার মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত দেবালয়, রাসস্থলি লীলাস্থান ইত্যাদি পড়িয়া থাকে জন্য, এই পরিক্রমা অবশ্য করণীয়।

ঘাট—

শ্রীবৃন্দাবনে অনেক ঘাট আছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘাটগুলির নাম বর্ণিত হইতেছেন, যথা—

১। **শ্রীশ্রীবরাহঘাট**—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রাচীন যমুনা তীরে অবস্থিত। নিকটে শ্রীবরাহদেব বিরাজমান ও গৌতম মুনির আশ্রম আছে। নিম্বার্কীয় কোন প্রাচীন মহাত্মার ভজনস্থলী।

২। **কালীয়দমন ঘাট** (নামান্তর কালিদহ)—বরাহ ঘাটের প্রায় অর্দ্ধমাইল উত্তরে প্রাচীন যমুনাতীরে অবস্থিত। বহু ভজনকারী বৈষ্ণব, মহাত্মা অবস্থান করেন।

৩। **শ্রীশ্রীগোপালঘাট**—কালিদহের উত্তরে। শ্রীনন্দ যশোদার উপবেশন স্থল। কালীয়দমন করিয়া তীরে উঠিলে পর, শ্রীব্রজরাজ ও শ্রীব্রজেশ্বরী নয়নজলে আর্দ্রচিত্ত হইয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া সমস্ত শরীর অবলোকন করিতেছিলেন এবং এই ঘাটের উপর বসিয়া শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় গাভী দান করিয়াছিলেন।

৪। **শ্রীশ্রীসূর্য্যঘাট**—(নামান্তর দ্বাদশ আদিত্যঘাট)—গোপাল ঘাটের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরে অবস্থিত। ঘাটের উপরিস্থ টীলাকে দ্বাদশআদিত্য টীলা বলে। এই টীলার উপরেই শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর প্রাচীন মন্দির বিরাজমান। (কালাপাহাড় শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর মন্দিরে উৎপাত করিবার সম্ভাবনা অবগত হইয়া, অব্যবহিত পূর্ব্বেই জয়পুরের রাজা জয়সিংহ সমস্ত ঠাকুর গাড়ীযোগে আপনার রাজধানীতে আনাইতেছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে রাজপুতনার করলী নামক স্থানে শ্রীশ্রীমদনমোহনের গাড়ী অচল হওয়াতে, বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও অগ্রে চালাইতে অক্ষম হইয়া, সকলেই মদনমোহনের অভিপ্রায় অবগত হইলেন। সেই অবধি জয়পুর-রাজ করলীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা ক্রমে শ্রীমদনমোহনের সেবাকার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। এদিকে কালাপাহাড় শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দির অবলোকন করিয়া তন্মধ্যে কোন বিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া, সে সমস্ত মন্দিরের চূড়া ভগ্ন করিয়া, অন্যান্য হিন্দুতীর্থে উৎপাত করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলে, মন্দিরের সেবাইতগণ পুরাতন মন্দিরের পার্শ্বে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিজয় মূর্ত্তি সকল স্থাপনপূর্ব্বক ঠাকুর সেবা চালাইয়া আসিতেছেন)। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন করিয়া তীরে আগমন পূর্ব্বক এই টীলার উপরে উপবেশন করিলে পর, অত্যন্ত শীত লাগিয়াছে বিবেচনায়, শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিবার জন্য সূর্য্যদেব দ্বাদশআদিত্যের প্রভাবে উগ্র রশ্মি বিকিরণ করিতেছিলেন; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইয়া ধারারূপে শ্রীযমুনায় পতিত হওয়াতে দ্বাদশআদিত্যঘাটের নাম **প্রস্কন্দন তীর্থ** বলিয়া সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

৫। **শ্রীযুগলঘাট**—দ্বাদশআদিত্যঘাটের উত্তরে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরে শ্রীশ্রীযুগলবিহারীর প্রাচীন মন্দির চূড়াহীন অবস্থায় বিরাজ করিয়া, কালাপাহাড়ের কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছেন। এই মন্দিরও শ্রীযুগলকিশোরের মন্দির, যাহা কেশীঘাটের নিকটে চূড়াবিহীন অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন; তাহা প্রতাপাদিত্যের খুড়া শ্রীশ্রীবসন্তরায়ের অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। **শ্রীশ্রীবিহারঘাট**—যুগলঘাটের উত্তরে অবস্থিত। বিহারস্থান।

৭। **শ্রীশ্রীঅন্ধের ঘাট**—যুগল ঘাটের উত্তরে অবস্থিত। এই ঘাটের নিকটে গোপীকাদের চক্ষুতে অঙ্গুলী বদ্ধক্রমে শ্রীকৃষ্ণ লুকলুকানি খেলা খেলিয়াছিলেন।

৮। **শ্রীশ্রীআমলীঘাট**—আন্ধেরঘাটের উত্তরে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরিস্থ আমলী বৃক্ষ শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলার সমসাময়িক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে আসিয়া এই আমলীবৃক্ষকে প্রত্যহ আলিঙ্গন করিতেন এবং বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইতেন। সেই অবধি এই ঘাটের নাম আমলীঘাট বা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ঘাট বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

আম্‌লি বা ইম্‌লিতলার মাহাত্ম্য

(শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

"অতঃপর বরাহ ধরণী দুইজনে। প্রশ্নোত্তর কথা আগে করিব বর্ণনে॥
আম্‌লিতলার কথা কহিব এখন। যমুনার তীরে বৃক্ষ বহু পুরাতন॥
চতুর্দ্দিকে বেদি বান্ধা পরম সুন্দর। কৃষ্ণ বিহারের স্থান অতি মনোহর॥
রাধিকা বিরহে কৃষ্ণ বিষাদ করিয়া। প্রিয় নাম জপিলেন সেখানে বসিয়া॥
সে রস মহিমা হয় অতি সর্বোত্তম। অল্পাক্ষরে কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ।
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণ সঙ্গে। বৃন্দাবন মাঝে রাসলীলা করে রঙ্গে॥
চন্দন চর্চ্চিত অতি শ্যাম কলেবর। গলে দোলে বনমালা পিতাম্বর ধর॥
লীলায়ে চলয়ে অতি কুণ্ডল যুগল। মনোহর শোভা গণ্ডস্থল ঝলমল॥
হেনমতে শতকোটী গোপীকার সনে। বিলাস করয়ে অতি রসাবিষ্ট মনে॥
চঞ্চল হইয়া কারে করে আলিঙ্গন। কারো মুখে মুখ দিয়া করেন চুম্বন॥
ঐছে নৃত্যরসে কোন গোপীকার স্তনে। ধরয়ে অত্যন্ত সুখে কর পদ্মার্পণে॥
অতি রসকথা কহে কারো কর্ণমূলে। কারো সনে নৃত্য করে অতি কুতূহলে॥
কারো কারো বস্ত্র সুখে করে আকর্ষণ। যমুনা পুলিনে কামে করয় রমণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারো সনে আলাপ করয়ে সুপঞ্চম। কারো সনে গান করে প্রাণ মনোরম ॥
করতলে তাল বলয়াদি বাদ্য হয়। আপনেহ বংশী বাদ্য করে রসময় ॥
সাধু সাধু বলি সবে প্রশংসা আচরে। তা সভা সহিতে নৃত্য করিয়া বিহরে ॥
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। মন্মথ মন্মথরূপে বৈদগ্ধ্যাদি সার ॥
হেনমতে নৃত্যরসে তা সবার সনে। আলিঙ্গন করি হয় অতিব শোভনে ॥
তহি রাই অতিশয় প্রেমঅন্ধা হয়। তার সনে কৃষ্ণ ঐছে বিহার করয় ॥
সুধাময় মুখ চন্দ্র করি প্রশংসন। অত্যন্ত কৌতুকে করে চুম্বনালিঙ্গন ॥
এইমত সাধারণ প্রণয়ে শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজবধূগণ সহ বিহরে সতৃষ্ণ ॥
আপনার উৎকর্ষতা কিছু না দেখিল। রাইর হৃদয়ে বাম্য আসি উপজিল ॥
মান-করি রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া। লুকাঞা রহিল দূরে নিজ সখী লৈয়া ॥
কৃষ্ণলীলা রসকথা করিয়া স্মরণ। বিহার করিতে করে কথোপকথন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ততক্ষণ বিহার করিয়া। মণ্ডলীতে রাধিকারে দেখিতে না পাঞা ॥
তারে মনে চিন্তি অতি ব্যাকুল হইলা। অন্বেষণে গেলা গোপীগণেরে ত্যজিয়া ॥
সবলীলা হৈতে রাসলীলা হয় শ্রেষ্ঠা। তাই গোপীগণ মধ্যে রাই অতি প্রেষ্ঠা ॥
তার সঙ্গে কৃষ্ণ সুখ বিলাস যেমন। শত কোটি গোপীসহ না হয় তেমন ॥
তাহা বিনু একক্ষণ না পারে রহিতে। সবারে ছাড়িয়া তেঞি যায় অন্বেষিতে ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে অতি বিকল হইয়া। স্মরবাণে বিদ্ধ ডাকে রাধানাম লৈয়া ॥
কোথা আছ প্রাণ প্রিয়ে দেহ দরশন। তোমাবিনু এই প্রাণ না যায় ধারণ ॥
তুয়া সঙ্গহীন মোরে দেখিয়া মদন। পাঁচবাণ সন্ধান করিয়ে অনুক্ষণ ॥
অতিশয় তীব্র জ্বালা না পারি সহিতে। দেখা দিয়া রক্ষা কর কামবাণ হৈতে ॥
যতক্ষণ তুমি দৃষ্টিগোচর নহিবে। ততক্ষণ কামশরে আমারে পীড়িবে ॥
তুমি সঙ্গে যবে মোর দেখিবে মদন। ধনুশ্শর তেজি ভয়ে পলাবে তখন ॥
ঐছে অন্বেষণ করি কাঁহা না পাইলা। আর্ত্ত হৈয়া কলিন্দ তনয়া তটে আইলা ॥
আম্লিরতলে বসি কুঞ্জের ভিতরে। রাধানাম মন্ত্র জপে বিহ্বল অন্তরে ॥
বিষাদ্ করিয়া পুনঃ কহিতে লাগিলা। হা-হা প্রাণেশ্বরী! আমা ছাড়ি কাঁহা গেলা ॥

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌন্দর্য্যা সুন্দরী রাধা মাধুর্য্যের সার। মহত্ত্বে রাধিকা গুরু হয় সবাকার॥
ব্রজাঙ্গনাগণে মুখ্য হয় সে রাধিকা। সেই সে আমার প্রিয়তমা সর্বাধিকা॥
এইমত রাধিকার গুণানুবর্ণনে। করিতে লাগিলা অতি উৎকণ্ঠিত মনে॥
প্রেমাতে বিহ্বল যাঁহা করে নিরীক্ষণ। তাঁহা তাঁহা রাধাময় করে দরশন॥
কৃষ্ণের কামাদি ধর্ম্ম মনুষ্যের মত। তথাপি চিদ্রূপ সেই সব অপ্রাকৃত॥
বৃন্দাবনে তেমতি ধরণী ধর্ম্ম হয়। কৃষ্ণধাম নিত্য সেই চিদানন্দময়॥
অচিন্ত্যস্বরূপ ইহার না হয় নির্ণয়। লীলা অনুরূপ লঘু বিস্তারিত হয়॥
যখন যে ইচ্ছা করে ব্রজেন্দ্র নন্দন। তখনে সেরূপ সুখ দেন বৃন্দাবন॥"

"রাধা বিশ্লেষতঃ কৃষ্ণোহ্যেকদা প্রেম বিহ্বলঃ।
রাধা মন্ত্রং জপন্ ধ্যায়ন্ রাধাং সর্ব্বত্র পশ্যতি॥"

—বরাহ সংহিতা

"এই মত প্রসঙ্গে আছে অনেক বিহার। সংক্ষেপে কহিল কহা না যায় বিস্তার॥
কলিযুগে আসি **কৃষ্ণ, চৈতন্য** রূপেতে। অবতীর্ণ হৈলা রাধাভাব আস্বাদিতে॥
যেই কালে আইলা বৃন্দাবন দরশনে। বসিলেন তাঁহা পূর্ব রসাস্বাদ মনে॥
আম্‌লিতলার এই হয় বিবরণ। শুনি সব ভক্তগণ কর আস্বাদন॥
এই মত বরাহ ধরণীতে কথা। অত্যন্ত রহস্যময় বরাহসংহিতা॥"

—শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত

ইম্‌লিতলা সম্বন্ধে—শ্রীমন্মহাপ্রভু

'আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে 'বৃন্দাবনে'। 'কালীয়হ্রদে' স্নান কৈলা আর প্রস্কন্দনে॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান। তেঁতুল তলাতে আসি করিলা বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন। তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর। বৃন্দাবন শোভা দেখি যমুনার নীর ॥
তেঁতুল তলে বসি করেন নামসংকীর্ত্তন। মধ্যাহ্ন করি আসি করেন অক্রূরে ভোজন ॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্ত। নামসংকীর্ত্তন করেন মধ্যাহ্ন—পর্য্যন্ত ॥
হেন কালে আইল বৈষ্ণব 'কৃষ্ণদাস' নাম। রাজপুত জাতি, গৃহস্থ, যমুনা পারে গ্রাম ॥
'কেশী' স্নান করি সেই 'কালীদহ' যাইতে। আম্‌লিতলায় গোসাঞিরে দেখে আচম্বিতে ॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হইল চমৎকার। প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার ॥
প্রভু কহেন—কে তুমি, কাঁহা তোমার ঘর। কৃষ্ণদাস কহে, মুঞি গৃহস্থ পামর ॥
রাজপুত জাতি মুঞি, ও পারে মোর ঘর। মোর ইচ্ছা হয়, —হউঁ বৈষ্ণব কিঙ্কর ॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু। সেই স্বপ্ন পরতেকে তোমা আসি পাইনু ॥
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা আলিঙ্গন করি। প্রেমে মত্ত হৈল, সেই নাচে, বলে হরি ॥
প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর তীর্থে আইলা। প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা ॥
প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্রলঞা। প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া ॥

—শ্রী চৈঃ চঃ মঃ ১৮শ পঃ

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমনের পূর্বে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভারতের তীর্থ সমূহ দর্শনান্তে প্রেম-বিহ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ লীলায় আবিষ্ট হইয়া এই আম্‌লিতলায় বসিয়াছিলেন এবং পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুও নিজ লীলা (শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের লীলা) ভূমি দর্শন জন্য আগমন করিবেন, জানিতে পারিয়া জীর্ণবেদীর সংস্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করতঃ সেই সুচিক্কণ বেদীর উপরে উপবেশন করিয়াছিলেন। তৎপরে ঐ বেদী পুনরায় জীর্ণ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। বর্ত্তমানে কয়েক বৎসর হইল শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সুপরিচিত পরম বৈষ্ণব শ্রীমৎ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় (শ্রীগৌড়ীয় মঠ,) তাঁহার সুশীতল উজ্জ্বল মধুর হৃদয়ের পরিচয় স্বরূপ ঐ বেদী পুনরায় সংস্কার সেবা করিয়া বৈষ্ণব, ভক্তগণের হৃদয়ে পূর্ব্বের স্মৃতি আনয়ন করিয়াছেন। এই স্থানটী ভজনকারী বৈষ্ণবগণের পক্ষে অতি লোভনীয়। সেবক, প্রাচীন বৈষ্ণব মহাত্মা—শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ।

৯। **শ্রীশ্রীশিঙ্গারঘাট**—(নামান্তর সিঙ্গারবট)—আমলীঘাটের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া, এই ঘাটে উপবেশন করিয়া, প্রত্যহ ধুলিখেলা খেলিতেন। এই ঘাটের উপর উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বেশ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণ এখানে বাস করিতেছেন। নিকটেই লোটনকুঞ্জ—শ্রীরাধিকার (খোপা) লোটন রচনার স্থান দর্শনীয়। অনেক বৈষ্ণবের ভজন কুটির বর্ত্তমান।

১০। **শ্রীশ্রীগোবিন্দঘাট**—শিঙ্গারঘাটের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীরাস-মণ্ডলে অন্তর্দ্ধান হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গোপিকাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১১। **শ্রীশ্রীচীরঘাট**—গোবিন্দঘাটের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ জল-ক্রীড়া করিবার সময় কৌতুক করিয়া গোপিকাদের বসন অপহরণ করিয়া এইস্থানে কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য এই ঘাটের উপরিস্থ কদম্ববৃক্ষকে চীরকদম্ব বলিয়া উল্লেখ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে বধ করিয়া, এই ঘাটের উপরে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এই জন্য এই ঘাটের অপর নাম চয়ন বা চেইনঘাট। নিকটেই ঝাড়ুমণ্ডল বা ঝাড়মণ্ডল দর্শনীয়। এইস্থানের বহু মাহাত্ম্য, অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায়। ত্যাগী বৈষ্ণবের স্থান।

১২। **শ্রীশ্রীভ্রমরঘাট**—চীরঘাটের উত্তরে অবস্থিত। এখানে শ্রীরাধা-গোবিন্দের অঙ্গসৌরভে অতি মত্ত হইয়া ভ্রমরগণ উড়িতছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩। **শ্রীশ্রীকেশীঘাট**—ভ্রমর ঘাটের উত্তরে ও শ্রীবৃন্দাবনের উত্তর-পশ্চিমকোণে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরে শ্রীকৃষ্ণ কেশী দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। কেশীঘাটে স্নানমাহাত্ম্য অধিক। নিকটেই "কেশীঘাট ঠোর" নামে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজন মন্দির বর্ত্তমান।

১৪। **শ্রীশ্রীধীরসমীর**—কেশীঘাটের পূর্ব্বে ও শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীরাধাগোবিন্দকে সেবা করিবার জন্য এখানে সুশীতল পবন ধীরে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়াছিলেন। "ধীর সমীরে যমুনার তীরে বসতি বনে বনমালী"—সঙ্গীত এই স্থানেরই পরিচায়ক।

১৫। **শ্রীরাধাবাগ**—ধীরসমীরের পূর্ব্বে ও শ্রীবৃন্দাবনের ঈশানকোণে অবস্থিত। পণ্ডিত ও সরল বৈষ্ণব শ্রীমৎ নৃসিংহবল্লভ গোস্বামীজীর ভজনগৃহ।

১৬। **শ্রীপাণিঘাট**—শ্রীরাধাবাগের দক্ষিণ ও শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এই ঘাট দিয়া গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে দুর্ব্বাসা মুনিকে ভোজন করাইবার জন্য শ্রীযমুনা পার হইয়াছিলেন এবং জল আনিতে যাইতেন। এখানে প্রাচীন মহাত্মা ও কবিরাজ বাবা শ্রীপ্যারিমোহন দাসজীর আশ্রম।

১৭। **শ্রীআদিবদ্রীঘাট**—পাণিঘাটের কিছু দক্ষিণে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণকে আদিবদ্রীনাথ দর্শন করাইয়াছিলেন। নিকটেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-সেবাশ্রম।

১৮। **শ্রীরাজঘাট**—আদিবদ্রীঘাটের দক্ষিণ এবং শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রাচীন যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ, ঘাটের নাবিক হইয়া শ্রীরাধাকে যমুনা পার করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের তিন দিক বেষ্টন করিয়া যে আঠারটী প্রসিদ্ধ ঘাট আছেন, পরিক্রমার পর্য্যায় অনুসারে তাঁহাদের নাম বর্ণিত হইলেন।

১৯। **শ্রীরামবাগ**—শ্রীরামচরিত মানসগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীতুলসীদাসজীর বৈঠক স্মৃতিতে শ্রীরামজীউর মন্দির বর্ত্তমান। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামরূপে দর্শন দিয়াছিলেন। বিদ্বান, নিরপেক্ষ সরল রামানন্দী প্রাচীন মহাত্মা শ্রীসংকর্ষণ দাসজী মহারাজের ভজনস্থান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকুণ্ড—

শ্রীবৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশির মধ্যে ছয়টী কুণ্ড ও একটী ঝিল্ রহিয়াছেন। তাঁহাদের নাম ও স্থিতি যথা,—

১। **শ্রীদাবানলকুণ্ড**—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণস্থ কেবারিবনে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দাবানল মোক্ষণের স্থান। বহু সাধু সন্ন্যাসীর স্থান ও আবাসস্থান।

২। **শ্রীমতিঝিল**—দাবানলকুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত। নিকটেই কলাধারি বাগীচা। স্বামী শ্রীঅখণ্ডানন্দজীর ভজন স্থান।

৩। **শ্রীললিতাকুণ্ড**—নিকুঞ্জবনের মধ্যে নৈঋতকোণে অবস্থিত।

৪। **শ্রীবিশাখাকুণ্ড**—নিধুবনের বায়ুকোণে অবস্থিত।

৫। **শ্রীব্রহ্মকুণ্ড**—শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের বায়ুকোণে অবস্থিত। ব্রহ্মা-নিবাসের স্থল। শ্রীব্রহ্মাজীর মন্দির দর্শনীয়।

৬। **শ্রীগজরাজকুণ্ড**—শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের উত্তরে বর্ত্তমান রঙ্গনাথজীউ মন্দিরের গড়ের ভিতরে অবস্থিত। এখানে শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে গজেন্দ্রমোক্ষণ লীলার অভিনয় হইয়া থাকে।

৭। **শ্রীগোবিন্দকুণ্ড**—শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। বহু ভজনকারী সাধু বৈষ্ণবের কুঠিরে পরিপূর্ণ। সরল বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীরাধাচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের (রজনী দাদার) ভজন কুটীর।

শ্রীমন্দির—

"শ্রীব্রজধামে গোস্বামীগণ" গ্রন্থে মন্দির সম্বন্ধে বিশেষ লিখিত হইতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে বহুসংখ্যক মন্দির বিরাজমান। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে সমস্তের উল্লেখ না করিয়া কেবল আচার্য্য, গোস্বামীদের সমসাময়িক শ্রীমন্দিরগুলির উল্লেখ করা হইতেছে। যথা,—

শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ—শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রাচীন মন্দিরের নৈঋতকোণ সংলগ্ন শ্রীশ্রীগমাটীলা (যাহা যোগপীঠ বলিয়া উল্লেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, তাহা) হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রীজীব গোস্বামীর উদ্ভাবনায় শ্রীমন্দির প্রস্তুত হইয়াছিলেন। গোস্বামীদের অপ্রকটের পর, কালাপাহাড় দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে উৎপাৎ হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া জয়পুররাজ, ১ শ্রীগোবিন্দ, ২ শ্রীগোপীনাথ, ৩ শ্রীমদনমোহন, ৪ শ্রীরাধামাধব, ৫ শ্রীরাধাদামোদর, ৬ শ্রীরাধাবিনোদদেবকে আপনার রাজ্যে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। (এই সময়ে শ্রীরাধারমণজীউকেও লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল ; কিন্তু মন্দিরের সেবাইত, ঠাকুরকে ব্রজের বাহির করিতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায়, অগত্যা শ্রীরাধারমণকে শ্রীবৃন্দাবনেই রাখা হইয়াছিল। এইপ্রকারে ৮ শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীবঙ্কবিহারীজীকেও স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল ; কিন্তু সেবাইতগণের অনিচ্ছাতে সে উদ্যমও বিফল হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যে শ্রীবৃন্দাবনে আমরা ১ শ্রীরাধারমণ, ২ শ্রীরাধাবল্লভ, ৩ শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারীজীকে দর্শন পাইতেছি, সে কেবল সেই সেই মন্দিরের সেবাইতগণের প্রসাদেই জানিতে হইবে। নতুবা, ঐ তিন ঠাকুরও এখন জয়পুরেই বিরাজ করিতেন)।

যে সমস্ত ঠাকুর জয়পুর রাজ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১ শ্রীশ্রীমদনমোহন করৌলিতে বিরাজমান। এই ঠাকুর শ্রীসনাতন গোস্বামীর সেবিত ছিলেন। ২ শ্রীরাধামাধব, জয়পুর রাজধানীর তিন মাইল দূরবর্ত্তী ঘাটি নামক মনোরম স্থানে বিরাজ করিতেছেন। এই ঠাকুর শ্রীশ্রীজয়দেব গোস্বামীর সেবিত ছিলেন। ৩ শ্রীশ্রীগোপীনাথ ও ৪ শ্রীরাধাবিনোদদেব জয়পুর রাজধানীর উপরেই বিরাজমান। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীগোপীনাথ মধুপণ্ডিত গোস্বামীর ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদদেব শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর সেবিত ছিলেন। ৫ শ্রীগোবিন্দদেব জয়পুর রাজঅন্তঃপুর মধ্যে মহাআড়ম্বরে পূজা গ্রহণ করিয়া (জাগাতার ন্যায়) সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন। শ্রীজীবগোস্বামী সেবিত ৬ শ্রীশ্রীরাধাদামোদরও আমাদিগকে ভুলিয়া জয়পুর রাজধানীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এদিকে কালাপাহাড় শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া যাহা যাহা করিয়াছিলেন এবং কিরূপে সেই সেই মন্দিরের পার্শ্বে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ ক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সেই ঠাকুরের বিজয় মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিলেন, তাহা দ্বাদশআদিত্যটীলা বর্ণন উপলক্ষে লিপিবদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং দ্বিরুক্তিভয়ে উল্লেখ করা হইল না। প্রাচীন মন্দিরের নৈঋতকোণেই নূতন মন্দিরে শ্রীগোবিন্দের বিজয় মূর্ত্তি বিরাজমান। অতি মনোহর দর্শন। সেবাইত—শ্রীগোস্বামী সন্তানগণ।

২। **শ্রীগোপাল**—(নামান্তর স্বাক্ষীগোপাল।) মন্দির, শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের প্রেমে শ্রীগোপাল এই স্থান হইতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সাক্ষী দিতে গমন করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের বার মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীশ্রীসত্যবাদীপুরে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগোপলমন্দিরের সম্মুখেই প্রাচীন হনুমানজী বিরাজমান।

৩। **শ্রীরাধাগোপীনাথজীউ**—শ্রীপাদ মধুপণ্ডিত গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীশ্রীবংশীবটের নিকট হইতে প্রকট হইয়াছিলেন । এই মন্দির সাক্ষীগোপাল মন্দিরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। পুরাতন মন্দিরের পশ্চিমে শ্রীগোপীনাথের বিজয় মূর্ত্তি নূতন মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন । সেবাইত—শ্রীগোস্বামীগণ।

৪। **শ্রীরাধারমণজীউ**—শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট শ্রীশালগ্রামরূপে থাকিয়া পূজাগ্রহণ করিতেন। তদনন্তর গোস্বামীজীউর প্রেমে মুগ্ধচিত্ত হইয়া, সেই শালগ্রাম হইতেই ললিতত্রিভঙ্গরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি শ্রীরাধারমণের পৃষ্ঠদেশে সেই শালগ্রাম চিহ্ন বিরাজ করিতেছেন। এই মন্দির শ্রীগোপীনাথ মন্দিরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পূর্ব্ব-ভাগেই শ্রীনিধুবন বিরাজমান। তথায় রাসবেদীও বর্ত্তমান। বিচিত্র পরিপাটির সহিত শ্রীরাধারমণের সেবানুষ্ঠান হয়। নিকটে সরল ও নিরপেক্ষ বৈষ্ণব শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদাস গোস্বামী মহারাজের (ছোট লালার) ভজন গৃহ। আরও সরল প্রকৃতির গোস্বামী সন্তানগণ এখানে অবস্থান করেন।

৫। **শ্রীরাধাবিনোদদেব**—শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া উমরায়ের শ্রীশ্রীকিশোরীকুণ্ড হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। এই মন্দির শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরাধাবিনোদের বিজয় মূর্ত্তি বিরাজমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মন্দিরে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেবিত ঠাকুর শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ দেবও বিরাজিত আছেন। এই মন্দিরে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারীজীও বিরাজ করিতেছেন বলিয়া কথিত। শ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরের অপর নাম শ্রীগোকুলানন্দ। শ্রীমন্দিরের অবস্থা অতি শোচনীয়।

৬। **শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরদেব**—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত, সেবিত ও শিষ্য পরম্পরাক্রমে বেদান্তাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্রাট শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবিত বিগ্রহ দর্শনীয়। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর বংশধর গোস্বামীগণ (শ্রীগোপীবল্লভপুর)—সেবাইত। নিকটেই প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া শ্রীনিতাই দাস (নাগা) জী থাকেন।

৭। **শ্রীরাধামাধব মন্দির**—গোকুলানন্দের উত্তরে ও ভ্রমরঘাটের উপরে প্রাচীন যমুনা তীরে অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরাধামাধবের বিজয় মূর্ত্তি বিরাজমান। এই মন্দিরের ঈশানকোণে শ্রীশ্রীযুগোলকিশোরের উচ্চ মন্দির চূড়াহীন অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন।

৮। **শ্রীশ্রীরাধাদামোদর**—শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর সেবিত ঠাকুর। এই মন্দির শৃঙ্গারবটের দক্ষিণ পূর্বকোণে অবস্থিত। তথায় দামোদরের বিজয় মূর্ত্তি বিরাজমান, এই মন্দিরে শ্রীসনাতন গোস্বামী যে চরণচিহ্ন-যুক্ত গোবর্দ্ধন শিলা পাইয়াছিলেন, তাহা বিরাজমান। এই শিলাখণ্ড, প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা অভিষেক উপলক্ষে সর্বসাধারণকে দর্শন করাইবার জন্য বাহির করা হয়। (দামোদর মন্দিরের দক্ষিণে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সেবিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির বিরাজমান।) ঐ মন্দিরের নিকটেই শ্রীনিকুঞ্জবন অবস্থিত। শৃঙ্গারবটে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই ভ্রাতৃযুগলের সেবা পরম সমাদরে ও প্রীতির সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছেন। নিকুঞ্জবনের পশ্চিমেই শ্রীশ্রীসীতা-নাথের মন্দির বিরাজমান। তথায় শ্রীশ্রীঅদ্বৈত সন্তানগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীসীতানাথ ও শ্রীমদনগোপালের সেবা নির্ব্বাহ হইতেছেন। সেবাইত—শ্রীগোস্বামীগণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। **শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ**—শ্রীপাদ হরিবংশ গোস্বামীকে কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীনিকুঞ্জবন হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। এই মন্দির নূতন সীতানাথ মন্দিরের নৈঋতকোণে আটখাম্বা মহল্লায় অবস্থিত। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের সেবাইত-গণকে শ্রীরাধাবল্লভী গোসাঞি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাঁহারা অতিশয় অনুরাগ ও প্রীতির সহিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউর সেবা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ শ্রীরাধাবল্লভের ও শ্রীমন্ বঙ্কবিহারীর সেবা পরিপাটি দেখিলে প্রাণে এক অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। ঠাকুর সেবার জন্য উভয় মন্দিরের সেবাইতগণের অনুরাগ দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের উত্তরে শ্রীযুগলবিহারীর উচ্চ মন্দির চূড়াবিহীন অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। যুগলবিহারীর মন্দির হইতে প্রাচীন যমুনার কিনারা দিয়া পশ্চিম অভিমুখে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর পুরাতন মন্দিরে যাইবার সময় **শ্রীঅদ্বৈতবট** অর্থাৎ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উপবেশন স্থানের নিকট দিয়াই যাইতে হয়। সেবাকুঞ্জের পার্শ্বেই পুরাতন শ্রীসীতানাথ মন্দির।

১০। **শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজীউ**—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে আসিয়া এখানে সেবা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর সহিত শ্রীশ্রীমদনমোহন আলাপ করিতেন। যেরূপে দ্বাদশআদিত্যটীলার উপরে শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইতেছে, যথা—

একদা শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীশ্রীমদনমোহনকে অলবণ বন্যশাক অর্পণ করিলে পর, মদনমোহন কিছু লবণ দিতে কহিলেন। তদুত্তরে শ্রীসনাতন বলিলেন, "আমি উদাসী লোক, কাহার নিকট যাইয়া লবণের কথা উল্লেখ করিব? হয়ত সেই লোক মনে করিবে এই বাবাজী পেটের জন্য ঘুরিতেছে।" মদনমোহন বলিলেন—'যদি আমি কোন উপায় দ্বারা কিছু উপার্জন করিতে পারি, তাহা হইলে গোঁসাইর কোন আপত্তি আছে কি না।" তদুত্তরে সনাতন বলিলেন, "যদি তুমি আনিয়া দাও তাহা হইলে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসুই করিয়া দিতে পারিব; কিন্তু আমি কোন বিষয়ী লোকের নিকটে কোন জিনিষের জন্য যাইতে কিম্বা চাইতে পারিব না।" এদিকে অমৃত-সহরের কোন সদাগর এগারখানা পণ্য দ্রব্যের বোঝাই নৌকা শ্রীমথুরায় বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া আসিতেছিলেন ঐ নৌকা শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশআদিত্য-টিলার নিকটে আসিয়া শ্রীযমুনার চড়ায় এরূপে আবদ্ধ হইল যে, বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুক্ত করিতে অপরাগ হইয়া সদাগর অত্যন্ত মর্ম্ম দুঃখে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রঙ্গী মদনমোহন কোন গোপশিশুর রূপ ধারণ করিয়া, যমুনার তীরবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বলিয়া দিলেন—'তুমি কেন বৃথা পরিতাপ করিতেছ! এই টীলার উপরে সনাতন নামে কোন সাধুপুরুষ বাস করিতেছেন; তুমি তাঁহার নিকটে গমন কর ঐ সাধু অনুমতি করিলেই তোমার নৌকা মুক্ত হইতে পারিবে। নতুবা শত চেষ্টা-তেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।" এই বলিয়া শিশু স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। এ দিকে সদাগর শ্রীসনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বর্ণনা করিলে পর, তিনি মদনমোহনের চাতুরী অনুমান করিয়া, সদাগরকে বলিতে লাগিলেন "ঐ কুটিরীর মধ্যে যে শিশু বসিয়া আছেন, ইনিই তোমার নৌকা বদ্ধ করাইয়াছেন। অতএব ইহাঁর নিকটে যাইয়া তোমার দুঃখ নিবেদন কর।" সদাগর মদনমোহনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই শিশুরূপেই দর্শন পাইলেন এবং অতি কাতরে নিবেদন করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে প্রভো! তুমি যে উদ্দেশ্যে আমার নৌকা আবদ্ধ করিয়াছ, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছি। এইবার মথুরায় যাইয়া ব্যবসা দ্বারা আমার যাহা কিছু লাভ হইবে, তাহার সমস্তই তোমার সেবাকার্য্যে অর্পণ করিব।" এই কথা বলামাত্র লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, "সমস্ত নৌকা মুক্ত হইয়াছে।" সদাগর পণ্যদ্রব্য মথুরার হাটে উপস্থিত করা মাত্র তৎক্ষণাৎ এগারগুণ লাভে সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হইয়া গেল। ভাগ্যবান্ সদাগর সেই বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং যাবতীয় সেবার বন্দোবস্ত করিয়া মহাজন নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ঐ মন্দিরের পশ্চিমদিকে, টীলায় যে ভগ্ন স্থান আছে ঐ স্থানে সনাতন গোস্বামী প্রহেলীক্রমে দিল্লীশ্বর আকবর সাহকে শ্রীশ্রীব্রজের অতুল সম্পদ দেখাইয়াছিলেন। প্রাচীন মন্দিরের পূর্বদিকে নূতন মন্দিরে শ্রীশ্রীমদনমোহনের বিজয়মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। সেবাইত—শ্রীগোস্বামিসন্তানগণ।

১১। **শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারীজীউ**—শ্রীপাদ হরিদাস স্বামীকে কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীনিধুবন হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। এই মন্দির শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। শ্রীবঙ্কবিহারীর সেবা-পরিপাটী বড়ই বিচিত্র। বৈশাখ শুক্লাতৃতীয়া দিবসে শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারীর যুগল চরণ সর্ব্বসাধারণকে দর্শন করাইতে সুযোগ দেওয়া হয়। অন্যসময়ে এ সুযোগ ঘটে না। বঙ্কবিহারী দর্শন করিবার সময় বড়ই কৌতুক হইয়া থাকে। শ্রীবিহারীর সম্মুখের কাপড়-পর্দ্দা বারংবার খুলিতে ও বন্ধ করিতে হয়। সে সম্বন্ধে এক ইতিহাস আছে। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে লিখিতে ক্ষান্ত হওয়া গেল। নিকটে রাস্তার উপরে শ্রীদাউজীর শ্রীমন্দির।

পরে প্রতিষ্ঠিত—

১২। মহাত্মা ৺লালাবাবুর মন্দির, শ্রীকৃষ্ণ রাধা-ললিতা সঙ্গে বিরাজিত। অতি মনোহর দর্শন। নিকটে ব্রহ্মচারী (গোয়ালিয়র) মন্দির।

১৩। শ্রীরঙ্গজীর মন্দির। ১৪। সাহাবিহারীজী মন্দির। শ্রীমীরা বাঈ মন্দির।

১৫। শ্রীজীর কুঞ্জ—রেতিয়া বাজার। ১৬। কাঠিয়া বাবার পুরাতন স্থান—কেবারিবন। ১৭। নিম্বার্ক নূতন স্থান—গুরুকুল মার্গ। ১৮। ৺শ্রীশ্রীসাধু মাতার আশ্রম। ১৯। চার সম্প্রদায় আশ্রম। ২০। আটখাম্বায় কলিকাতাওয়ালা মন্দির। ৺ বাবুলাল আগরওয়ালা (কলিকাতা) প্রতিষ্ঠিত। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে বহু সাধু ও দরিদ্র সেবা অতি সুচারু রূপে হইয়া আসিতেছে। ২১। অষ্টসখীর মন্দির। ২২। জয়পুর মন্দির। ২৩। তড়াস মন্দির। ২৪। মাতা শ্রীআনন্দময়ী আশ্রম। ২৫। মুঙ্গের রাজ মন্দির। ২৬। ওড়িয়া বাবা আশ্রম।

ইতি শ্রীগোস্বামীদের সমসাময়িক ও পরে প্রতিষ্ঠিত প্রধান মন্দির বর্ণনা সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসিদ্ধ সমাজ—

১। শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাজ, দ্বাদশ আদিত্যটীলার নিকট শ্রীশ্রীমদনমোহনের প্রাচীন মন্দিরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। গ্রন্থ সমাজ দর্শনীয়।

২। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর সমাজ—শ্রীরাধা দামোদর মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত। এই দুই গোস্বামীর সমাজ একত্রে বিরাজমান। এখানে গ্রন্থসমাজও আছেন।

৩। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সমাজ—শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত। তাহার পার্শ্বেই শ্রীশালগ্রাম হইতে শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রকটের স্থান।

৪। শ্রীলোকনাথ প্রভুর সমাজ—শ্রীগোকুলানন্দে অবস্থিত। তাহার পার্শ্বে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বৈঠক।

৫। শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামীর সমাজ—শ্রীরাধা গোপীনাথ মন্দিরের পার্শ্বে।

৬। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর সমাজ—শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের ঈশানকোণবর্ত্তী **চৌষট্টি-মহান্ত সমাজ** বাটীতে অবস্থিত। তথায় ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজের সমাজ বিরাজমান। ইহার নিকটে মোহনী দাসজীর সমাজ বিরাজিত।

৭। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সমাজবাটী ধীরসমীরে অবস্থিত। সেবাইত—আচার্য্য শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী প্রভু।

৮। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাজ—শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরের নিকটে বিরাজমান। পার্শ্বে নূপুর প্রাপ্তির স্থান বলিয়া কথিত ও নিত্য সেবিত।

৯। শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীহরিবংশ গোস্বামীর পুষ্প সমাজ বিরাজমান ও চীর ঘাটের উপরে রাসমণ্ডলে আদি সমাজ বলিয়া কথিত হয়। নিকটে সঙ্গীতজ্ঞ বাবা শ্রীজীবন দাসজীর কুটী।

১০। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী সমাজ—কালিদহে বিরাজিত।

১১। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর দন্তসমাজ—কেশীঘাটের নিকটে বিরাজমান। নিকটেই শিরোমণি কুঞ্জ। এখানে ভজনশীল বৈষ্ণবগণের গৃহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২। শ্রীহরিদাস স্বামীর সমাজ —শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পার্শ্বে নিধিবনে অবস্থিত। এখানে অদ্যাপিও অলৌকিক লীলা হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি।

১৩। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত সমাজ—ধীর সমীর। অতি প্রাচীন স্থান।

১৪। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী পুষ্প সমাজ—গোপালগুরু মঠ, বংশীবট। তিনি যে সময় শ্রীক্ষেত্রে অপ্রকট লীলা করেন, ঠিক সেই সময়ে ব্রজবাসীগণ এই স্থানে তাঁহার প্রকট লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। সেই পাপড় বৃক্ষ অদ্য ও বর্ত্তমান আছেন, যাহার নীচে তিনি বসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবট—

১। **শ্রীঅদ্বৈতবট**—শ্রীমদনমোহনের প্রাচীন মন্দিরের পূর্ব্বে প্রাচীন যমুনাতীরে অবস্থিত। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া এইস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীমদনগোপাল শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রেমে প্রকট হইয়াছিলেন এবং শ্রীসেবা কুঞ্জ হইতে শ্রীবিশাখা অঙ্কিত চিত্রপট লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীসীতামাতা, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীমদনগোপাল বিরাজমান।

২। **শ্রীশৃঙ্গারবট**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপবেশন স্থান। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

৩। **শ্রীবংশীবট**—শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বে শ্রীযমুনা তীরে অবস্থিত। (মূল বংশীবট শ্রীযমুনায় লীন হইবার সম্ভব বিবেচনা করায়, গোস্বামীগণ সেই বটের বংশধর এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন)। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাসলীলা অভিনয় করিবার জন্য এখানে দাঁড়াইয়া সুললিত বংশীধ্বনি করিয়া গোপীকাগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপীও নিত্য-শ্রীরাসলীলা হয়।

কদম্ব—শ্রীবৃন্দাবনে তিন কদম্ব প্রসিদ্ধ, যথা—১ কালীকদম্ব, ২ চীরকদম্ব এবং ৩ দোলাকদম্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকূপ—

শ্রীবৃন্দাবনে চারিটি কূপ বিশেষ প্রসিদ্ধ। নাম ও স্থিতি যথা—

১। **শ্রীবেণুকূপ**—চৌষট্টিমহান্ত সমাজের উত্তরে অবস্থিত। একদা শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে এইস্থানে মল্লযুদ্ধ খেলিতেছিলেন। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট জল চাহিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর দিকে মুরলীর মুখ রাখিয়া ধ্বনি করিবা মাত্র পাতাল হইতে জল নির্গমন হইতে লাগিল। সখাগণ পরম আনন্দে জল পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণের প্রশংসা বারংবার করিতে করিতে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই কূপের নাম বেণু-কূপ হইয়াছে।

২। **শ্রীসপ্তসমুদ্রকূপ**—শ্রীগোপেশ্বর (নামান্তর গোপীশ্বর) মহাদেবের নিকটে বিরাজমান।

৩। **শ্রীগোপকূপ**—জ্ঞানগুদড়ীর নিকটে বিরাজমান।

৪। **শ্রীরাধাকূপ**—শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে বিহারবনে অবস্থিত।

দেবী—

১। **শ্রীপাতালদেবী**——(নামান্তর কাত্যায়নী যোগমায়া) শ্রীগোবিন্দ প্রাচীন মন্দিরের নৈঋত কোণে বিরাজমানা।

২। **শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী**—শ্রীশ্রীসেবাকুঞ্জের নিকটে অবস্থিত। নিকটে নূতন শ্রীসীতানাথ মন্দির।

৩। **শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী**—শ্রীসেবাকুঞ্জের পূর্ব্বে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীমহাদেব—

১। **শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব**—শ্রীবংশীবটের নৈঋতকোণে অবস্থিত। প্রথমতঃ ইনির কৃপাতেই শ্রীব্রজবাস হয়। এই মহল্লায় প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীযুত কামিনী কুমার ঘোষ (রাধেশ্যাম) মহাশয় ও সুনির্ম্মল ভাগবত বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ভক্তিতীর্থ মহোদয় অবস্থান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। **শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব**—শৃঙ্গারবটের অগ্নিকোণে অবস্থিত। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার সময়, প্রত্যহ শ্রীগোপেশ্বর দর্শন করিতে যাইতেন। তখন শ্রীবৃন্দাবন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিলেন; এই জন্য মধ্যে মধ্যে গোসাঞিকে নানাপ্রকার ক্লেশ পাইতে হইত। শ্রীগোপেশ্বর শ্রীসনাতনের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া, একদা স্বপ্নযোগে আদেশ করেন,—"তোমাকে আর আমার জন্য এতদূর যাইতে হইবে না। আমি এখন হইতে তোমার নিকটে "শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব" নামে প্রকট হইলাম। অতএব প্রত্যহ তুমি এইস্থানে আমাকে দর্শন করিবে।" সেই অবধি সনাতন গোস্বামী প্রত্যহ এইস্থানে আসিয়া শ্রীশ্রীবনখণ্ডী মহাদেব দর্শন করিয়া যাইতেন। নিকটে রামানুজী মহাত্মা—শ্রীচক্রপাণিজী মহারাজ।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু—

১। শ্রীশ্রীআম্‌লীতলার মহাপ্রভু। ২। শ্রীশ্রীমদনমোহন পুরাতন মন্দিরের মহাপ্রভু, সেবক—ভেকধারী বৈষ্ণবগণ। ৩। শ্রীশ্রীশৃঙ্গারবটের মহাপ্রভু। ৪। শ্রীশ্রীকাঙ্গালী মহাপ্রভু। ৫। শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু। ৬। শ্রীশ্রীগোবিন্দ পুরাতন মন্দিরের মহাপ্রভু, সেবক—ভেকধারী বৈষ্ণবগণ। ৭। শ্রীশ্রীনিবাসআচার্য্য প্রভুর কুঞ্জের মহাপ্রভু। ৮। গোপীনাথ বাজারে শ্রীঅমিয়-নিমাই মহাপ্রভু (বড় মহাপ্রভু)। ৯। শ্রীব্রহ্মকুণ্ড মহাপ্রভু (শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ)। ১০। বনখণ্ডীতে শ্রীমুরারী গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু। বর্ণিত দশ স্থানের মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রাসস্থলী— ১। যমুনাপুলিন, ২। বংশীবট, ৩। চীরঘাট, ৪। টোপীকুঞ্জ, ৫। বিহারবন, ৬। শ্রীনিধিবন, ৭। শ্রীনিকুঞ্জবন। (সমস্ত শ্রীবৃন্দাবনই "মহারাসস্থলী," রাসের পৃথক পৃথক লীলা নানাস্থানে হইয়াছিলেন)।

শ্রীবলদেব—

১ শ্রীশ্রীরাজঘাটের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলদেব। ২ অটলবনের পূর্ব্বে দ্বিতীয়। ৩ শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মন্দিরের নৈঋতকোণে তৃতীয়। ৪ শ্রীগোবিন্দ প্রাচীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব। ৫ ঐ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অপর মন্দিরে শ্রীবলদেব। ৬ শ্রীগোপীনাথ মন্দিরের বায়ুকোণেস্থিত বলদেব। ৭ শ্রীবিহারীজীর রাস্তায় পুরাতন সহরে বলদেব। বর্ণিত সাত স্থানের বলদেব প্রসিদ্ধ।

শ্রীপুলিন—

১। শ্রীরাসপুলিন—ধীরসমীর ও রাধাবাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

২। শ্রীযমুনাপুলিন—শ্রীরাধাবাগের পূর্ব্ব দিকে শ্রীযমুনার দুই ধারার মধ্যবর্ত্তী মনোরম বালুকাপূর্ণ স্থান। নিকটে জ্ঞানগুদড়ী বহু সাধু, বৈষ্ণব, মহাত্মার ভজন আশ্রমে পূর্ণ।

শ্রীবৃন্দাবনে ভেট—

১ শ্রীযমুনাজী। ২ শ্রীবৃন্দাজী। ৩ শ্রীগোবিন্দজীউ। ৪ শ্রীগোপীনাথজীউ। ৫ শ্রীমদনমোহনজীউ। ৬ শ্রীগুরুপাট। স্বাভাবিক শ্রদ্ধাভক্তি হইতেই প্রকৃত ভেট্ (দর্শন) হয়। এবিষয়ে উভয়-পক্ষেই প্রেমের সম্বন্ধ প্রয়োজন। নচেৎ, একটি অস্বাভাবিক উদ্বেগ সৃষ্টি হয় মাত্র।

মেলা ও উৎসব—(শ্রীব্রজবিনোদ-হিন্দী)

শ্রীবৈশাখ—শুক্লাচতুর্দ্দশীতে কেশীঘাট, রামজীদরজায় ও আটখাম্বায় হিরণ্যকশিপু বধ লীলার জন্য মেলা। শ্রীনরসিংহ অবতার খেলা হয়।

বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া—অক্ষয়তৃতীয়া, শ্রীবিহারীজীউর শ্রীচরণ দর্শন।

„ „ নবমী—শ্রীজানকী নবমী—(রামবাগ ইত্যাদি স্থানে)।

„ „ দশমী—শ্রীহিত হরিবংশজীর উৎসব। এই উৎসব প্রতি বৎসর শ্রীরাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া কয়েক দিন যাবৎ বিশেষ অনুষ্ঠান সহকারে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

জ্যৈষ্ঠ—কৃষ্ণাদ্বিতীয়ায় বনবিহারলীলার জন্য রাত্রিতে শ্রীবৃন্দাবন পঞ্চক্রোশি পরিক্রমা।

আষাঢ়—শ্রীরথোৎসব মেলা। (জ্ঞানগুদড়ী) যমুনাপুলিনে।

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রাবণ—১ শুক্লাতৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঝুলনলীলা। ২ শুক্লা-নবমীতে শ্রীব্রহ্মকুণ্ডতীরে মেলা। ৩ শ্রাবণি পূর্ণিমাতে গজরাজকুণ্ডতীরে শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ লীলা। মল (অধিক) মাস হইলে ঝুলনের তিথি পরিবর্ত্তন হয়।

ভাদ্র—১ কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা উপলক্ষে মেলা। ২ শুক্লাষ্টমীতে মোহনী দাসজীর টাটীতে নামান্তর টাটীয়া স্থানে—শ্রীরাধিকার জন্ম তিথি উপলক্ষে মেলা হয়।

আশ্বিন—শুক্লাপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত সাঞ্জি মেলা ও দুর্গোৎসব।

কার্ত্তিক—১ শুক্লানবমীতে শ্রীযুগল পরিক্রমা মেলা। ২ শুক্লাত্রয়োদশীতে কেশী ঘাটে কেশী বধ লীলা। ৩ শুক্লাচতুর্দ্দশীতে কালীয়দমন লীলা। ৪ কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীরাধাবিহাবলী মেলা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনাগমনোৎসব।

অগ্রহায়ণ—কৃষ্ণাএকাদশী হইতে শুক্লাষষ্ঠী পর্য্যন্ত শ্রীরাসলীলা।

পৌষ—১ প্রতি বৃহস্পতিবারে বেলবনে শ্রীলক্ষ্মীদর্শন মেলা। ২ পৌষ শুক্লাএকাদশী হইতে মাঘ কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে শ্রীবৈকুণ্ঠোৎসব মেলা। মাসাবধি শ্রীরাধাবল্লভজীর খিচুড়ী ভোগ হইয়া থাকে।

মাঘ—শুক্লাপঞ্চমীতে সাহাজী মন্দিরে শ্রীবসন্তোৎসব মেলা।

ফাল্গুন—১ সমস্ত ফাল্গুন মাস দোল ও হোরি সম্বন্ধীয় উৎসব। ২ কৃষ্ণা-একাদশীতে শ্রীমানসরোবরে মেলা। প্রতি দ্বাদশবৎসর অন্তরে ফাল্গুন মাসে শ্রীকুম্ভমেলা।

চৈত্র—কৃষ্ণা দ্বিতীয়া হইতে দ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরে রথোৎসব মেলা।
চৈত্র শুক্লা অষ্টমী—গণপতি, গৌরীপূজা।
" " নবমী—শ্রীরাম জন্মোৎসব (রামবাগ ইত্যাদি স্থানে)
" " একাদশী—ফুলদোল

ইতি দ্বাদশ মাস সম্বন্ধীয় মেলা মহোৎসব সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমথুরা দর্শন।

(শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীমথুরা পঞ্চতীর্থ
পরিক্রমা অবলম্বনে লিখিত—শ্রীব্রজবিনোদ-হিন্দী)

শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমী। প্রভাতে শ্রীবিশ্রাম ঘাটে স্নান করিয়া তাহার দক্ষিণস্থ দ্বাদশ ঘাটে অর্থাৎ ১। অবিমুক্ত, ২। অধিরূঢ়, ৩। গুহ্য, ৪। প্রয়াগ, ৫। কন্‌খল, ৬। তিন্দুক, নামান্তর বাঙ্গালী ঘাট, ৭। সূর্য্য-ঘাট (বড়বালা বলিয়া প্রসিদ্ধ) ৮। বটস্বামী ঘাট, ৯। ধ্রুবঘাট, ১০। ঋষিতীর্থ, ১১। মোক্ষতীর্থ, ১২। কোটিতীর্থ ও বুদ্ধঘাট (রাবণ কুটী বলিয়া প্রসিদ্ধ) জল স্পর্শ করিয়া মধুবনে যাইয়া মধুকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। তদনন্তর উপরের বর্ণিত দ্বাদশ ঘাটে স্নান ও মধুবন-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পুনর্বার মথুরায় রাত্রিবাস করিতে হয়।

১। সূর্য্যঘাটে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ও রবিবারে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

২। ধ্রুবঘাটে পিতৃপক্ষে (আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষে) স্নান তর্পণ বিশেষ প্রশস্ত।

৩। বুদ্ধতীর্থে জ্যৈষ্ঠ একাদশীদ্বয়ে স্নান বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঘাটের উপরে বসিয়া রাবণ তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য অদ্যাপি রাবণকুটী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইতি প্রথম দিবসীয় পরিক্রমা

শ্রাবণী শুক্লা ষষ্ঠী। প্রভাতে শ্রীবিশ্রাম ঘাটে স্নান করিয়া অবিমুক্ত তীর্থে জল স্পর্শ করিয়া চর্চ্চিকা দেবী (নামান্তর স্নুমঙ্গলা দেবী), গতশ্রম বিগ্রহ, বীরভদ্র মহাদেব, শত্রুঘ্ন, কংশ নিকন্দন, দেবকী নন্দন, বৎস কূপ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধমুখ (নামান্তর রঙ্গেশ্বর মহাদেব), সপ্ত সমুদ্র কূপ, শিবতাল, বলভদ্রকুণ্ড, শ্রীবলদেব, ভূতেশ্বর, শান্তনুকুণ্ড, কুদরীকুণ্ড, জ্ঞানবাবরী, পুতরাকুণ্ড, শ্রীজন্মভূমি, শ্রীকেশব দেব (মথুরায় শ্রীআদি কেশব) দর্শন করিয়া পুতরাকুণ্ডের তীরে ক্রম পূর্বক সমস্ত তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে হয়।

১। কংসনিকন্দন যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, এই স্থানই কংসের বাড়ী বলিয়া বিখ্যাত। কংসনিকন্দন ও দেবকীনন্দন হুলি দরজার নিকট বিরাজমান। ২। কংস কূপ হুলি দরজার বাহিরে। শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব মথুরার ক্ষেত্রপাল। শান্তনুকুণ্ড, ভীষ্মের পিতা শান্তনু মহারাজ পুত্র কামনায় এই স্থানে শ্রীসূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। কুণ্ডের মধ্যস্থলে শ্রীসূর্য্য-মন্দির, তথায় শ্রীবিহারীজীউ বিরাজমান। ভাদ্র ষষ্ঠী তিথি এবং যে কোন মাসে রবিবার মিলিত সপ্তমী তিথিতে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কুদরীকুণ্ড শান্তনুকুণ্ডের এক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের সঙ্গে জলক্রীড়া করিয়াছিলেন। পুতরাকুণ্ড, ভাদ্র কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে এই কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরের দিবস দেবকী মাতা এই কুণ্ডে বস্ত্র ধৌত করিয়াছিলেন। কেশব-দেবের মন্দিরের পার্শ্বে যে উচ্চ মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়, এই স্থানে শ্রীকেশবের অতি উচ্চ মন্দির ছিল। অবশেষে আওরঙ্গজেব বাৎসাহ এই মন্দির ভঙ্গ করিয়া এই মন্দিরের জিনিষ দিয়াই মস্‌জিদ প্রস্তুত করেন। এই ঘটনার পরে মস্‌জিদের পার্শ্বে শ্রীকেশবের নূতন মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। মস্‌জিদের নিকটে একটি কূপ আছে, তাহাতে স্নান করিলে বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছ। এইস্থান এখন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের তত্ত্বাবধানে আছে।

ইতি ষষ্ঠী পরিক্রমা।

শ্রাবণী শুক্লা সপ্তমী—বিশ্রাম ঘাটে স্নান করিয়া তাহার উত্তর দিকস্থ দ্বাদশ ঘাটে অর্থাৎ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। মণিকর্ণিকা, ২। অশিকুণ্ড, ৩। সংযমন (নামান্তর স্বামী ঘাট কিম্বা বস্থদেব) ঘাট, ৪। ধারাপতন, ৫। নাগতীর্থ, ৬। বৈকুণ্ঠঘাট, ৭। ঘণ্টাভরণ ঘাট, ৮। সোমঘাট (নামান্তর গো ঘাট), ৯। কৃষ্ণগঙ্গা, ১০। চক্রতীর্থ, সরস্বতী সঙ্গম, ১১। দশাশ্বমেধ ঘাট, ১২। বিঘ্নঘাট তীর্থে জল স্পর্শ করিয়া, শ্রীগণেশ ও ব্রহ্মা মানস তীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগোকর্ণাখ্য শিবক্ষেত্রে আসিতে হয়। তদনন্তর ঐ স্থানে পর্য্যায়ক্রমে তীর্থ মহিমা শ্রবণ করিতে হয়।

অশিকুণ্ড তীর্থে চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যাতে সংযত ভাবে স্নান করিয়া বরাহ, বামন, হনুমান ও গণেশ দর্শন করিতে হয়। কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী ও দ্বাদশীতে স্নানে বিশেষ ফল আছে।

সংযমন ঘাটকে স্বামীঘাট কিম্বা শ্রীবস্থদেবের ঘাট বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এই ঘাটে শ্রীবস্থদেব স্নান করিয়াছিলেন। সোম তীর্থকে গো-ঘাট বলে। এই ঘাটের উপরে সোমেশ্বর মহাদেব বিদ্যমান। ঘাট সকলের মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণগঙ্গার মহিমা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। কৃষ্ণগঙ্গায় স্নান করিয়া ঘাটের উপরিস্থ কালঞ্জরীশ্বর মহাদেবকে দর্শন না করিলে স্নান বিফল হয়। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দ্বাদশীতে কৃষ্ণগঙ্গায় স্নানে বিশেষ ফল লাভ হয়। বিঘ্নরাজ তীর্থে অষ্টমী, দশমী ও চতুর্দ্দশীতে স্নান করিয়া, শ্রীগণেশ দর্শন করিতে হয়। এইস্থানে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দুইটি আশ্রম আছেন।

ইতি সপ্তমী পরিক্রমা।

শ্রাবণী শুক্লা অষ্টমী—বিশ্রাম ঘাটে স্নান করিয়া, ক্রমে গতশ্রম বিগ্রহ, শ্রীবস্থমতী দেবী, শ্রীবরাহ দেব, পদ্মনাভজীউ, বিহারীজীউ, মথুরা দেবী, দীর্ঘবিষ্ণু, শ্রীকেশব দেব, গলতেশ্বর মহাদেব, কুব্জাকূপ, মহাবিদ্যেশ্বরী, মহাবিদ্যাকুণ্ড, শ্রীসরস্বতী কুণ্ড, কোটী তীর্থ (নামান্তর ঘারাহিতাল), গরুড় গোবিন্দকুণ্ড, ও গরুড়গোবিন্দ দেব দর্শন করিয়া, ঐ স্থানে পর্য্যায়ক্রমে তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে হয়। ঐ তিথিতে পঞ্চতীর্থ উপলক্ষে শ্রীগরুড়গোবিন্দে মেলা বসিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবরাহদেব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যথা—কপিল দেব নামক কোন ব্রাহ্মণ হইতে ইন্দ্র শ্রীবরাহদেবকে মর্ত্ত্যলোক হইতে দেবলোকে লইয়া যান। রাবণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করেন। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে জয় করিয়া শ্রীঅযোধ্যাপুরীতে আনয়ন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে শ্রীশত্রুঘ্ন দেব লবণ অসুরকে বধ করিবার জন্য শ্রীমথুরায় আগমন করেন এবং ঐ অসুরকে বধ করিয়া শ্রীমথুরাপুরী স্থাপন করতঃ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাসের ব্যবস্থা করিয়া শ্রী-অযোধ্যায় যাইয়া অগ্রজ শ্রীরামের চরণে সমস্ত বর্ণন করেন। তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীবরাহদেব অর্পণ করেন। তদনুসারে শ্রীশত্রুঘ্ন দেব শ্রীবরাহদেবকে শ্রীমথুরায় আনয়ন করিয়া সেবা স্থাপন করেন। সেই অবধি বরাহ-দেব শ্রীমথুরায় বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীগরুড় গোবিন্দ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যথা—শ্রীরাম অবতারে ইন্দ্রজিত কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্র নাগপাশে বদ্ধ হইলে, গরুড় শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধন মোচন করিয়া-ছেন। তদবধি শ্রীরামচন্দ্রের ভগবত্তা সম্বন্ধে গরুড়ের কিছু সন্দেহ হয়। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে গরুড় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়া সমস্ত ব্রজময় শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি দর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাতে গরুড় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মায়া জানিতে পারিয়া অতি আর্ত্তনাদে তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করেন এবং বিবিধ স্তুতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে আশ্বাস দান করিয়া তদীয় স্কন্ধে আরোহণ করেন এবং বলিতে লাগিলেন, অদ্য হইতে তোমার নাম আমার নামের অগ্রে উচ্চারিত হইবে; এবং আমাদের এই বিগ্রহের নাম "গরুড়-গোবিন্দ" বলিয়া সর্ব্বসাধারণে বিদিত হইবে।

ইতি অষ্টমী পরিক্রমা।

শ্রাবণী শুক্লা নবমী। বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া, মহালক্ষ্মী দেবী, অনন্ত তীর্থ (লুপ্ত), অক্রুর গ্রামে শ্রীগোপীনাথ, অক্রুর ঘাট, ভাতরোল, অটল তীর্থ (লুপ্ত) কদমখণ্ডী, দাবানল কুণ্ড, কালিদহ, কালীয়মর্দ্দন, প্রস্কন্দন তীর্থ ও সূর্য্যঘাট,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদনমোহন, শ্রীবঙ্কবিহারী, শ্রীরাধাবল্লভ, সেবাকুঞ্জ, শ্রীরাসমণ্ডল, কেশীঘাট, ধীর-সমীর, শ্রীবংশীবট, শ্রীগোপেশ্বর, সপ্তসমুদ্রকূপ, বেণুকূপ, শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীব্রহ্মকুণ্ড দর্শন ও জল স্পর্শ করিয়া, ঐ কুণ্ডের তীরে পর্য্যায়ক্রমে তীর্থ মহিমা শ্রবণ করিতে হয়। এই তিথিতে ব্রহ্মকুণ্ড তীরে পঞ্চতীর্থ পরিক্রমা উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে। সমস্ত শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান প্রধান দেবালয় দর্শনীয়।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্রীবিশ্রাম ঘাটে স্নান করিয়া মথুরায় শ্রীমহা-লক্ষ্মী দেবীকে দর্শন করিলে, যে কোন কামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অক্রুর ঘাটে—সূর্য্যগ্রহণ, কার্ত্তিকশুক্লা একাদশী, দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। কার্ত্তিক একাদশীতে অক্রুর তীর্থে স্নান করিয়া শ্রীগোপীনাথকে পরিক্রমা করিয়া ঘৃত প্রদীপ দান বিশেষ ফলপ্রদ। কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে যাজ্ঞিক পত্নীগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্নভোজন লীলা উপলক্ষে ভাতরোলে বিশেষ কৌতুক হইয়া থাকে। ঐ দিবস তথায় দধি ও নানাবিধ সন্দেশ লুট হইয়া থাকে। কার্ত্তিক শুক্লা ষষ্ঠিতে, রবিবারে ও সংক্রান্তি তিথিতে সূর্য্যঘাটে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। শ্রীগোপেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বে সপ্তসমুদ্র কূপে সোমবারে ও সুমতী অমাবস্যাতে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

ইতি নবমী পরিক্রমা।

শ্রাবণী শুক্লা একাদশী। (দশমীতে বিশ্রাম) ঐ দিবস শ্রীবিশ্রাম ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীমথুরা পরিক্রমা করিতে হয় এবং অবশিষ্ট কথা শ্রীগোকর্ণ মহাদেব নিকটে শ্রবণ করিতে হয়। শ্রীমথুরা পরিক্রমা করিবার সময় পর্য্যায় অনুসারে, যাহা পাওয়া যায় তাহা বর্ণিত হইতেছে, যথা,—শ্রীশ্রীবিশ্রামঘাট, পপুলেশ্বর মহাদেব, বটুক ভৈরব, শ্রীবেণীমাধব, রামেশ্বর মহাদেব, শ্রীদ্বারকাধীশ, শ্রীশ্রীবলভদ্র ও মদনমোহনজী, (গলির ভিতরে রামজী ও গোপালজী), তিন্দুকতীর্থ সূর্য্যঘাট, শ্রীসূর্য্য দর্শন, ধ্রুবঘাটে টীলার উপরে ধ্রুবজী ও ঐ মন্দিরের পার্শ্বে অটল গোপাল, ঋষিতীর্থে টীলার উপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তর্ষি, বলিটীলায় বলি মহারাজ ও বামনজী, কলিযুগ টীলায় মহাবীর, রঙ্গভূমিতে চানুর মুষ্টিক ও কুবলয়পীড় বধের প্রতিমূর্ত্তি, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, তাঁহার উত্তরে কংসটীলা, কংস-আখেড়া ও কংসবধ স্থল, উগ্রসেন মহারাজ, শিবতাল, কঙ্কালী দেবী, জগন্নাথ দেব, উদ্ধবজী ও গোপীকাস্থল, বলভদ্রকুণ্ড ও শ্রীবলদেব, শ্রীনৃসিংহ দেব, বদরীনাথ, শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব ও পাতাল দেবী, পুতরাকুণ্ড, শ্রীকেশব দেব, জন্মভূমি, সম্মুখে মালপুরা (অর্থাৎ কারাগারে শ্রীবসুদেব দেবকীকে রক্ষা করিবার জন্য মল্লগণের উপবেশন স্থল)। মহাবিদ্যা দেবী, মহাবিদ্যাকুণ্ড, সরস্বতীকুণ্ড ও সরস্বতী দেবী, চামুণ্ডা দেবী, রজকবধ-টীলা, শ্রীগোকর্ণ মহাদেব, অম্বরিষটীলা, চক্রতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, সোমতীর্থ, ঘণ্টাভরণ, ধারাপতন, বৈকুণ্ঠঘাট, বসুদেবঘাট, বরাহক্ষেত্র, কর্কটক নাগ, মহাবীর, গণেশ ও নৃসিংহ, মণিকর্ণিকা, অবিমুক্ত তীর্থ ও শ্রীবিশ্রামঘাট।

ইতি একাদশী পরিক্রমা। *

কতিপয় সাধু-বৈষ্ণব মহাত্মার নাম—পণ্ডিত শ্রীল অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ, কীর্ত্তনীয়া শ্রীমৎ যদুনন্দন দাসজী মহারাজ (শ্রীগোবর্দ্ধন)। মহান্ত মহারাজ, শ্রীল সুবলদাস বাবাজী মহারাজ, বাবা শ্রীমৎ দীনশরণ দাসজী, বাবা শ্রীসখীচরণ দাসজী, সম্পাদক ও মৃদঙ্গ বাদক শ্রীযুত পরমেশ্বরী দাসজী, মৃদঙ্গবাদক শ্রীহরিদাসজী, কীর্ত্তনীয়া শ্রীহরিদাসজী—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড। ব্রহ্মচারী বাবা শ্রীকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবা, বাবা শ্রীমৎ প্রেমানন্দজী মহারাজ, শ্রীযুত রামদাস শাস্ত্রীজী, বাবা শ্রীব্রজবল্লভ শরণ দাসজী, পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ শাস্ত্রীজী, ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু শ্রীমৎ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ—শ্রীবৃন্দাবন। হিন্দী ভাষায় বহু বৈষ্ণব গোস্বামিগ্রন্থ প্রকাশক—বাবা শ্রীকৃষ্ণ দাসজী (মথুরা) কুসুমসরোবর।

---

* শ্রীশ্রীঅম্বিকাবন মথুরার উত্তরাংশে অবস্থিত। অম্বিকা দেবী (মহাবিদ্যা), সরস্বতী-কুণ্ড ও গোকর্ণ মহাদেবের মন্দির এই বনের অন্তর্ভুক্ত।

একদা শ্রীব্রজরাজ নন্দ শ্রীশিবচতুর্দ্দশী ব্রত উপলক্ষে অম্বিকাবনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীগোকর্ণেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া, রাত্রিতে সরস্বতীকুণ্ড তীরে শয়ন করিতেছিলেন—সুদর্শন নামে কোন বিদ্যাধর শাপভ্রষ্ট হইয়া সর্প দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সর্প শ্রীব্রজরাজের চরণ গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ আগমন পূর্ব্বক উহার উপরে স্বীয় চরণ অর্পণ করেন। এই সময় সর্প স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়া, দিব্য বিদ্যাধর রূপ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অশেষ স্তুতি করিতে করিতে আপন ধামে গমন করিয়াছিলেন। এই সরস্বতীকুণ্ড তীরে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনকে শাপমোচন করিয়া "সুদর্শন মোক্ষণ" নামে কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমথুরার মেলা মহোৎসব তিথি,—
(শ্রীশ্রীব্রজবিনোদ—হিন্দী)

১। শ্রীশ্রীভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকেশব মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব।

২। ,, শুক্লাষ্টমীতে রাভেলে শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব মেলা।

৩। আশ্বিন শুক্লাষ্টমী হইতে একাদশী পর্য্যন্ত শ্রীরামলীলা।

৪। ,, ,, পূর্ণিমাতে—শরৎ পূর্ণিমা।

৫। কার্ত্তিক শুক্লা দ্বিতীয়া (যমদ্বিতীয়ায়) শ্রীবিশ্রামঘাটে মেলা।

৬। ,, ,, সপ্তমীতে রজকবধটীলায় রজকবধ উপলক্ষে মেলা।

৭। ,, ,, অষ্টমীতে মথুরার দক্ষিণস্থ গোপালবাগে গোচারণ মেলা।

৮। ,, ,, নবমীতে যুগল (শ্রীমথুরা-বৃন্দাবন) পরিক্রমা ও সরস্বতী কুণ্ড তীরে মেলা। (শ্রীগোপাষ্টমীর পর অক্ষয় নবমীতে)।

৯। ,, ,, দশমীতে কংসটিলায় কংসবধ উপলক্ষে মেলা।

১০। ,, ,, একাদশীতে মথুরা গরুড়গোবিন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা মেলা।

১১। মাঘ শুক্লাপঞ্চমীতে—বসন্ত পঞ্চমী মেলা।

১২। ফাল্গুন ,, নবমীতে হোরি মেলা।

১৩। ,, ,, ত্রয়োদশীতে রঙ্গ হোরি।

১৪। চৈত্র কৃষ্ণা প্রতিপদে শ্রীকেশবদেবের মেলা।

১৫। ,, ,, পঞ্চমীতে শ্রীফুলদোল মেলা।

১৬। ,, শুক্লাষ্টমীতে মহাবিদ্যা মেলা।

১৭। ,, ,, নবমীতে শ্রীরামনবমী মেলা।

১৮। বৈশাখ ,, চতুর্দ্দশীতে হিরণ্যকশিপুবধ মেলা।

১৯। ,, ,, পূর্ণিমায় রাত্রিতে শ্রীমথুরা পরিক্রমা।

২ । জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী – দশহরা, শ্রীযমুনাজীকী স্নান।

২১। ,, পূর্ণিমা—জল যাত্রা মেলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২। আষাঢ় ,, দ্বিতীয়ায় শ্রীশ্রীরথোৎসব মেলা।

২৩। ,, ,, একাদশীতে মথুরা গরুড়গোবিন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা মেলা।

২৪। আষাঢ় ,, পূর্ণিমা—শ্রীগুরুপূর্ণিমা। (মুড়িয়া পূর্ণিমা)।

২৫। শ্রাবণ শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীমথুরা পঞ্চতীর্থ পরিক্রমা উপলক্ষে মধুবনে মেলা।

২৬। ,, ,, ষষ্ঠীতে ,, পুতরাকুণ্ড তীরে মেলা।

২৭। ,, ,, সপ্তমীতে ,, শ্রীগোকর্ণ মহাদেব নিকটে মেলা।

২৮। ,, ,, অষ্টমীতে ,, শ্রীগরুড়গোবিন্দে মেলা।

২৯। ,, ,, নবমীতে ,, শ্রীবৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে মেলা।

৩০। ,, ,, একাদশীতে ,, শ্রীগোকর্ণ মহাদেব নিকটে মেলা। ও পবিত্রা ধারণ।

৩১। ,, ,, অমাবস্যা—হিন্দোলোৎসব।

মথুরায় নিম্নলিখিত টীলা বিরাজমান, যথা—

১। ধ্রুবটীলা, ২। ঋষিটীলা, ৩। কলিযুগটিল্লা, ৪। বলিটিলা, ৫। কংসটিলা, ৬। রজকবধটিলা, ৭। অম্বরীষটিলা, ৮। হনুমানটিলা ৯। গতশ্রমটিলা।

শ্রীমথুরায় চারিটি দরজা, যথা,—হুলি, ভরতপুর, দিগ এবং শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীমহাদেব যথা,—ভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, পপুলেশ্বর, রঙ্গেশ্বর, গল্তেশ্বর, কালিন্দ্রীশ্বর, সোমেশ্বর, রামেশ্বর ও বীরভদ্র মহাদেব।

কুণ্ড পাঁচ যথা,—শিবতাল, শ্রীবলভদ্রকুণ্ড, পুতরাকুণ্ড, মহাবিদ্যাকুণ্ড ও সরস্বতীকুণ্ড।

প্রতিদিন শ্রীমথুরায় বিশ্রামঘাটে শ্রীযমুনাজীর আরতি দর্শন হয়। অতি লোভনীয় দর্শন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকদেহোচিত শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব ।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সেধূলি মাখিব কবে গায় ।
প্রেমে গদ গদ হৈঞা রাধা কৃষ্ণ নাম লঞা,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায় ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈঞা,
ডাকিব হা রাধানাথ ! বলি ।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি ॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায় ।
বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে.
কহে দীন নরোত্তমের দাস ॥

হরি হরি ! আর কবে পালটিবে দশা ।
এ সব করিয়া বামে,, যাব বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥
ধনজন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পুরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতুহলে,
শ্যাম কুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, কৃষ্ণ লীলা যে যে স্থানে,
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
কহ আর লীলাস্থান কাঁহা ॥
ভোজনের স্থান কবে নয়ন গোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ ॥ —প্রার্থনা, ঠাকুর মহাশয়।

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞা-সেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাম ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥
যুগল চরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি প্রেমময় পরবন্ধে।
কৃষ্ণ নাম, রাধা নাম, উপায় করেঁা রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দ ॥
সখীগণ গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে,
তবহিঁ পূরব অভিলাষ।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীব্রজপুরে অনুরাগে বাস ॥ —শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বতীর্থাস্পদ—"শ্রীশ্রীগোমাতা"—সেবক শ্রীকৃষ্ণ

পৃষ্ঠে ব্রহ্মা গলে বিষ্ণুর্মুখে রুদ্রঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
মধ্যে দেবগণাঃ সর্ব্বে রোমকূপে মহর্ষয়ঃ॥
নাগাঃ পুচ্ছে খুরাগ্রেষু যে চাষ্টৌ কুলপর্ব্বতাঃ।
মূত্রে গঙ্গাদয়ো নদ্যো নেত্রয়োঃ শশিভাস্করৌ।
এতে যস্যাস্ততৌ দেবাঃ সা ধেনুর্বরদাস্তু মে।
বর্ণিতং ধেনুমাহাত্ম্যং ব্যাসেন শ্রীমতা স্বয়ম্॥

ভারতীয় সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু জাতি সাধারণতঃ পঞ্চোপাসক (বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য)। আবার অনেকেই আছেন যে, কোন দেবতাকে মানিতে ইচ্ছুক নহেন। এমন কি, পিতা-মাতাকেও নহে। কিন্তু শ্রীভগবানের মঙ্গলময় আচরণ ও বাক্য মানা উচিত; মানিলে, পালন করিলে, অবশ্যই মঙ্গল হয়। এরূপ শুভবুদ্ধির উদয় যাঁহাদের হয়, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে নানা কারণ বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ দেবতাগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। উপরোক্ত শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে,—"**শ্রীশ্রীগোমাতার**" সর্ব্বাঙ্গে—এমন কি, গো-মূত্র, গোময়, ইত্যাদিতেও তীর্থের অবস্থান আছেন এবং সেই অসামান্যা তীর্থকেই সর্ব্বাগ্রে করিয়া নরলীলাভিনয়কারী পরম ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ স্বয়ং লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে অবস্থান ও বিচরণ করেন। গো-দুগ্ধ জাত দ্রব্যাদিই প্রভুর অতিপ্রিয়, প্রাণধারণের উপায়। তাঁহারাই প্রভুর একপ্রকার সুখলীলার চিরসঙ্গিনী। এমন কি, সন্ধ্যাকালে শ্রীগোচারণ লীলা হইতে গো-গণ, সখাগণ সঙ্গে যখন প্রভু মাতাপিতার নিকট গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; তখন গোপদধূলি (গো-ধূলি) সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করতঃ শ্রীভুবন মোহন, শ্রীমদনমোহন রূপ ধারণ করিয়া শ্রীব্রজবাসিগণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিমোহিত করেন। শ্রীব্রজবাসিগণ এই রূপ দর্শন করিয়া, পান করিয়া, অতৃপ্ত নয়নে বলেন যে, হায় বিধি! তুমি কি নিষ্টুর, যাহার জন্য নয়নে পলক ফেলিবার বিধান করিয়াছ; এতটুকু সময়ের অদর্শন বিরহ আ কেমনে সহ্য করিব!! এদিকে আবার আগামী কল্য সকালে প্রভুর স গো-বৎসগণ মিলিত হইলে তবেই পুনঃ এই প্রকার সুখময় লীলা হইবে তাই, তাঁহার সুখের সাথীগণকে এত সময় কি করিয়া ছাড়া হইবেন, চিন্তায় বিরহ-ব্যাকুলতাকে সামলাইবার জন্য এই গোপদ ধূলি আপাদমস্তকে ধারণ করিবার একটি রসময় অপূর্ব্ব লীলা।

গর্ভধারিণী মাতৃদেবী যাঁ'র যাঁ'র সন্তানগণকে বক্ষস্তন হইতে দুগ্ধ দান করেন; কিন্তু সন্তানগণ বয়স প্রাপ্ত হইলে আর সেই সুযোগ থাকেনা। আর সর্ব্বজননী গো-মতার কিন্তু শিশু, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ নারী; এ জাতি, সে জাতি, নিজ সন্তান পর সন্তান, ইত্যাদি কোনই বিচার নাই। যেমন শ্রীধরিত্রী দেবীর (পৃথিবীর) কোনই বিচার নাই। কত প্রকার সহনশীল ধর্ম্ম তাঁহাদের স্বাভাবিক বর্ত্তমান আছে। সেই গো-মাতা—সকলের মাতৃদেবী। উৎপা কার্য্যে—গো সকলের পিতৃদেব।

তাই প্রার্থনা,—হে মানব জাতি! একবার সুস্থচিত্তে বিবেকবান্ হইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ সর্ব্বতীর্থময়ী, করুণাময়ী, দয়াময়ী মাতৃদেবীর প্রতি কায়মনবাক্যে আমাদের কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত; কিরূপ সেবাবুদ্ধি থাকাউচিত। যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সকলদেবতার অধিষ্ঠান, যাঁহার শ্রীচরণ কমলে সকল-তীর্থ বিরাজমান; সর্ব্বলীলাময় পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং সেই শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের সেবায় নগ্নপদে অনুরাগভরে সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করেন, বিচরণ করেন। যাঁহাদের শ্রীচরণ ধূলি প্রভুর সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বোত্তম ভূষণ স্বরূপ। যাঁহাদের বিষ্ঠা (গোবর গোমূত্র), দুগ্ধ, দধি, ঘৃত দ্বারা প্রভু স্নান (অভিষিক্তহন) করেন। যাঁহাদের জাত ছানা, মাখন ইত্যাদি প্রভুর প্রাণ ধারণের অতি প্রিয় দ্রব্য। এবিষয়ে জাতিনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী আমাদের চেতনা একবার উদ্বুদ্ধ হওয়া কি অবশ্যই কর্ত্তব্য নহে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi